বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন।

অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ইহ সংসারে এক্ষণে সর্ব্ববল অপেক্ষা অর্থবলই শ্রেষ্ঠ বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, ধর্ম্মবল সর্ব্বাগ্রগণ্য। মহাভারতে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে সেনাপতি করিয়া সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সেনা লইয়া সমরে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিপক্ষ রাজা দুর্য্যোধনের, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বিশ্ববিজয়ী প্রবীণ সেনানীগণ এবং একাদশ অক্ষৌ-হিণী সেনা ছিল। মহারাজ দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে জননীকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ, আমাদিগের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত সেনাপতি এবং একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও পাণ্ডবদিগের কেবল ভীম ও অর্জ্জুন সেনাপতি এবং সাত অক্ষৌহিণী সেনা। আপনি বলুন দেখি, কোন পক্ষে জয় হইবে? গান্ধারী ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ নিজ পুত্রকে প্রিয় বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে না গিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন,—'হে পুত্র, যে পক্ষে ধর্ম্ম আছে, সেই পক্ষেরই জয় হইবে।' এইরূপ, পূর্ব্বকালের

লোকেরা এক ধর্ম্মবলকেই প্রধান বলিয়া জানিত। যদি কাহারও উপরে কেহ অন্যায় ও সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিত, তাহা হইলে সেই নিরীহ লোক এক ধর্ম্মের মুখ তাকাইয়া থাকিত ; সে ভাবিত, আমি কখন অধর্ম্ম করিব না ; অর্থব্যয় করিয়া সাক্ষী সাজাইবার প্রয়োজন নাই ; আমি যখন ধর্ম্মপথে রহিয়াছি, তখন অবশ্যই জয়লাভ করিব। কালপ্রভাবে যখন সংসার প্রতারণাপরিপূর্ণ হইতে ছিল, তখন এইরূপ ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া অনেক নিরীহ ধার্ম্মিক লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সংসারে ধার্ম্মিকের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ধর্ম্মের প্রতি আর লোকের পূর্ব্ববৎ আস্থা রহিল না ; লোকের মনে ধারণা হইল যে, সকল বিষয়ে ধর্ম্মের দোহাই দিলে চলিবে না ; অন্যায় দমনের জন্য অন্যায়পথ অবলম্বন করা অনাবশ্যক নহে। যাহার অধিক ধন আছে, অন্যায়পথে থাকিয়া জয়লাভ করিবার তাহারই অধিক সম্ভাবনা ; কারণ, কালপ্রভাবে প্রায় সকলেই অর্থের দাস ; অর্থ দ্বারা লোককে বশীভূত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে।

এক্ষণকার কালে যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার প্রায় কিছুরই অপ্রতুল নাই। ধনী ব্যক্তির মনে যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা অনায়াসে অর্থবলে সমাধা করিতে পারেন। ধনের এমনি মোহিনী শক্তি যে, যাঁহার অধিক অর্থ আছে, তিনি যদি অত্যন্ত কৃপণও হন, তাঁহার নিকট যদি কিছুমাত্র প্রাপ্তির আশাও না থাকে, তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধারণে সম্মান ও ভয় করিয়া চলেন। যদি কেহ নীচজাতি হই

য়াও অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে সাহসী হন, এবং পদস্থ মনুষ্যেরাও তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে ধনের এতদূর প্রভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও ভীরু হন এবং তিনি যদি কোন গর্হিত কার্য্যও করেন, তাহা হইলে হঠাৎ লোকে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে বা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করে না। কারণ, নির্ধন ব্যক্তিরা মনে করেন যে, ধনবান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই ধনবলে তাঁহাদিগকে শাস্তি ও লাঞ্ছনা দিতে অনায়াসে সমর্থ হইবেন। যদি কোন ধনবান্ ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞ হন, এবং তাঁহার বৃত্তিভোগী পণ্ডিতের নিকট দুই চারিটী কবিতা মাত্র শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখেন ও স্থান বিশেষে তাহা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে হয়ত সাধারণের নিকট তিনি মহাপণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন। যাঁহার ধন আছে, স্বভাবতঃ সকলেই তাঁহাকে মান্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, ধনবানেরা মহামূর্খ হইলেও অর্থলোভে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা আসিয়া তাঁহাদিগের স্তব করিয়া থাকেন। ধন দান করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া মহাপাপী হইয়াও ধর্ম্মসভায় আগমন করতঃ ধার্ম্মিক-প্রবর নামে আখ্যাত হন। ধনবলে বলীয়ান্ লোকের কোন কার্য্যেই হঠাৎ দোষ হয় না; সভ্য সংসারের সকলেই ধনবলে বলীয়ানের পক্ষপাতী। তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের কঠোর শাসন হঠাৎ স্পর্শ করিতে পারে না; অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যা গমন এবং অপেয়

পানেও তাঁহাদের জাতিধ্বংস সহসা হইবার নহে। ধনবান্ ব্যক্তি নিতান্ত কুরূপ হইলেও কন্যার পিতামাতা আপনার রূপলাবণ্যবতী সুরূপা কন্যাকে ধনবানের সহিত বিবাহ দিবার জন্য লালায়িত হন।

অর্থবলে বলীয়ান্ লোকের নিকট কোন কোন সময়ে স্বভাবও পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকেন। যখন দৈব-বিড়ম্বনা বশতঃ দুর্ভিক্ষের প্রবল তাড়নে অর্থহীন ব্যক্তিরা, হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া বেড়াইতেছে, অন্ন অভাবে শত শত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, সেই ভয়ানক সময়ে ধনবান্ ব্যক্তি পূর্ব্বেও যেরূপ ভোজনপান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন সে সময়েও তাহাই কিঞ্চিৎ অধিক অর্থমাত্র ব্যয় করিয়া করিতে পাইতেছেন। গ্রীষ্মকালে রবির প্রখর কিরণে দশদিক্ দগ্ধ হইতেছে, দরিদ্রেরা আপনাপন ভরণ-পোষণের জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দশদিকে ছুটিয়া বেড়াই-তেছে, গ্রীষ্মের শাসন সহ্য করিতেছে, তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সূর্য্যতাপে তাপিত জলপানে আরও কষ্ট অনুভব করি-তেছে। যখন দরিদ্র লোকেরা রজনীতে পর্ণকুটীরে শয়ন করিয়া মহাকষ্ট অনুভব করিতেছে, সুখপ্রদা নিদ্রাদেবীকে একবারও চক্ষে আবির্ভূতা করিতে পারিতেছে না, সেই সময়ে ধনাঢ্য লোকেরা সুরম্য দ্বিতল বা ত্রিতল অট্টালিকার উপর দ্বারে খস্‌খসের টাটি দিয়া জল সিঞ্চন করাইয়া টানা পাখার সমীরণ সঞ্চারে শরীর শীতল করিতেছেন; পিপাসা হইলে, বরফমিশ্রিত বারি পানে পিপাসার শান্তি হইতেছে, মধ্যে মধ্যে আতর, গোলাপ ও নব প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়ের

আঘ্রাণে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত শীতলভাব ধারণ করিতেছে। পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভয়ানক গ্রীষ্মকাল, ধনিলোকের নিকট বিশিষ্টরূপ বল প্রকাশ করিতে পারে না; অর্থের অভাবে নির্ধনদিগকেই এই সকল কষ্ট ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হয়।

লোকে কথায় বলে যে, যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহারই নিকট অধিক অর্থ আসিয়া থাকে। যাঁহারা ধনবান্ তাঁহারা ব্যবসায়াদি দ্বারা অনধিক আয়াসে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, যাঁহারা অল্প অর্থ লইয়া ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগের অধিক উপার্জ্জন হয় না। সংসারের মহা-হিতকর ও অদ্ভুত কার্য্য সকল এক ধনবলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পর্ব্বতশ্রেণী এক দেশের লোককে অপর দেশে যাইতে দিত না, স্বভাব যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রাচীর দ্বারা উভয় দেশকে পৃথক্ করিয়া রাখিত, এক্ষণে ধনবলে বলীয়ান্ জাতিরা ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর অভ্যন্তরে টনেল্ কাটিয়া উভয় দেশের মধ্যে গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। এ দেশে পূর্ব্বে দামোদর নদী মধ্যে মধ্যে স্ফীত হইয়া দুই তিনটী জেলার প্রজাপুঞ্জের শস্যহানি করিত, শত শত গো, মনুষ্যের প্রাণনাশ করিত। এক্ষণে ইংরাজেরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ ভয়ানক নদীর উপকূলে বাঁধ বাঁধিয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে আর দামোদর নদীর, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার উপর সে বিক্রম খাটিতেছে না। এইরূপ, এক অর্থবল দ্বারা কত কত সেতু, তারের সংবাদযন্ত্র, বাষ্পীয়পোত ও শকট এবং শিল্পযন্ত্রাদির সৃষ্টি হইতেছে।

মনুষ্যের হস্তে যত দিন ধন থাকে তত দিন তাহার একরূপ অপূর্ব্ব শ্রী থাকে। তাহার হৃদয়ে সন্তোষ, সাহস, আশা, ভরসা প্রভৃতি অবস্থান করে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনীর সন্তান যদিও প্রবঞ্চক ও প্রতারক হয়, তথাচ এক ধনের সম্ভ্রম আছে বলিয়া মহাজনেরা তাহাকে ধারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করে না। কিন্তু এক জন নির্ধন পুরুষ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে ধার্ম্মিক ও সত্যপর হইলেও তাহাকে কেহ ঋণ দিতে চাহে না। কোন ধনী লোক যদি কাহারও বাটীতে আগমন করেন, তাহা হইলে গৃহস্বামী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার আহারের জন্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী আহরণে তৎপর হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বাটী হইতে শীঘ্র বিদায় দিতে চাহেন না। কিন্তু কোন দরিদ্র লোক ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহারই গৃহে আগমন করিলে হয়ত তাহার সহিত গৃহস্বামী সাক্ষাৎও করেন না; কোন সূত্রে সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে কদন্ন ভোজন করাইয়া শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিয়া থাকেন। ধনবান্ মনুষ্যকে যে সাবধানে কত দূর সম্ভ্রম করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধন দ্বারা লোকের ধন ও মান বৃদ্ধি পায় এবং বিবেচক হইলে লোকে স্থিরচিত্তে সুস্থ শরীরে সানন্দে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়।

অর্থের অভাব মনুষ্যের সকল প্রকার কষ্ট, অনিষ্ট ও অধঃপতনের কারণ। অর্থের অভাব বশতঃ রীতিমত আহারাভাবে শরীর লাবণ্যরহিত ও বিশীর্ণ হইতে থাকে;

সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির হ্রাস, চিত্তের চাঞ্চল্য, মনের অপ্রফুল্লতা এবং চিত্তবিকার পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ধনের অভাব বশতঃ রীতিমত চিকিৎসার অভাবে অনেক লোক কালগ্রাসে নিপতিত হয়। অন্য কি কথা, ধন বিনা সাংসারিক লোকের স্বাভাবিক সৎস্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে; অবশেষে তাহার ফলস্বরূপ দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। বোধ করুন, কোন লোক বাল্যকালে উচ্চচেতা ও সৎস্বভাব ছিলেন; মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নীচকার্য্য প্রভৃতি কাহাকে বলে, জানিতেন না; পিতামাতার অধীন থাকিয়া কালযাপন করিতে ছিলেন। যখন তাঁহার পিতামাতার কাল হইল, তখন তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছে। ঐ লোকটী পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিতেই কোনরূপ কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্তও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পিতামাতার মৃত্যুর পর সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া যখন ভয়ানক অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল, তখনও অর্থপ্রাপ্তির জন্য যাচ্ঞা, তোষামোদ, প্রতারণা, চৌর্য্য প্রভৃতি নীচবৃত্তি করিতে তাঁহার মনে ঘৃণার উদয় হইত। কিছু দিবস বহুকষ্টে সাংসারিক কষ্ট ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতেছিলেন। সংসারে কষ্ট উপস্থিত হইলে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা ও অবোধ বালকবালিকাগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করে, তাহাও হইতে লাগিল। কখন বা গৃহিণী কর্ত্তাকে ভর্ৎসনাচ্ছলে কন্যাপুত্রগণকে কহিতে লাগিল, "তোরা যে প্রাতঃকালে উঠে সন্দেশ মিঠাই খেতে চাস্, তোদের একটু লজ্জা করে না? যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেচিস্, তেমনি ত

খাবি। যদি ভাল খাব, ভাল পর্‌বো এমন সাধ ছিল, তা হলে রাম বাবুর ঘরে জন্মাতে পারিস্‌নি? এ অভাগীর পেটে জন্মেছিলি কেন?—বলে ভাত জোটেনা, মিঠাই! ওদের ছেলেপুলে যখন খাবে তখন তোরা চোক বুঁজে থাক্‌বি—ডোলামাথা কোরে ছেঁড়া নেক্‌ড়া পোরে ওদের বাড়ী যাস্‌ কেন?—লোকের এক কপাল, আর আমার এক কপাল—চিরকাল কেবল কাঁদ্‌তেই এসেছিলাম। খা—এই মুড়ি খাবি, আর এই ঘরে বোসে থাক্‌বি—তোদের আবার লোকের বাড়ীতে মুখ দেখান কেন রে? আমি কারুর বাড়ী যাই দেখেচিস্‌?"

এরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভৎ‍‌সনা শুনিলে সহজেই সাংসারিক লোকের হৃদয় ব্যথিত হয়। এদিকে এইরূপ গৃহিণীর খেদোক্তি, ওদিকে কন্যাপুত্রগুলি সময়ে সময়ে পিতার নিকট আসিয়া—বাবা, ওদের ছেলে অমুক জিনিস খাইতেছে, আমি খাইব; ওদের মেয়ে পূজায় অমুক কাপড় পরিয়াছে, আমি পরিব; ইত্যাদি কাতরোক্তি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া ও পরিবারগণের দুর্গতি সর্ব্বক্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার মন উত্তেজিত ও কলুষিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র লোকের উপাসনায় একেবারে বিরত ছিলেন, নীচকার্য্য করিতে গেলে মাথা কাটা গেল বোধ করিতেন, সেই ব্যক্তি অর্থাভাবে মনে মনে অবধারিত করিলেন যে, আর কেন? মানহানি করিয়া হউক বা যে কোন প্রকারে হউক, অর্থ আনিতেই হইবে। এইরূপ মনে মনে করিয়া তাঁহার স্মরণ হইল যে, পূর্ব্বে এক দিবস রামচন্দ্র বাবু

তাহাকে নিজ গৃহে অন্ন আহার করিবার জন্য বিশেষ উপরোধ করিয়াছিলেন এবং কৌলীন্যমর্য্যাদা স্বরূপ একশত টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পিতৃপিতামহের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহাতে সম্মত হন নাই। এক্ষণে ভাবিলেন, আপনা হইতেই এক দিবস রামবাবুর বাটীতে যাইয়া পরিহাসচ্ছলে কহিবেন, কৈ রামবাবু, এক দিন আমাদের খাওয়ালেন না? তাহাতে রামবাবু অবশ্যই তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য উদেযাগী হইবেন, নিশ্চয় মর্য্যাদা স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থও দিবেন। এইরূপ যাহা মনে মনে সঙ্কল্প, কার্য্যেতে তাহাই করিলেন। আহারান্তে রামবাবু মর্য্যাদা স্বরূপ পঞ্চাশটী টাকা দিয়া কহিলেন, "মহাশয় আপনার উপযুক্ত হইল না।" ভদ্র লোকটী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহিণী, কর্ত্তার নিকট নগদ পঞ্চাশ টাকা দেখিয়া কহিলেন, দেখ দেখি, "নড়্‌বেনা চড়্‌বেনা কেবল ঘরে বোসে কষ্ট পাবে, যে পরের বাড়ীতে এক মুঠো ভাত খেলে পঞ্চাশ টাকা আন্‌তে পারে, তার কি না ছেলে পুলে পেটভোরে খেতে পায়না; আজকাল মান মর্য্যাদা সব টাকায়। এই প্যাড়াতে তুমিও আছ, রামবাবুও আছেন, তোমাকে বড় কুলীন বলে কে মানে গা! এখন যাতে টাকা হয়, তাই কর, ও মান মর্য্যাদা সব ছেড়ে দাও; আমি আর চিরকাল খাড়ু হাতে দিয়ে থাক্‌তে পারিনে। যে কটী টাকা পেলে ওতে আমার এক গাছি লোহা গড়িয়ে দাও, হাতে দিয়ে গঙ্গাস্নান কোত্তে যাব; লোকের কাছে স্বদু হাত নেড়ে

বেরুতে মাথা কাটা যায়।" উক্ত নিঃস্ব কুলীন যে কয়েকটী টাকা আনিয়াছিলেন তাহা উঠ্‌নো ওয়ালা প্রভৃতির ঋণ পরিশোধ ও সাংসারিক ব্যয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই শেষ হইয়া গেলে পুনরায় যে কষ্ট সেই কষ্ট উপস্থিত হইল। এবারে নিঃস্ব ব্যক্তি একজন ধনাঢ্যলোকের নিকট যাইয়া নানা প্রকার তোষামোদ ও প্রায় দুই তিন মাস মোসাহেবী করিয়া দশটাকা বেতনের একটী বাজার সরকারী কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন; তাহাতেও তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব দূর হইল না। পূর্ব্বে যিনি ন্যায় যুক্তি ও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না, এক্ষণে ধনাভাবে নীচ-পথগামী হইয়া অর্থের জন্য বাজার করিবার টাকা হইতে চৌর্য্যবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এতদ্ভিন্ন, মনিবের নিকট যাঁহারা কাজ কর্ম্মের অনুরোধে আসিতেন, তাঁহাদিগের নিকট— আমি গরীব ব্রাহ্মণ, বহুপরিবার, যে সামান্য বেতন পাই তাহাতে চলে না ইত্যাদি নানা কষ্ট জানাইয়া ভিক্ষা করিতেও শিখিলেন, মনিবের তুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য অবসর কালে অন্যায় তোষামোদ ও ঘৃণিত ও নীচ কার্য্য সকল করিতেও আর লজ্জাবোধ করিতেন না। পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যদি কথিত ব্যক্তির হস্তে আপন অভাব মোচনানুযায়ী অর্থ থাকিত, বোধ হয়, তাহা হইলে কখনও তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি তিরোহিত হইয়া এরূপ নীচ কার্য্য সকলে প্রবৃত্তি হইত না। তিনি কেবল অর্থের অনটন বশতঃ আপনার মান মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া নীচ প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িলেন।

সংসারে যাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, তাহাদিগকে নাতোয়ান হইয়া পড়িতে হয়। "নাতোয়ানের দুনা মাল-গুজারি" এই বাক্যটী সর্ব্বতোভাবে সত্য। অর্থের অনটন বশতঃ তাহাদিগের মূহূর্ত্তকালের জন্য সুখ নাই, সর্ব্বদা লোকের কটু বাক্য সহ্য করিতে হয়। নগদ মূল্য দিলে যে দ্রব্য অল্প মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইতে অপকৃষ্ট দ্রব্য অধিক মূল্য স্বীকার করিয়া ঋণে লইতে হয়। ক্রমে ঋণ অধিক হইয়া উঠিলে লোকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায়। মনে করুন, এক জন লোক মাসে ত্রিশটাকা বেতন পাইতেন। যদিও প্রথমে অল্প পরিবার থাকা বিধায় তিনি কায়ক্লেশে চলিলে মাসিক দশ-টাকা করিয়া সংস্থান রাখিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া যে কয়েকটী টাকা বেতন পাইতেন, সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। ক্রমে ক্রমে পরিবার বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আটজন লোকের ভরণ পোষণ আজকালের বাজারে অন্যূন চল্লিশ, পঁয়তাল্লিস টাকার কম হইয়া উঠে না। কিন্তু তাঁহার সবে মাসিক ত্রিশ টাকা আয়; সুতরাং তাঁহাকে দোকান-দারের নিকট হইতে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া ঢাল সুমুর করিয়া চলিতে হইত। মাসকাবারে ঋণের সমস্ত টাকা দোকানদার-দিগকে দিতে পারিতেন না বলিয়া দোকানদারেরা দশবার ফিরাইয়া একবার অপকৃষ্ট সামগ্রী দিত, মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন ও কটু বাক্য বলিতেও ত্রুটি করিত না। নাতোয়ান হইয়া পড়ায় ভদ্রলোকটিকে এই সকল অপমানসহিষ্ণু হইয়াও মুদি, কাষ্ঠবিক্রেতা, মিঠাইওয়ালা, বস্ত্রব্যবসায়ী

প্রভৃতির নিকট স্তুতি করিয়া ও স্তোকবাক্য বলিয়া অপকৃষ্ট দ্রব্যাদি ঋণে লইতে হইত। মাসে যে কয়েকটী টাকা বেতন পাইতেন, পাওনাদারদিগের মধ্যে যাহারা অধিক পীড়াপীড়ি করিত, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া থামাইয়া রাখিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋণ বাড়িয়া উঠিল। দোকানদারেরা প্রায় আর কেহই উঠ্না দিতে চাহেনা, একে একে তাহারাও ছোট আদালতে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। নাতোয়ান ব্যক্তি দেনার দায়ে অস্থির হইয়া কি করিব, কোথায় যাইব, কি হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, আপাততঃ মনিবের তহবিল হইতে কিছু টাকা লইয়া পাওনাদারদিগকে থামাইয়া দি, তাহার পর মাহিয়ানার টাকা হইতে মাসে মাসে দশটাকা করিয়া দিয়া তহবিল পূর্ণ করিয়া রাখিব। পাওনাদারদিগকে থামাইবার সম্বন্ধে যাহা ভাবিলেন, তাহাই করিলেন, কিন্তু মাসিক বেতন পাইয়া দশ টাকা করিয়া যে তহবিলে জমা দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, কারণ, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছিল। তহবিল হইতে যে টাকা ভাঙ্গিয়াছেন, দুই তিন মাঁসেও মনিব তাহা জানিতে পারিলেন না। তজ্জন্য কিঞ্চিৎ সাহস হইল; পাওনাদারেরা পুনর্ব্বার টাকার পীড়াপীড়ি আরম্ভ করায় আবার কিঞ্চিৎ তহবিল হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন। সংসারের অপ্রতুল ও পাওনাদারদিগের পীড়ন বশতঃ মনুষ্য এতদূর জ্ঞানশূন্য হয়

যে, ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। যাহা হউক, এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইল; মনিব তহবিল বুঝিয়া লইবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত ব্যক্তি প্রায় দুই শত টাকা তহবিল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি প্রথমতঃ তাহাকে পুলিসে দিবার কল্পনা করিলেন, কিন্তু ঐ লোকটীর অশেষ কাকুতি মিনতিতে তাহার নিকট হইতে ঐ টাকার একখানি খত লিখাইয়া লইয়া তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

যে ব্যক্তির পূর্ব্বে বিশ টাকা আয়ে চলিত না তাহার এক্ষণে একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়ায় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান রহিল না। কখন বা একটা ব্যবসায়ের ভাণ করিয়া অন্য একজন ব্যবসায়দারকে ঠকাইয়া দিন কয়েকের মত গুজরাণ নির্ব্বাহ করিতেন। কখন বা কোন আত্মীয় বন্ধুর নিকট অলীক প্রয়োজন জানাইয়া দশ টাকা কর্জ্জ লইয়া আর উপুড়হস্ত করিতেন না। এইরূপ নানারূপ প্রতারণা করিতে করিতে লোকের নিকট ঘৃণাস্পদ ও প্রতারক বলিয়া অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কোন লোকের গহনা চাহিয়া আনিয়া সেই গহনা বিক্রয় করিয়া ফেলায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দীর্ঘকাল কারাবাসভোগ ঘটিল। তাঁহার স্ত্রী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একটী লোকের বাটীতে পাচিকা হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুত্র চারিটী কেহ বা মিঠাইওয়ালার দোকানে, কেহ বা শুঁড়ীর দোকানে কেহ বা ভিক্ষা করিয়া মহাক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এইরূপে একটী ভদ্র পরিবার দারিদ্র্য হেতু নানাস্থানী ও একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেল।

অর্থের অভাবেই লোকের কোন কালে উন্নতি হয় না। এতদ্দেশীয় মধ্যশ্রেণীর লোকেরা অর্থের অভাবে, কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন না। কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহাতে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এই মাত্র, কোন কালেই আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন না। তাহার উপর আবার পরিবার বৃদ্ধি হইলে কন্যা পুত্রের ভরণপোষণ এবং তাহা-দিগের বিবাহ দিতে ঋণগ্রস্ত হইয়া ভয়ানক দুর্দ্দশাপন্ন হন। এ দেশের কৃষিজীবী লোকেরও অর্থের অভাবে উন্নতি হয় না। তাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগের জীবন রক্ষা করে। তাহার উপর আবার কোন বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে পাঁচ বৎসরেও তাহার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে না। বড় বড় গ্রন্থকারেরা কেবল অর্থের অভাবে আপনা-দিগের প্রণীত গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারেন নাই, সময়ে সময়ে উদরান্নের জন্য মহা কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর সেই সকল গ্রন্থ অর্থ ব্যয় করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া অন্যান্য লোকে ধনবান্ হইয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর জন্‌সন্ যদি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'রাসেলাস্' প্রভৃতি গ্রন্থ আপন ব্যয়ে মুদ্রিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক এক প্রকার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু এক সময়ে তাঁহার কিছু অর্থের এতদূর প্রয়োজন হইয়াছিল যে, তিনি সেই বহুমূল্য গ্রন্থের স্বত্ব যৎসামান্য টাকায় বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কত শত অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তির

বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া অন্যান্য লোক বড় হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কেবল নিঃস্ব বলিয়া তাঁহারা স্বয়ং বড় হইতে পারেন নাই।

অর্থহীন লোকের মন যেন এক রকম জড়ের ন্যায় হইয়া থাকে, স্বভাবদত্ত বুদ্ধিরও পূর্ণ বিকাশ হয় না। এক এক জন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ লোক দৈন্যদশাবশতঃ আপনার প্রকৃত গুণের পরিচয় দিতে পারেন না। যে সময় তাঁহাদিগের উদরান্নের চিন্তায় অতিবাহিত হয়, সেই সময় তাঁহারা যদি অন্য কোন দেশ-হিতকর চিন্তায় যাপন করিতে পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহারা বুদ্ধিবলে, সাধারণের অথবা আপনাদিগের কোন মঙ্গলকর কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন। তাহা না হইয়া কেবল এক উদরান্নের চিন্তাতেই তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। অর্থাভাব বশতঃই লোকে ঋন গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই ঋনের দায়ে তাঁহার বহুমূল্য বস্তু অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া যায়। কেহ বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ ধন দিয়া ব্যাজের হিসাবে আসল টাকার চতুর্গুণ আদায় করিয়া লন, কিন্তু আসল টাকা পরিশোধ হয় না। অবশেষে আসল টাকার দায়ে তাঁহার ভূমিসম্পত্তি, যদি কিছু থাকে তাঁহাও, রক্ষা পায় না। সুতরাং "নাতোয়ানের দুনা মালগুজারি।" প্রবাদ বাক্যটী অতি সত্য। ধনহীন ব্যক্তিগণের কেবল অর্থ সঞ্চয় না থাকা প্রযুক্ত কোন দিকেই সুপ্রতুল ঘটে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য তণ্ডুল সস্তার বাজারে কিনিয়া রাখিতে পারিলে মহার্ঘের বাজারে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয়

করিতে হয় না। যদি পরিবারগণের সম্বৎসরের আবশ্যকমত বস্ত্র একবারে ক্রয় করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অনেক কম খরচে সংসার চলিতে পারে। আবার "নেই ঘরে খাঁই জেয়াদা।" নির্ধন ব্যক্তিরা যে সকল খুচ্রা দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে, তাহাতে কোনক্রমেই পরিবারগণের সন্তোষের সহিত পর্য্যাপ্ত ভোজন হয় না। অর্থের সচ্ছলতা না থাকাতেই এই সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

অর্থের অভাবে নিতান্ত স্থিরপ্রকৃতি ও বিবেচক লোকেরও মনশ্চাঞ্চল্য হয়, এবং অর্থলাভের জন্য মনে নানা কুচিন্তা ও কুতর্কের আবির্ভাব হয়; এমন কি, মনে অনেক সময়ে পিতামাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, ঋণদাতার মৃত্যু কামনা আইসে। অর্থের অনটন প্রযুক্ত অনেকে বিবেচক হইয়াও চৌর্য্য, প্রতারণা, অন্য কি কথা, আত্মীয় স্বজনের প্রাণনাশ পর্য্যন্তও করিয়াছে। যখনই এই সংসারে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে তখন কেবল এক উদরান্নের জন্য সেই দেশে চৌর্য্য, ডাকাইত প্রভৃতির আধিক্য হইয়া উঠে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিরা পঙ্গপালের ন্যায় ধনশালী জনপদে আসিয়া, নানারূপে জনপদের অনর্থ ঘটাইতে থাকে। চুরী, ডাকাইত, প্রতারণা প্রভৃতির আধিক্য হওয়ায় দেশের শান্তি কিছুমাত্র থাকে না। এইরূপ, বহুল অনর্থ এক অর্থের অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধনহীন পিতার পুত্রেরাও পিতাকে অনাদর করিয়া থাকে, ও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার সেবা-ভক্তি করে না। স্বামী যদি

পত্নীকে উত্তম অশন বসন দিতে পারেন, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী প্রচুর ধনের অধিকারিণী হইবেন, এরূপ প্রমাণ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে পত্নী স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্তা থাকেন, তাহা না হইলে অনেক পত্নী নির্ধন স্বামীকে ততদূর সেবা-ভক্তি করেন না ও সামান্য কারণে অপ্রিয় বাক্য বলিতে ও গঞ্জনা দিতেও ক্ষান্ত থাকেন না। অর্থ-বিহীন লোক, আত্মীয় স্বজন এবং জ্ঞাতিবন্ধুরও নিকট হতাদর হয়। মহাত্মা রামপ্রসাদ রায় লিখিয়াছেন যে,—

"যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আপন বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বোলে সবাই রোষে॥"

বস্তুতঃ যাহার ধন নাই, তাহার কোন শক্তিই নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। বহুদর্শী লোকেরা কহিয়াছেন যে, "তৃণ হইতে লঘু হয় ভিক্ষুক যে জন।" ধনহীন ব্যক্তিকে প্রায় সকলেই তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। অন্য কি কথা, যদি কোন ভিক্ষুক অপর একজন ভিক্ষোপজীবী লোকের দ্বারস্থ হয়, তাহা হইলে সেও তাহাকে অনাদর করিতে ত্রুটি করে না।

এক্ষণে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, ইহ সংসারে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। সেই অর্থ উপার্জ্জনে মনুষ্যের প্রথমতঃ আত্যন্তিক স্পৃহা হওয়া চাই। যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিলে নিশ্চিত অধিক উপার্জ্জন হইতে পারে, এরূপ

কার্য্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক হস্তগত করিলে ও যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে অবশ্যই অর্থলাভ হইতে পারে। অর্জ্জনস্পৃহা না থাকিলে লোকের কখনই উন্নতি হয় না। এই অর্জ্জনস্পৃহাই কোন কোন জাতির উন্নতির মূল কারণ। যখন পর্টুগালীয় বণিকদিগের মনে অর্জ্জন-স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহারা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলেন যে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত উর্ব্বর প্রদেশ; তথায় গমন করিয়া অতি অল্প মূল্যে এমন সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারা যায় যে, স্বদেশের বাজারে তাহা বিক্রয় করিতে পারিলে টাকায় দুই টাকা লাভ হইতে পারে। যদিও অর্জ্জনস্পৃহা তাহাদিগের মনে দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল, কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে বহু বিস্তৃত সাগর ব্যবধান থাকায় অভিলাষ সত্ত্বেও বহুকালাবধি তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে জুয়ানগঞ্জন নামক একজন প্রসিদ্ধ নাবিক বহুচিন্তা ও বহুযত্নে তিন খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ প্রস্তুত করিয়া সমুদ্রের ধারে ধারে কেপ্‌ভার্চ্ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই-খানে ভয়ানক ঝড় তুফানে বিব্রত হইয়া তাঁহাকে সেবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এই-রূপে ঐ সকল নাবিকগণ পুনঃ পুনঃ বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া অব-শেষে মালাবার উপকূলের কালিকট্ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময় মূরবংশীয় মুসলমানেরা উক্ত উপকূলে রাজ্য করিতেন। তাঁহারাও প্রথমতঃ উক্ত বিদে-শীয় বণিকদিগের প্রতি যার পর নাই অত্যাচার আরম্ভ

করিয়াছিল। কিন্তু পর্টুগাল্ বণিকদিগের তখন অর্জ্জনস্পৃহা এতদূর প্রবল যে, তাহারা নানারূপ বুদ্ধিকৌশলে ও সহিষ্ণুতার গুণে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কালিকটে বাণিজ্য করিবার অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা নানা প্রকার ইউরোপ-জাত, দৃষ্টি মনোহর দ্রব্য-সামগ্রী আনিয়া মুরজাতীয়দিগকে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিত এবং ভারতবর্ষ হইতে রেসম, চিনি প্রভৃতি ইউ-রোপের দুর্লভ সামগ্রী সকল ক্রয় করিয়া তথায় উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভ করিত। এইরূপে মালাবার উপকূলে বাণিজ্য করিয়া পর্টুগাল দেশের বণিকেরা দিন দিন বিল-ক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

যাঁহারা কেবল আপনার ভরণপোষণ ও আত্মসুখের জন্য ধনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগের বিপুল ধনের অধিপতি হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যাঁহারা ধনী হইব এই বাসনায় ধন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন ও এক মনে এক ধ্যানে ধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন, তাঁহারাই ক্রমে ক্রমে ধনী হইতে পারেন। যদি মনুজকুল কেবল আপনার উদরপোষণে সন্তুষ্ট হইত, তাহা হইলে শিল্প ও বিজ্ঞানের কোনকালে উন্নতি হইত না। অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে এই কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিতে পারিলে পরিণামে বহুতর লাভ হইবে, এই চিন্তা মনোমধ্যে বলবতী হওয়াতেই বুদ্ধিবান্ লোকেরা নানা কৌশলে শিল্পযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি অর্জ্জন-স্পৃহা না থাকিত, তাহা হইলে কে উৎকট পরিশ্রম করিয়া ঘটিকা-যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে যাইত,

কোন্ ব্যক্তিই বা ষ্টীম্ এঞ্জিন্ সৃষ্টি করিতে ব্যগ্রতা জন্মিত? এবং কেই বা মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে বহু দূরদেশের সংবাদ আনাইতে তাড়িত বার্ত্তাবহের আবিষ্কার করিত? প্রথমতঃ কেবলমাত্র এক জনের বা দশ জনের অর্জ্জন-স্পৃহা হইতেই এই সকল মহামঙ্গলকর ব্যাপারের আবিষ্কার হইয়াছে। অতএব মনুষ্যের মনে ঐকান্তিক অর্জ্জন-স্পৃহা জন্মিলে সে কোন না কোন সুযোগে অর্থ উপার্জ্জন করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে।

পরিশ্রম ব্যতিরেকে কখনই ধনার্জ্জন হয় না। পরিশ্রমকে পণ্ডিতেরা ধনের আকরস্থান কহিয়াছেন। যে কার্য্য করিলে ধন উপার্জ্জন হইবে, সেই কার্য্যে সমূহ পরিশ্রম কর, অবশ্যই অর্থলাভ হইবে। দেখ, শ্রমজীবী লোকেরা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, হেমন্ত প্রভৃতি ঋতুর প্রাদুর্ভাব অগ্রাহ্য করিয়া দিনযামিনী পরিশ্রম করিতেছে; কেহ বা শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছে, কেহ বা শস্যক্ষেত্র পরিষ্কার করিতেছে, কেহ বা বীজ বপন করিতেছে, কেহ বা শস্য কর্ত্তন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা সপরিবারে মিলিত হইয়া বিবিধ প্রকার শস্য মাড়িতেছে, ঝাড়িতেছে এবং গোলাজাত করিতেছে। ব্যবসায়ী লোকেরা প্রাতঃকালে উঠিয়া অবধি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতেছে। মুটেরা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মস্তকে মোট বহন করিতেছে। দালালেরা এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে, এক আড়ত হইতে অন্য আড়তে ছুটাছুটী করিয়া মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপ করিতেছে।

কেরানীবাবুরা তাড়াতাড়ি আহার করিয়া দশটা পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রভুর কার্য্যে কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। ভিক্ষা-উপজীবীরাও নানা স্থানে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ও লোকের নিকট নানারূপ স্তব স্তুতি করিতেছে। এইরূপ সংসারের প্রায় সমস্ত লোককেই উপার্জ্জনের জন্য বিবিধ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে দেখা যায়। যাঁহার যেমন বিদ্যা, বুদ্ধি ও যিনি যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে পারেন তিনি তদনুরূপ উপার্জ্জনও করিয়া থাকেন। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম না করিয়া আলস্যে বা আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইলে কখনই কেহ অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন না। অতএব উপার্জ্জনের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করা অবশ্যই সকলের কর্ত্তব্য।

যাঁহাদিগের অর্থের দিকে দৃষ্টি আছে, তাঁহারাই অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নিয়ত নানাবিধ কৌশল এবং পরিশ্রম করেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যে, আপনার ও আত্ম-পরিবারগণের গ্রাসাচ্ছাদনাদিতে যাহা ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক আয় করিব। তাহা হইলে নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সঞ্চিত হইবে। সকল সময়ে মনুষ্যের সমান উপার্জ্জন হয় না, ইহা ব্যতীত সংসারে নানা প্রকার আপদ্, বিপদ, রোগ, ক্রিয়া-কলাপাদি আছে, সুতরাং সময়ে সময়ে সাংসারিক লোকেরা আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যে অধিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকে না, তখন সঞ্চিত অর্থের উপস্বত্ব হইতে স্বচ্ছন্দে গুজরাণ

নির্ব্বাহ হইতে পারে। ইহা ব্যতীত যিনি অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহাকে আর অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় না; সঞ্চিত অর্থের উপস্বত্ব হইতে তাঁহার ও তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির ব্যয়কুষণ অনায়াসে চলিতে পারে। পাঠকগণ, যাঁহারা অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, অর্থ উপার্জ্জনে কায়মনে যত্নপর হন এবং প্রয়োজনমতে ন্যায়পথে আপন আয় বুঝিয়া অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহাদিগেরই হস্তে ধনের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হয় এবং ধনও তাঁহাদিগের হস্তে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সকল মনুষ্যেরই অর্থ এবং সঞ্চয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য। যিনি সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, তাঁহাকে যে ভবিষ্যতে কষ্টভোগ করিতে হয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অবস্থাবিশেষে ধন, প্রাণ এবং মান রক্ষার জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়, তাহা ব্যতীত যাহা অধিক ব্যয় করা যায়, তাহাকেই অপব্যয় কহে। নীতিশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, কুবের তুল্য ধনীর গৃহেও অপব্যয় প্রবেশ করিলে অল্পকালের মধ্যে সেই ধনীর ঘর নিঃস্ব হইয়া পড়ে। কারণ অপব্যয়ী লোকের অর্থের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি এবং মমতা নাই; হস্তে যতক্ষণ অর্থ থাকে জলের ন্যায় তাহা ব্যয় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। কোন্‌টী প্রয়োজনীয় ব্যয় কোন্ ব্যয়টীরই বা কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহা ভাবিয়াও দেখেন না। কোন একটী নূতন বা নেত্রাকর্ষক দ্রব্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া

বসেন; প্রয়োজন থাকুক, বা না থাকুক, তাহা ক্রয় না করিয়া কোনমতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না। কেহ কেহ কোন রমণীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহার তুষ্টি বর্দ্ধনার্থ কত শত নিষ্প্রয়োজন দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন এবং নানারূপ অপব্যয় করেন। বাবুয়ানা ও শক বাজিতে লোকের কত অর্থ অনর্থক অপব্যয় হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অপব্যয়ীরা চারি টাকা ভরির পরিবর্ত্তে ষোল টাকা ভরির আতর ব্যবহার করিয়া থাকেন, অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চৌদ্দ টাকা ভরির আতরের সহিত ষোল টাকা ভরির আতরের যে কিরূপ প্রভেদ, তাহা তাঁহাদিগের অহ-ঙ্কার পরিপূরিত মনই বুঝিতে পারে। অনেকের এরূপও স্বভাব আছে যে, আপন গৃহে বসিয়া আছে তথাচ অপব্যয়ের ত্রুটি হইতেছে না, উচ্চমূল্যের বসন, ভূষণ ও গন্ধদ্রব্যাদি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতেছে। অপব্যয়ী লোকের যতদূর আয় হউক বা না হউক, তাহার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, ইচ্ছামত ব্যয় করিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র। টাকা হাতে না থাকিলেও যখন কোন একটা দ্রব্য বা বিষয়ের জন্য মন মত্ত হইয়া উঠে, তখন মনে করে উপস্থিত ব্যয়টা হাওলাত বরাত করিয়া এখন নির্ব্বাহ করিয়া ফেলি, তাহার পর অমুক বিষয় হইতে টাকা আসিলে উহা পরিশোধ করিয়া ফেলিব। কিন্তু কোন কালে তাহা ঘটিয়া উঠে না; কারণ, অপব্যয়ীর হস্তে নগদ টাকা আসিলে, সে স্থির থাকিতে পারে না, অপব্যয় আরও দশ-গুণ বাড়িয়া উঠে। অবশেষে ঋণের ক্রমশই বৃদ্ধি হইয়া

উঠিতে থাকে; মনের স্থৈর্য্য কিছুমাত্র থাকে না, নানা কুবুদ্ধি আসিয়া মনে উদিত হয়, লোকের যথার্থ পাওনা টাকা ফাঁকি দিবার চেষ্টা দেখে, মোকর্দ্দমা মাম্‌লায় অর্থ ব্যয় করিতে থাকে—সর্ব্বশেষে ঋণের দায়ে এবং অন্যান্য পাঁচ রকম দায়ে জড়ীভূত হইয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা স্বকৃত উপার্জ্জনে অর্থের মুখাবলোকন করেন, প্রায়ই তাঁহারা অপব্যয়ী হন না; কারণ তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন, কত কষ্ট ও কতদূর পরিশ্রম করিলে অর্থ উপার্জ্জন হয়। অন্যায্য ব্যয় করিতে তাঁহাদিগের হৃদয় কাঁদিয়া থাকে, তাঁহারা অর্থকে আপন গাত্রের রক্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন; অর্থের অভাবে মনুষ্যের যে কিরূপ কষ্ট ও দুর্দ্দশা ঘটে, তাহাও বিশেষরূপে অনুমান করিতে পারেন। সেই জন্যই তাঁহারা অর্থের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং কদাপিও কোন কার্য্যে অতি ব্যয় করেন না। আপন ক্ষমতা বুঝিয়া আহার, বিহার, বসন, ভূষণ, লোকলৌকিকতায় ন্যায্য ব্যয় করিয়া থাকেন। এরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন মুনসেফ্, কি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্, যাঁহাদিগের আয় মাসিক তিন চারি শত টাকার অধিক নহে, আপনাপন মান মর্য্যাদা, লোকলৌকিকতা, আহারবিহার পরিমিতরূপে রক্ষা করিয়াও পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া ফেলেন; কিন্তু অপব্যয়ী ধনি সন্তানগণ বিপুল ধনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বিবেচনার দোষে অল্পকালের মধ্যে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ইহার কারণ এই যে, ধনি সন্তানগণের বাল্যকালে

বিদ্যা শিক্ষার প্রতি যত্ন থাকে না। তাঁহাদিগের মনে মনে একটা ধারণা থাকে যে, তাঁহারা পিতার মৃত্যুর পর বিপুল ধনের উত্তরাধিকারী হইবেন। যখন ধনের জন্যই বিদ্যার প্রয়োজন এবং সেই ধন যখন তাঁহাদিগের অনায়াসে প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তখন উৎকট পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন কি? এইরূপে অমনোযোগ বশতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যাশিক্ষা না হওয়ায় হিতাহিত বোধ ও সাংসারিক জ্ঞান কিছুমাত্র জন্মে না; কাম, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতি রিপুগণকে দমন করিতে পারেন না; সুতরাং ঐ সকল দুরন্ত রিপু মনঃক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন করে। অশিক্ষিত মনও অতি সহজে রিপুগণের দাস হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত করিয়া থাকে। কোন বিজ্ঞ লোক কহিয়াছেন যে, "When we posses money we create wants and call them necessaries of life"। ধনি-সন্তানদিগের মনে সর্ব্বদা নানারূপ সখ ও অভিলাষ আসিয়া উপস্থিত হয়; বিপুল ধন থাকাতে যখন যাহা অভিলাষ করেন, অনায়াসে তাহা সম্পাদিত হয় বলিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন এবং অপ্রয়োজন ব্যয়কেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় বলিয়া বোধ করেন। বিনা কারণে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে কষ্টবোধ হয় না এবং ধনের উপর মমতা বা দৃষ্টি কিছুমাত্র থাকে না। কারণ, বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে তাঁহারা বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কত পরিশ্রমে ও কৌশলে সেই অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং কতদূর পরিমিত ব্যয়ে সংসার-

যাত্রা নির্ব্বাহ করণানন্তর বিপুল বৈভব তাঁহাদিগের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহারা একবারও বিবেচনা করিয়া দেখেন না এবং অনুভব করিতেও পারেন না। সঞ্চিত অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া রিক্তহস্ত হইলে পর, "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না" এই প্রবাদ বাক্যটীর মর্ম্ম কতক পরিমাণে বুঝিতে পারেন; কিন্তু তখন বুঝা আর না বুঝা সমান কথা। অতএব সাবধান, হস্তে অধিক অর্থ থাকিলেও কখনও অপব্যয় বা অতিব্যয় করিও না। হয়ত, যে একটী মুদ্রা তুমি অদ্য অবহেলা পূর্ব্বক ব্যয় করিতেছ, অন্য এক দিন সেইরূপ একটী মুদ্রার জন্য তোমাকে লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হইবে। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিও যে, সর্ব্ব বিষয়ে মুক্তহস্ত হইলে বিবেচনার অভাবে রিক্তহস্ত হইতে হইবেই হইবে।

শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন, ইহ সংসারে সকল বিষয়ই পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; এক জন ধনবান্ যদি দৈববশতঃ নির্ধন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি যদি পুনর্ব্বার ধনসঞ্চয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন, হয়তঃ তাঁহার সে আশা ফলবতী হইলেও হইতে পারে। কত লোক দারা-পুত্র-বিহীন হইয়াছেন, ধৈর্য্যের সহিত সেই সকল শোক-দুঃখ সহ্য করিয়া বংশ রক্ষার জন্য দ্বিতীয় কি তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছেন। রাজ্য গেলে রাজ্য হয়, পুত্র গেলে পুত্র হয়, বন্ধু গেলে বন্ধু হয়, বান্ধব গেলেও বান্ধব হয় কিন্তু শরীর গেলে আর শরীর হয় না। সর্ব্ব শরীরের কথা দূরে থাকুক যদি কার্য্যগতিকে শরীরের একটী অঙ্গ মাত্র নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কোটী কোটী মুদ্রার বিনিময়েও আর সে অঙ্গ পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে শরীর একবার রুগ্ন হইয়া পড়িলে ইহ সংসারের আমোদ, আহ্লাদ, সুখ বা আধিপত্য কিছুই ভাল লাগে না, ভোগবিলাসে ইচ্ছামাত্র থাকে না, কেবল শয্যা-বলুণ্ঠিত হইয়া দিনযামিনী রোগের তাড়না সহ্য করিতে হয়, মরণ ভয়ে মন সশঙ্কিত হইতে থাকে, সে শরীরের

প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি না রাখে, লোভে পড়িয়া অপরিমিত ভোজন, অপেয় পান, অনিয়ম পরিশ্রম করে এবং আমোদ আহ্লাদের অনুরোধে ব্যসনাশক্ত হইয়া অধিক রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অনিয়ম কার্য্য করে তাহার ন্যায় মহামূর্খ আর কে আছে? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যখন আমাদিগের এই নশ্বর শরীর সর্ব্বতোভাবে সুস্থ থাকে, যৌবনের বল বিক্রমে সংসারকে তৃণতুল্য জ্ঞান হয়, তখন একবারও মনে হয় না যে, এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন না রাখিলে কদাচ সুস্থ থাকিবে না। আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে চৌষট্টী প্রকার ব্যাধি প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটী সামান্য ত্রুটি পাইলে দেহক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, কেবল একক প্রবেশ করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, আনুসঙ্গিক কত প্রকার ব্যাধিকে আপন সহচর করিয়া দেহক্ষেত্রে বিচরণ করিবে। যেমন ধনিসন্তানগণকে প্রতারকের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবার জন্য বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হয়, সেইরূপ দেহ রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা সমস্ত মনুজকুলের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

যেমন একটী বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি, সেই বৃক্ষের বীজ, ক্ষেত্র, রৌদ্র, জল, বায়ু, কর্ষণ প্রভৃতির অপেক্ষা করে সেইরূপ একটী মনুষ্যদেহের সম্যক্ পুষ্টি, প্রথমতঃ পিতামাতার স্বাস্থ্য ও তাঁহাদিগের সন্তান পর্য্যবেক্ষণের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। পিতামাতা রুগ্ন ও হীনবীর্য্য হইলে সন্তান কখনও সবল ও সুস্থকায় হইতে পারে না।

শিশুর জন্মগ্রহণের পর ঐ দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রতি পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও যত্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ সে সময়ে বালকের নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতা কিছুই থাকে না, পিতা-মাতা তাহাকে যেরূপ রাখিবেন সে সেইরূপই থাকিবে। সেই সময় হইতেই পিতামাতার বালককে পুষ্টিকর আহার দ্রব্য দেওয়া এবং তাহার শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজ শরীরের প্রতি যত্ন করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায় কেহই সন্তানের প্রতি বিশেষ যত্ন করেন না। ছেলে খাইতে হয় খাইবে, পরিতে হয় পরিবে, বিদ্যালয়ে যাইতে হয় যাইবে, বাটীতে একজন শিক্ষক রাখিয়া দিতে হয় তাহাও হইবে; কিন্তু বালক পরিমিত পরিশ্রম করে কি না, সে আপন শরীরের প্রতি দৃষ্টি ও যত্ন করিতে শিখিয়াছে কি না, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি কিরূপ, বালককাল হইতেই কোন্ দিকে তাহার মন ধাবিত হইতেছে, এ সকলের প্রতি পিতামাতার দৃষ্টি থাকে না; তিনি কেবল ধারাবাহিক কার্য্য সাধন করিয়া যান, তদ্দ্বারা সন্তানের অদৃষ্টে যাহা হয় হউক। সেই বালক যখন যৌবনসীমায় আসিয়া পদার্পণ করে, ষড়্‌রিপুর উত্তেজনায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় চারিদিকে ধাবিত হয়, তখন তাহার পিতামাতার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ভক্তি থাকে না। তখন বালকটী মনে মনে ভাবেন যে, ইহ সংসারে আসিয়া যে ইচ্ছামত বিলাস, আমোদ, প্রমোদ ও আহার বিহারে বঞ্চিত হইল তাহার আর বাঁচিয়া সুখ কি? বালক এইরূপ মনে মনে করিয়া যখন ব্যসনাসক্ত

হইয়া উঠেন, তখন আর শরীরের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, ক্রমে ক্রমে ভোগাতিশয়ে শরীরকে দুর্ব্বল ও রুগ্ন করিয়া ফেলেন।

পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আজকাল আমাদের দেশে অষ্টম বা নবমবর্ষীয়া বালিকার সহিত ষোড়শবর্ষীয় যুবকের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বালিকাটী দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইতে না হইতেই সন্তান প্রসব করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের বর্ষে বর্ষেই একটী একটী সন্তান জন্মিয়া থাকে। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, পঞ্চবৎসর অন্তর স্ত্রীলোকদিগের গর্ভধারণ করা প্রার্থনীয়। কারণ, একবার একটী সন্তান প্রসব করিলে প্রসূতির যে পরিমাণে শরীর ক্ষয় হইয়া যায়, চারি বৎসরের ন্যূনকালে তাহার পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল প্রসূতিরা বর্ষে বর্ষে সন্তান প্রসব করেন তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি অধিকাংশ সূতিকাগারেই মরিয়া যায়, নতুবা দুই তিন বর্ষ বয়ঃক্রমে কিম্বা সপ্তম বা অষ্টমবর্ষে প্রায়ই মৃত হইয়া থাকে; যদি সৌভাগ্যক্রমে তাহাও না হয়, তাহা হইলে ক্ষীণবীর্য্য পিতা মাতার সন্তান সন্ততিগণ চিরকাল রুগ্ন হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কিছুকাল সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে। হীনবীর্য্য-সম্ভূত সন্তান সন্ততিগণ অল্পায়ু হইবেই হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ব্যসনাশক্ত যুবকবৃন্দের শরীর নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি বশতঃ সংক্রমক রোগের আধার হইয়া উঠে। তাহাদিগের সন্তান সন্ততি সূতিকাগারেই পিতার রোগের অধিকারী হয়।

সমাজের বিশৃঙ্খলতা এবং বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকায় এতদ্দেশীয় সন্তান সন্ততিগণ শৈশবাবস্থাতেই হীনবীর্য্য এবং রুগ্ন হইয়া পড়ে। সমূহ সতর্কতার সহিত যদি সেই সকল সন্তান সন্ততিগণকে লালন পালন করা যায় তবেই মঙ্গল, নতুবা অতি অল্প বয়সেই তাহারা কাল গ্রাসে পতিত হয়।

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয়গণ পূর্ব্বেও এইরূপ হীনবীর্য্য ছিলেন, না এক্ষণে হইয়াছেন? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, এক্ষণকার ন্যায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়গণ এরূপ হীনবীর্য্য ও রুগ্ন ছিলেন না। পূর্ব্বকালে এদেশে এত রোগেরও আধিক্য ছিল না, এত চিকিৎসকেরও প্রয়োজন ছিল না, তবে এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, শরীর স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য দেশীয়গণের কি প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এতদ্দেশীয়গণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন, বিলাস-পরতন্ত্র হওয়ায় নানাবিধ নূতন নূতন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বিংশ বা ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়গণ কতকগুলি রোগের নামোল্লেখ করিতেন মাত্র কিন্তু সে সকল রোগাক্রান্তলোক কোন কালেই তাঁহাদিগের চিকিৎসাধীনে আসিতেন না; কালে যকৃৎ, প্লীহা, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি উৎকট উৎকট রোগে প্রায় সর্ব্বদাই লোকে আক্রান্ত হইতেছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাই সর্ব্বাগ্রে সেই সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশের লোক একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, শীতপ্রধান

দেশে চিকিৎসা উষ্ণপ্রধান দেশের পক্ষে কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয়গণ উপর্য্যুপরি কুইনাইন সেবন করিয়া জন্মের মত শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার সামান্য বুদ্ধিতে বিবেচনা হইতেছে যে, এতদ্দেশীয়গণ যদি পূর্ব্বকালের ন্যায় শরীর সতেজ সবল ও রোগশূন্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে বাল্য-বিবাহপ্রথা উঠাইবার চেষ্টা দেখুন। যুবকেরা যেন বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে দারপরিগ্রহ না করেন, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, হীনবীর্য্য শিশুসন্তান-গণকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া দেন। কি পরিতাপের বিষয়! সার্দ্ধ দুই টাকা মাত্র মাসিক বৃত্তি পাইবার প্রত্যাশায় আমা-দিগের দেশীয়গণ সুকুমারমতি শিশুসন্তানগণকে বাঙ্গালা ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা শেষ করিতে হইবে বলিয়া তদনুরূপ চেষ্টা করাইয়া থাকেন, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, এই দশ বৎসরের মধ্যে বালকগণ যেরূপ উৎকট পরিশ্রম করে ও দিনযামিনী রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, তদ্দ্বারা অতি অল্পকালেই তাহাদিগের শরীর ভগ্ন হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা-বিদ্যালয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট নয়টী ছাত্রবৃত্তি অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৃত্তি সার্দ্ধ দুই মুদ্রা মাত্র। এই সামান্য অর্থের লালসায় ন্যূনাধিক পঞ্চসহস্র শিশুসন্তান বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অকালে অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়। যে সকল বালকের নিতান্ত সৌভাগ্য তাহারা সামান্য বৃত্তি পাইয়া হিন্দুস্কুলে প্রবেশ করে। সেখানে চার পাঁচ বৎসর-কাল কঠোর পরিশ্রমের পর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে,

তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উপাধি গ্রহণ করিতে করিতে অধিকাংশ বালকের শরীর আত্যন্তিক পরিশ্রম জন্য নানা রোগের আধার হইয়া উঠে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকগণ চশ্‌মা ব্যবহার করিয়া থাকেন; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, পরীক্ষা দিবার সময় রজনীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরের পুস্তক পাঠ করিয়া চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়াছি।

শৈশবে পিতৃরোগাক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালা পাঠশালার কঠোর নিয়মের মধ্যে পঞ্চ বৎসর কাল অধ্যয়ন ও তৎপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি গ্রহণের জন্য দশ বা দ্বাদশ বর্ষকাল উৎকট পরিশ্রম করিতে করিতে শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া যায়। তাহার পর যে সকল যুবক সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে আরূঢ় হইয়া, যখন অর্থের মুখ দেখেন, তখন একেবারে ব্যসনাসক্ত হইয়া শরীরের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখেন না। যখন দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কথা উত্থাপন করায়, কি ফল ফলিবে বলিতে পারি না। যে শরীর রক্ষা করিতে না পারিলে, জগতের সমস্ত সুখের অন্ত হইয়া যায়, সেই শরীরকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য অনিয়ম কষ্ট দিলে, তৎপরে ব্যসনাসক্ত হইয়া শরীরকে রোগের আধার করিয়া তুলিলে, কি প্রকারে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সংসারের সমস্ত সুখের অধিকারী হইতে পারা যায়? এতদ্দেশীয়গণ যে পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ লইয়া আজ কাল জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগের গুণের ভাগ কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

কেবল সুরাপান করিলে, মুরগী প্রভৃতি জীবের মাংস খাইলে এবং জাতীয়তা পরিত্যাগ করিয়া হ্যাট্ কোট্ পরিলেই পাশ্চাত্য জাতি হওয়া যায় না। ইংরাজ জাতির গুণের ভাগের কিয়দংশও যদি এতদ্দেশীয়গণ গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, অনেক অংশে মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল। সন্তানসন্ততি ভূমিষ্ঠ হইলেই ইউরোপীয়গণ কি প্রণালীতে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, আমাদিগের পাশ্চাত্য সভ্যতাপ্রিয় দেশীয়গণ তৎসমুদয় দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন; কিন্তু আপনাদিগের সন্তানসন্ততি হইলে, ইউরোপীয়প্রথা ভুলিয়া যান। হে বঙ্গীয় যুবকগণ! তোমরা অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হও যে, ইংরাজ জাতির ও আমাদিগের সন্তানসন্ততিগণ কি পরিমাণে সূতিকাগারে কালের করালকবলশায়ী হয়। সন্তান প্রসবের পর, প্রসূতিকে যেরূপ সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, এ দেশীয় লোক তাহার এক কণাও শিক্ষা করেন নাই। বালকগণ যাহাতে সচ্ছন্দ ও সবল হয়, তজ্জন্য পাশ্চাত্যগণ বিশেষ যত্ন করেন; সন্তানসন্ততি এবং প্রসূতিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহে রাখেন, পরিষ্কার বসনাদি ও শয্যাদি দেওয়া, পুষ্টিকর দ্রব্য সকল আহার করিতে দেওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন, ইউরোপীয়গণ তাহা বিশিষ্ট বিধানে অবগত আছেন। সার্দ্ধদ্বিমুদ্রার জন্য ইউরোপীয়েরা কখন পঞ্চমবর্ষীয় বালককে ছয় ঘণ্টা কাল বিদ্যালয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না। শৈশবাবস্থায় তাঁহারা স্বীয় সন্তানকে দারুনির্ম্মিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক করান। ছয় সাত বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বায়ু সেবনার্থ বহির্গত করান। শৈশবকাল হইতেই যাহাতে সাহসী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার নিয়ম আছে, সে সময়ে আর বালক-দিগকে গৃহে রাখেন না, তাহারা বিদ্যালয়েতেই বাস করে। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে বিদ্যা শিক্ষার জন্য যেরূপ গুরুগৃহে প্রেরণের প্রথা ছিল, ইউরোপ খণ্ডেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়গণ বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা সুস্থ ও সবল ছিলেন। যদিও তাঁহারা কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই অঙ্গরাখা দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিতেন না, গলায় কম্ফর্টর জড়াইতেন না, শীত নিবারণের জন্য দুই চরণে মোজা পরিতেন না, স্নানের সময় সাবান ব্যাসম প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন না, দুই তিন দিবস অন্তর শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতেন না, শরীরকে সতেজ ও সবল করিবার জন্য কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিতেন না, সর্ব্বদা কেশ সংস্কার করিতেন না, তথাপি তাঁহারা সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন কেন? কারণ, কেবল তাঁহারা পরিমিত রূপে ভোজনপান করিতেন, মাদকদ্রব্য সেবন করিতেন না, গণিকাসক্ত ছিলেন না, অনিয়ম পরিশ্রম করিতেন না, অসময়ে সন্তান উৎপাদন করিতেন না, এই সকল কারণে তাঁহাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকিত। এখন শরীরের প্রতি আমরা যত কেন দৃষ্টি রাখি না, যত কেন

নশ্বর শরীরের রাগরঞ্জন করি না, যত কেন ইউরোপীয় জাতির ন্যায় পুষ্টিকর মাংস ভোজন করি না, কিছুতেই আমাদের শরীর আর পূর্ব্বকালের লোকের ন্যায় স্বচ্ছন্দ ও সবল হইবে না; হিন্দুমহিলারা আর বীরপুত্র প্রসব করিবেন না। এখন পুণ্যক্ষেত্র ভারতের অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে, পাশ্চাত্যেরা এ দেশে আসিয়া ভারতের হেট মাটী উপর করিতেছেন, সমাজের দৃঢ় বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, প্রাচীন আচার-ব্যবহারের মূলে প্রতিক্ষণ কুঠারের আঘাত পড়িতেছে, ভারত-বর্ষীয়গণ জাতীয়তা পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, আজ কাল অনেকে আপন আপন নামের অগ্রে শ্রী, বিশেষতঃ শূদ্র ও শূদ্রাণীরা আপন আপন নামের অন্তে 'দাস দাসী' ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করেন, তাঁহারা নামের অগ্রে 'মিষ্টর্ মিষ্ট্রেস্' ব্যবহার করিলেই জন্ম সফল জ্ঞান করেন। এক্ষণে পাঠকগণ, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত আমাদিগের দেশে প্রবাহিত হওয়ায়, অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে কি না? নিদান-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, শরীর রক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে জল, বায়ু ও অন্ন এই তিনটির প্রয়োজন। ইংরাজ বাহা-দুরের কৃপায় এই কলিকাতা মহানগরীর লোক অবাধে বিশুদ্ধ বারি পান করিতেছেন, মিউনিসীপ্যালিটী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মহানগরীকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতেছেন, শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে সময়ে সময়ে আর মারীভয় হয় না, মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে, অধিবাসীরা প্রায় সকলেই

নানাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেই পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, সহরের ধনিলোক-দিগের আহার ব্যবহার দেখিয়া, নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা তদনুকরণ করিয়া চলিতেছেন; বস্তুতঃ, সহর এবং সহরতলীর লোকেরা সর্ব্বাংশেই পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন। এই জন্য, সহরবাসীরা বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এখনকার লোক অনেকাংশে সুখী হইয়াছেন। যাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা অবগত নহেন, তাঁহারাই এইরূপ ভাবিতে পারেন। পল্লীগ্রামের জলবায়ু নিতান্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে গ্রীষ্মকালে এতদূর জলকষ্ট হইয়া উঠে যে, কর্দ্দম পরিপূরিত পুষ্করিণীর জল মালায় করিয়া তুলিয়া সেই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা পানার্থে গৃহে আনয়ন করেন; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে, সেই জলের এক ভাগ কর্দ্দম ও দুই ভাগ জল মাত্র। ত্রিশ বত্রিশ বৎসর ধরিয়া এপিডেমিকের প্রভাব বিস্তার হইয়াছে, সেই জন্য, এক এক খানি গ্রাম একেবারে জলশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকাভাবে গ্রামের অভ্যন্তরেও জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল জঙ্গলে অকুতোভয়ে বন্যপশুর আশ্রয় লইয়া আছে। চারি দিকে জঙ্গল হইয়া পড়ায় সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চরিত হইতে পায় না। রেলওয়ের পথ সুগম হইয়া পড়ায়, পল্লীগ্রামের শাক শব্জী প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য কলিকাতায় আসিয়া পড়িতেছে, যে সকল তরিতরকারি কলিকাতায় অপরিয্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, পল্লীগ্রামের লোক তাহা দেখিতেও পায় না।

এই কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি বশতঃ উত্তমরূপ ধান্য জন্মিতেছে না, তণ্ডুল দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে; কাজেই, পল্লীগ্রামের নির্ধন লোক স্বল্পমূল্যে তণ্ডুল ক্রয় করিয়া কদন্ন ভোজনে বাধ্য হয়। ঘৃত, দুগ্ধ পল্লীগ্রামে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। যখন দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন সাধারণে শরীরের প্রতি কিরূপে দৃষ্টি রাখিবে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শরীর রক্ষার জন্য তিনটি নিতান্ত প্রয়োজন; যথা, বিশুদ্ধ বায়ু, পরিষ্কার জল ও উৎকৃষ্ট অন্ন। যখন কালপ্রভাবে সহরের বহির্ভাগে, এ তিন বিষয়েরই অপ্রতুল ঘটিয়া আসিতেছে, তখন আর জীবের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য কিসে থাকিবে? যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে, শরীর নীরোগ থাকে, সুস্থ ও সবল হয়, দীর্ঘজীবন লাভ হয়, সেই সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখা উচিত। স্বভাবতই দেশের আবহাওয়া মন্দ হইতেছে, সংক্রামক রোগের তাড়নায় এ দেশের লোক হতশ্রী হইয়া গিয়াছে, প্রায় অধিকাংশ লোকের উদরেই যকৃৎ ও প্লীহার রোগ আছে। ঐ সকল রোগ অধিক কাল ভোগ করিলে, চিকিৎসকের সাধ্য কি যে, তাহাদিগকে সহজে স্থানচ্যুত করে।

ব্যাপককাল বঙ্গরাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী যকৃৎ প্লীহা এবং পালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া আছেন, কখন কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হন, কখন বা শয্যাশায়ী হইয়া থাকেন, এই প্রকার রুগ্ন শরীরেও যুবকবৃন্দ বিবাহ করিতেছেন ও অনিয়ম আহার করিতেছেন। এইরূপ রুগ্ন শরীরের চিকিৎসকেরা তাহাদিগকে যে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিতে

নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও লোভ বশতঃ খাইতেছেন। "মরি মরিব খাইয়া লই, আর কত কাল উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী না খাইয়া থাকিব?" এইরূপ ভাবিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করেন ও খান। তাঁহাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টি কোথায়?

আজ কাল শরীর সবল ও মজবুদ করিবার জন্য ব্যায়ামের চর্চ্চা হইতেছে। কলিকাতার লোক কতক পরিমাণে করিলেও করিতে পারে, কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকের পক্ষে তাহা ঘটিয়া উঠিবার নহে; কারণ, তাহারা স্বভাবতই রুগ্ন, তাহার উপর ব্যয়াম করিতে যাইলে, প্লীহা ফাটিয়া মরিয়া যাইবে। ব্যায়াম চর্চ্চা এবং কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য; কিন্তু সহরের লোক আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যহ ছয় সাত ঘণ্টা কাল আফিস আদালতে যে প্রকার পরিশ্রম করিয়া গৃহে আগমন করেন; তাহার পর, আহারাদি করিলে, আর তাঁহাদের উত্থান-শক্তি থাকে না। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া আফিসে যাইবার উদ্যোগেই কাল কাটিয়া যায়। সপ্তাহের পর, বিশ্রামবার রবিবার আছে, সে দিবস ক্ষুদ্র ভদ্র সকলেই একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটান, যাঁহাদিগের এরূপ অবস্থা, তাঁহারা আর ব্যায়াম করিবার অবসর পাইবেন কোথা?

তবে কি আমাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইল, তাহা একেবারে কথার কথা মাত্র? না, দেশ একেবারে অধঃপাতে যায় নাই, এখনও দেশের কণ্ঠশ্বাস বহিতেছে; দেশ শুদ্ধ লোক

কিছু রুগ্ন নয়। কি রুগ্ন কি সুস্থ লোকের সকল অবস্থা-তেই শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামের লোকেরও খাইবার সংস্থান আছে। এই সংক্রামক রোগের মধ্যে বাস করিয়াও তাহাদিগের শরীর একেবারে রুগ্ন হয় নাই; কিন্তু শরীরের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, রুগ্ন হইতে পারে। দেশের লোক যদি আপনাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, কি প্রণালীতে প্রাকৃতিক নিয়ম করিলে, শরীর ভাল থাকে এবং কিরূপ পথে বিচরণ করিলে, শরীর সবল হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখেন এবং সুপথে চলেন, তাহাহইলেও এই সর্ব্ব সুখের আধার শরীর ভাল থাকিতে পারে। কেরাণী বাবুরা যত টাকা উচ্চ বেতন পান না কেন, তাঁহারা কোন কালেই শরীরের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারিবেন না; কারণ, এক জন কেরাণী বাবু আফিসদিনের মধ্যে একদিন রজনীতে বিবাহে নিমন্ত্রণে গিয়া-ছিলেন, সেখানে রজনী দ্বিতীয় প্রহরের সময়, যদিও তাঁহার সে সময় উত্তমরূপ ক্ষুধা ছিল না, কিন্তু তিনি পোলাও কোপ্তার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উদর পূর্ণ করতঃ রজনী দ্বিতীয় প্রহরের সময় বাটী আসিলেন। সে রজনীতে নিদ্রা হইল না। প্রাতে উঠিয়া দেখেন, উদর স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, মস্তক ভার হইয়া রহিয়াছে; শরীর কোন অংশেই সুস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না। পুনর্ব্বার যদিও শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু নয়টার মধ্যে পিত্ত রক্ষার জন্য চারটি অত্যুষ্ণ অন্ন আহার করিয়া কর্ম্মস্থানে যাইতে হইল। যাঁহারা পরের দাস, তাঁহারা আবার কি প্রকারে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া

চলিবেন। যে পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী না হন, পীড়া হইয়াছে বলিয়া ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাইতে না পারেন তত-ক্ষণ তাঁহাদের নিস্তার নাই।

পাঠকগণ! অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করুন, এতদ্দেশীয় কৃষিবল লোকেরা কিরূপ কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। চারি মাস বর্ষা তাহাদিগের মস্তকের উপর দিয়া যায়। তাহারা গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে দিবা তৃতীয়প্রহর পর্য্যন্ত হলাকর্ষণ করে, অসহ্য শীতের সময় আগুন জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি রবিশস্যের রক্ষণাবেক্ষণ করে। কোন কালেই তাহারা শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। একটী সামান্য কথায় বলিয়া থাকে, "শরীরের নাম মহাশয় যাহা সহাও তাই সয়" যেরূপ ব্যবসা দ্বারা কৃষিবল লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের শরীরও তদ্রূপ পরিশ্রমোপযোগী হইয়াছে। কোন বস্তুই তাহাদিগের সেই কঠিন শরীরের উপর বল প্রকাশ করিতে পারে না। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তাহারা উন্নত এবং মধ্যশ্রেণীর লোক অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে সুস্থ ও সবল থাকে; ইহার কারণ বোধ হয়, গুরুতর পরিশ্রমের পর তাহারা যাহা আহার করে তাহাই উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় ও উত্তমরূপ জীর্ণ হয়। রজনীতে সুনিদ্রা হয় এবং অদ্যাপিও কৃষিবল লোকেরা শরীরনাশক সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না। পাঠকগণ! দেখুন, যদিও কৃষকেরা কোনকালে পাদুকা ব্যবহার করে না, বর্ষায় কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন ধান্যরোপণ করে, শীতকালে তাহারা মোজা ও কম্‌ফর্টর ব্যবহার

করে না, এবং উত্তম গাত্র-আবরণও সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, তথাপি তাহারা সুস্থ ও সবল শরীরে কাল যাপন করিতেছে। তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর-রক্ষার জন্য ডাক্তার সাহেবেরা, নব্য যুবকদল ও নীতিজ্ঞেরা যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা সকল শ্রেণীর পক্ষে সমভাবে খাটে না। মধ্যশ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা বিষয়কার্য্য করেন না, পিতৃপিতামহের অর্জ্জিত বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিয়াই দিনপাত করিতে থাকেন, তাঁহাদেরই নিজ নিজ শরীরের প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন আছে। এই নিয়মগুলি যে কেবল আমাদের দেশে প্রচলিত আছে এরূপ নহে, ইউরোপখণ্ডের শ্রমজীবি লোকেরাও আপনাপন শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারে না। উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, সকল শ্রেণীর লোকেরা আপনাপন শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলুন, যেহেতু, বিশেষতঃ, উন্নত ও মধ্যশ্রেণীর লোকের শরীর একেবারে অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা দুঃখের লেশ সহ্য করিতে পারেন না। অর্দ্ধঘণ্টা কাল রৌদ্রে বেড়াইলে অমনি তাঁহাদিগের মাথা ধরিয়া যাইবে। শীতকালে যখন উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন তাঁহারা যদি অল্পক্ষণমাত্র সেই বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের জ্বর বা সর্দ্দি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে, নিয়মিত আহারের উপর অর্দ্ধতোলা অধিক আহার করিলে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া আহার করিলেও তাঁহাদিগের কোন না কোনরূপ অসুখ হইবেই হইবে। যে, যেরূপ অবস্থাপন্ন, কার্য্যগতিকে তাহাদের শরীরও সেইরূপ

হইয়া থাকে, তবে এ কথা সকল সময়ে স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ এমন অনেক বিশলক্ষপতি মহাজন আছেন যাঁহার শরীর বিলক্ষণ কষ্টসহিষ্ণু, তাঁহারা মোটা খাইতে পারেন, মোটা পরিতে পারেন, সামান্য গৃহে বাস করিতে পারেন, সামান্য শয্যায় শয়ন করিতে পারেন, দিবা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত গঙ্গার উপকূলে দাঁড়াইয়াও পণ্যদ্রব্যের ওজন নিতে পারেন তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। মহাজনেরা নিয়ম রাখিয়া কাজ করিতে পারেন না; কিছুদিন হয়ত দুই প্রহরের সময় আহারাদি করিয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যান, আবার কাজ পড়িলে সমস্ত দিন রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকেন ও বেলা তৃতীয় প্রহরের পর শুষ্ক অন্ন আহার করেন। যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, ভারতবর্ষীয়েরা পাশ্চাত্য-জাতির মত সুনিয়মে চলিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগের শরীর কার্য্যের বাধ্য, কার্য্যকালে এক নিয়মে চলেন; আর কাজ না থাকিলে তাহার বিপরীত ভাব ঘটিয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা—যাঁহারা কেবল পৈত্রিক সম্পত্তির উপস্বত্বভোগী, দিনান্তে একবার খড়িয়া বসিতেও হয় না, মনে করিলে তাঁহারাই কতক পরিমাণে সুনিয়মে থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও আলস্যের বশ হইয়া দিবা দশ ঘটিকার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন, তাহার পর হাতমুখ প্রক্ষালন ও স্নানাদি করিতে করিতেই দিবা দুই প্রহর অতীত হইয়া যায়, তাহার পর কিঞ্চিৎ গুরুতর জলযোগ করিয়া কিছুকাল হয়ত আবার নিদ্রা যান; একে গুরুতর জলযোগ তাহার উপর আবার

স্নানের পর নিদ্রা, এই সকল কারণে ক্ষুধার উদ্রেক কিছুমাত্র থাকে না তথাচ একবার নিয়ম প্রতিপালনের জন্য অন্ন আহার করিতে বসেন এইমাত্র। অনেক ধনিসন্তানেরা ব্যসনাসক্ত হওয়ায় তাঁহাদের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না; দিনযামিনী সুরাপান করিয়াই কালহরণ করেন, তাঁহাদিগের না আছে আহারের নিয়ম, না আছে শয়নের নিয়ম, শরীর রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম নিতান্ত প্রয়োজন সে সকল নিয়মের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিতে পারেন না! কোন দিন রজনী দ্বিতীয় প্রহরের সময় স্নান করিতে বাধ্য হন, কোন দিন সুরাপানে বিহ্বল হইয়া এই দুরন্ত শীত-কালে খোলা ছাদের উপর শবের ন্যায় পড়িয়া থাকেন, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিনও রীতিমত ভোজনপান তাঁহাদিগের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। আবার কতকগুলি লোক এরূপ কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া আছেন যে, সে কথা শুনিলেও হাস্য করিতে হয়; প্রত্যহ উষ্ণজলে স্নান করেন, স্নানান্তে ফ্ল্যানেলের অঙ্গরাখা দিয়া গাত্র-আবরণ করেন, চরণে উপর্য্যুপরি তিন জোড়া মোজা ব্যবহার করিয়া থাকেন। দশ বৎসরের পুরাতন দাদখানি তণ্ডুলের অন্ন, মদ্গুর মৎস্যের যুষ দিয়া আহার করিয়া থাকেন, সমস্ত দিনে তিন চারি বারে অর্দ্ধসের জল দুগ্ধ পান করিয়াও কোন কোন দিবস গুরু আহার বশতঃ উদর স্ফীত হইয়া উঠে। একটী সুমিষ্ট আম্র ফল দুই তিন ঘণ্টা বরফের জলে ভিজাইয়া তাহার এক ফালি ভোজন করিলেও মনে মনে ভাবেন, অদ্য অনিয়ম আহার করা হইয়াছে। যদিও তাঁহারা কোনরূপ ব্যসনা-

সক্ত নহেন, কিন্তু শরীরকে এরূপ জঘন্য করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের জীবন-মৃত্যু সমান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অনেকানেক স্থূলেখক, শরীর রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকল শ্রেণীর পক্ষে সমান ভাবে খাটে না। তাঁহারা লিখিয়াছেন, এই পরিমাণে অন্ন, এই পরিমাণে দুগ্ধ, এই পরিমাণে মৎস্যমাংস, এই পরিমাণে ফল প্রভৃতি আহার করিবে। রজনী দশ ঘটিকার মধ্যে শয্যায় শয়ন করিবে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিবে। এই সকল নিয়ম নিষ্কর্ম্মা লোকেরা অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কতকগুলি ব্যসনাসক্ত, কতকগুলি বা স্বকল্পিত নিয়মের অধীন হইয়া কালযাপন করেন।

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মনুষ্যের উচিত যে, যাহার যেরূপ শরীর, যাহার শরীরে যেরূপ সহ্য হয় তাহাদের সেইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানে শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য; ব্যসনাসক্ত হইয়া শারীরিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কখনই উচিত নহে।

মান ও পদমর্য্যাদাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

মান, মর্য্যাদা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এই কয়েকটী কথার অর্থগত প্রভেদ অতি সামান্যই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কার্য্যগত প্রভেদ বিলক্ষণ আছে। "মান" এই শব্দটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ইতিবৃত্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালে মনুষ্যজাতির অতি শোচনীয় অবস্থা ছিল, মনুষ্যে ও পশুতে সামান্যই প্রভেদ ছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সেই অবস্থাতেও মনুজকুল পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া কাল যাপন করিত। সেই সকল দলের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিক বলে অসাধারণ বলবান হইত, তাহাকে দলের অন্যান্য লোকেরা সর্দ্দার বলিয়া ডাকিত। সর্দ্দারগণের অসীম ক্ষমতা ছিল, তাহারা নিজ নিজ দলের উপর একাধিপত্য করিয়া চলিত। সর্দ্দারকে অসভ্য জাতিরা একপ্রকার দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত। এক জন সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বা পৌত্র সর্দ্দারের পদ প্রাপ্ত হইত না; দলের মধ্যে অপর বলবান লোকই সর্দ্দারের পদ প্রাপ্ত হইত। অসভ্যাবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে ঐ সর্দ্দারত্বপদ বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল অর্থাৎ

সর্দ্দারের পুত্র বা পৌত্রই সর্দ্দার হইত। সমাজের অবস্থা যে পরিমাণে উন্নত হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে সমাজের রীতিনীতি ব্যবহারও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহারা সর্দ্দার ছিলেন, কালে তাঁহাদিগের বংশধরেরাই রাজা আখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের ভারতবর্ষে দুইটী রাজবংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন; তাহার একের নাম চন্দ্রবংশ ও অপরের নাম সূর্য্যবংশ। চন্দ্রবংশের রাজগণ অপেক্ষা সূর্য্যবংশের রাজগণ অধিক মাননীয় ছিলেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তৎসম্বন্ধে এই উপলব্ধি হয় যে, চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই জন্যই চন্দ্রবংশ অপেক্ষা সূর্য্যবংশীয়েরা অধিক সম্মানিত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ যাঁহারা অধিক তেজোবিশিষ্ট তাঁহারাই অধিক সম্মানিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পুরাণাদি পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন কালের রাজগণের অধিকার বড় অধিক পরিমাণে বিস্তৃত ছিল না; সেই স্বল্প বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যেও আবার তাঁহাদিগের বহুসংখ্যক করদ রাজা ছিলেন। যাঁহার অধীনে অধিক সংখ্যক করদ রাজা থাকিত, তিনিই অন্যান্য রাজগণ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইতেন। তৎকালের রাজারা সমস্ত রাজকার্য্য কেবল এক মন্ত্রীর সহায়তাতেই নির্ব্বাহ করিতেন। যুদ্ধকালে রাজাই সেনাপতি হইয়া শত্রু দলন করিতেন। দেবতাদিগের পূজা অর্চ্চনা স্বয়ং রাজাই নির্ব্বাহ করিতেন। সমস্ত কার্য্যই রাজার হস্তে

ন্যস্ত ছিল বলিয়া প্রজারা রাজাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মান্য করিত। প্রাচীনকালের রাজগণ ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেও প্রজারা সহসা তাঁহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইত না; এইরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল সমাজ শাসিত ও পালিত হইয়াছিল। কালে অস্মদ্দেশে অসাধারণ বুদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ জাতি প্রবেশ করেন, প্রথমতঃ তাঁহারা বিষয়বৈভবের উপর ততদূর দৃষ্টি রাখেন নাই; কিসে সর্ব্ব সাধারণের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিব, এই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আদিম অবস্থার রাজগণও লিখন পঠনে অনভিজ্ঞ ছিলেন, কেবল কথা দ্বারাই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইত; কোন বিষয়েরই লিখন পঠন থাকিত না। কোন্ সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে 'ককারাদি' বর্ণ পঞ্চাশতের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কোন্ সময় হইতেই বা লিখন পঠনের আরম্ভ হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পাঠে জানিতে পারা যায় যে, বেদ ও উপনিষদাদি এদেশের আদি গ্রন্থ; উপনিষদের রচয়িতা কে এবং বেদই বা প্রথমে কে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত করা যার-পর-নাই সুকঠিন। পরাশর, ব্যাস, শাঙ্খ, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি ইহাঁরাই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, ইহাঁদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক জন মনুরও উল্লেখ আছে; ফলতঃ ব্রাহ্মণজাতির ভারতে আগমনের পর উপরোক্ত কয়েক জন ঋষি লিখন পঠন সম্বন্ধে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহাদিগের সে মানমর্য্যাদার হ্রাস হয় নাই। ভারতে যাবৎ মনুষ্য-সঞ্চার থাকিবে তাবৎ তাঁহাদিগের

সে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেদীপ্যমান রহিবে। পূর্ব্বকালের ঋষিরা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; আদিকবি বাল্মীকির নাম কি কোন কালে লুপ্ত হইবে? তিনিই প্রথমতঃ ছন্দের সৃষ্টি করিয়া ভুবনবিখ্যাত রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি কোন কালে লুপ্ত হইবার নহে। কবিগণের মধ্যে তিনিই সকলের মাননীয় ও পূজনীয় হইয়া রহিয়াছেন। তৎপরে অষ্টাদশপুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পুরাণাদি শাস্ত্র লিখিয়া যেরূপ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন সেরূপ আর কেহই অদ্যাপি করিতে পারেন নাই। বেদব্যাসের প্রতিযোগী লোক কি কস্মিন্‌কালে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? না; ভবিষ্যতেও যে করিবেন না ইহাও এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। এই জন্য বেদব্যাস ভারতে যারপরনাই মাননীয়। কেহ কেহ তাঁহাকে বাল্মীকি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ করেন, কেহ কেহ বা বাল্মীকির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকর্ত্তা ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিয়া কলিকালের সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিতেছি। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকারগণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের এক এক অংশমাত্র অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতে যত কাল চন্দ্রসূর্য্য সমুদিত হইবে ততদিন তাঁহাদিগের নাম লোপ হইবে না; কেবল ভারতে কেন, সংস্কৃতপ্রিয় পাশ্চাত্য মহোদয়গণেরাও

এতদ্দেশীয় সাহিত্য ও কাব্যলেখকগণকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিতগণ বহু অর্থ ব্যয় ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সংস্কৃত ভাষার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের আর অধিক নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; তাঁহারা কেবল কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যেরূপ মান লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন কালে লুপ্ত হইবার নহে।

বিদ্যার পর কিছুকাল শারীরিক বলের গৌরব হইয়াছিল যে শারীরিক বলে বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বল লোককে মনুষ্য মধ্যে জ্ঞান করিত না। যিনি অস্ত্রধারী হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন তিনিই সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন ও সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। মান্ধাতা, কার্ত্তবীর্য্য, বলি, দশানন, দশরথ, দুষ্মন্ত প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত রাজগণ আপনাদিগের ভুজবলে সময়ে সময়ে ধরাতলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের যদিও নির্ম্মল চরিত্র ছিল না, তথাচ বীর বলিয়া জনসমাজে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের সে মান মর্য্যাদা কোন কালেই লুপ্ত হইবার নহে। দ্বাপরের পরিশিষ্টাংশে জরাসন্ধ, ভীষ্ম, কর্ণ, দুর্যোধন, ভীম ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবল বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থাতেও ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য সমরক্ষেত্রে সশস্ত্রে থাকিলে কাহার সাধ্য যে তাঁহাদিগকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত করে।

তাঁহাদিগের রাজ্য ছিল না, ধনসম্পত্তি ছিল না, কেবল যুদ্ধ-বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া জগতের লোক তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিত।

কলির প্রারম্ভেই হউক কিম্বা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম বিকাশেই হউক, ইউরোপখণ্ডে কতকগুলি বীরপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমকক্ষ বীর কস্মিন্ কালেও আর ইউরোপীয়গণ নয়নগোচর করিবেন না। রোম ও গ্রীস্ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কালে যে সকল বীর স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিতে গেলে গ্রন্থ বৃদ্ধি হয়; এই জন্য মহাবীর শারলামেন, আলেকজাণ্ডার, জুলিয়স সিজর, নেপোলিয়ন ডিউক অফ ওয়েলিংটন প্রভৃতি মহানুভবগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই সামান্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল আপনাদিগের অসাধারণ ভুজবলের প্রভাবে স্ব স্ব দেশে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই মান, কেবল ব্যক্তিগত হইয়া রহিয়াছে; বংশগত হয় নাই। কারণ, মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত মহানুভব ফিলিপের বংশলোপ হইয়া গিয়াছে। অগষ্টস সিজরের বংশ রোমের রাজসিংহাসনে কেহই উপবেশন করেন নাই। পর্য্যায়ক্রমে বার জন রোমের সম্রাট্ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের সে মান ব্যক্তিগত ও নিজ নিজ ভুজবলে অর্জ্জিত। পূর্ব্বে যে সকল নরপতিগণের নামোল্লেখ করা গেল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত মাননীয় ছিলেন, কোন কোন রাজা কি সম্রাটের জন্য অদ্যাপিও লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা লোপ হয়

নাই। আবার কতকগুলি রাজা যদিও ভুজবলে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া মাননীয় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের নামোল্লেখ করিলে লোকের হৃৎকম্প হয়। ঐ সকল নরপিশাচগণ যদিও আপনাদিগের ভুজবলে সম্রাট্ হইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে প্রজারা কেহ তাহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত না, কেবল ভয়প্রযুক্ত তাহাদিগের সিংহাসনের নিম্নে শির অবনত করিত। কিন্তু মনে মনে সকলেরই ইচ্ছা হইত যে, কবে এই নর-ঘাতুক পিশাচগণ কালের করাল-কবল-শায়ী হইবে; কবে আমরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন সম্রাটের অধীন হইব, এবং দেবতার ন্যায় ভক্তি করিব। যে সকল লোক বাহুবলে ও কৌশলে রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের সে মর্য্যাদা প্রকৃত মর্য্যাদা নহে, কেন না, তাঁহাদিগের সেই মহামাননীয় সম্রাট উপাধি অতি অল্প দিনের মধ্যেই লোপাপত্তি হইত; অনেক সময়ে প্রজারাই ষড়যন্ত্র করিয়া অত্যাচারী নরপতি-গণের জীবনান্ত করাইত। অনেকানেক দুরাত্মা রাজগণের মৃত্যুর পর প্রজারা সম্মান সহকারে তাঁহাদিগের সমাধি পর্য্যন্ত করে নাই।

বিদ্যাবলে এবং ভুজবলে পূর্ব্বকালের অনেক লোক অক্ষয় মান্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভুজবলে দর্পিত অনেকের ভাগ্যে প্রকৃত মান মর্য্যাদা লাভ হয় নাই। এ কথা অবশ্যই সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে যে, মহাবল পরাক্রান্ত ও অসাধারণ বুদ্ধিশালী ব্যক্তিবৃন্দ সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার সময় অত্যাচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের স্বীয় বলবুদ্ধিলব্ধ রাজ্যশাসন ও পালন করিবার সময় যার-

পরনাই শিষ্টাচার দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রজাগণকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করায় যাহারা পূর্ব্বে ভূপালকে ঘোর অত্যাচারী বলিয়া অবধারিত করিয়াছিল, তাহারাই আবার নরাধিপকে পিতার ন্যায় পূজা করিতে আরম্ভ করিত। তবেই বিবেচনা করিতে হইবে যে, রাজ্যলোভী ব্যক্তিবৃন্দ সাম্রাজ্য লাভের জন্য বাধ্য হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে অত্যাচার করিতেন কিন্তু আমরা যে অত্যাচার করিতেছি এটী তাঁহারা কখন বিস্মৃত হইয়া যাইতেন না। সময়ে সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ সুনীতির দ্বারা দিতেন। কিন্তু যাহারা কুপ্রবৃত্তির দাস ছিল, পরদুঃখ কোন কালে বুঝিতে পারিত না, ন্যায় অন্যায়ের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকিত না, কেবল আত্ম-সুখের জন্য না করিত এমন কার্য্যই নাই; আমিই সংসারে সর্ব্বে-সর্ব্বা, আমি যাহা করিতেছি তাহাই প্রজারা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিবে, আমাকে দণ্ড দেয়, এমত আর কেহই নাই, আমি আপন ভুজবলে এই বিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে মনের সাধে সুখভোগ করিব, যাহা ইচ্ছা হইবে তদ্দণ্ডে তাহাই সম্পন্ন করিব, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না, যাহারা আমার কথার প্রতিবাদ করিবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিব, এরূপ লোক কি সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছে বলিয়া মাননীয় হইতে পারে? যে পরের মান রক্ষা করে না, প্রকৃত মান কাহাকে বলে তাহাও জানে না, সে সকল ব্যক্তির প্রকৃত মান কোথায়? আমরা সিংহ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া যেরূপ ভয় করি, সশস্ত্র দস্যুকে দেখিয়া আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য, যেরূপ "আজ্ঞা মহাশয়"

বলিয়া কথা কহিতে বাধ্য হই, ভুজবলে দর্পিত দুর্ব্বৃত্ত রাজগণকেও সেইরূপ সম্মান করিয়া থাকি।

পুরাকালের মান মর্য্যাদার কথা স্বতন্ত্র। তৎকালের লোক একেবারে মর্য্যাদাবিহীন ছিল না, কেননা কোন ব্যক্তির উপরে সেই সকল দুর্ব্বৃত্ত রাজগণের ভয় ভক্তি থাকিত। ভয়ানক অত্যাচারী সম্রাট্ নিরোও দেবমন্দিরের পুরোহিতকে যথেষ্ট মান্য করিত, কিন্তু মান মর্য্যাদার বিষয় এখনকার কালে এক স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। এই ঊনিশশত খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেও বিদ্যাবুদ্ধির উপর লোকের আস্থা ছিল। যৎকালে বুদ্ধদিগের ঘোর অত্যাচারে হিন্দুরাজ্য একেবারে ক্রিয়াকলাপ লোপ হইয়া গিয়াছিল, বৈদিক কার্য্যকলাপে কাহারও আস্থা ছিল না, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিত, বুদ্ধধর্ম্মের উপদেষ্টাগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া বেড়াইতেন,—"ভাই রে! তোমাদের দেবীর পূজা অর্চ্চনা করিও না, ঈশ্বরকেও মানিও না, ঈশ্বর আবার কে? যেমন সংসার খুঁজিলে জুজু কাণকাটা পাওয়া যায় না, সেইরূপ ঈশ্বরও একটা কথার কথা মাত্র; সংসারের সমস্ত পদার্থই স্বভাবসম্ভূত, আমরাও স্বভাব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছি, স্বভাবসম্ভূত প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এইজন্য আমরা ইহ জগতের সমস্ত বিষয়ই উপভোগ করিব। যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন কেবল আমোদ আহ্লাদেই কাল হরণ করিব, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকল ফুরাইয়া যাইবে; এমন ভোগ বিলাসের উপযোগী শরীর আর পাইব না। হে বন্ধুগণ! ভোগ কর, ভোগ কর; ভোগবিলাসে ক্ষান্ত থাকিও না।

যখন সংসারের এইরূপ ঘটিয়াছিল, সেই সময় বঙ্গাধিপ আদিশূর একটী যজ্ঞ করিবার মানস করেন কিন্তু যজ্ঞে বরণ করেন এরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে একজনও পাইলেন না, এইজন্য কান্যকুব্জের মহারাজের নিকট হইতে পাঁচটী শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারী ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইলেন। কান্যকুব্জাধিপতিও বঙ্গেশ্বরের প্রার্থনানুসারে পাঁচটী সুব্রাহ্মণ রাজসকাশে পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণ কয়েকটী সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মেও বিশেষ পারদর্শী ও আস্থা-সম্পন্ন ছিলেন। আদিশূর সেই কয়েক জন সুব্রাহ্মণ লইয়া দীর্ঘকালে আপন মনোগত যজ্ঞ সমাধা করিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ব্যাপক কাল বঙ্গদেশে বাস করিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গেলেন, এই জন্য আর স্বদেশে যাইতে সাহস করিলেন না। আদিশূর তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বিপুল বিত্তি বৈভব দিয়া আপনার রাজধানীর মধ্যে দেবতার ন্যায় তাঁহাদিগকে স্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজদত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। কালে তাঁহাদিগের বহু অপত্য জন্মিল। দারপরিগ্রহ এ দেশে করিয়াছিলেন কি স্বদেশ হইতে করিয়া আসিয়াছিলেন, ইতিবৃত্তে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। সে যাহা হউক, মহারাজ আদিশূরের মৃত্যুর বহুকাল পরে প্রসিদ্ধনামা বল্লালসেন বঙ্গের রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কান্যকুব্জ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বংশাবলী বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় সেই সকল ব্রাহ্মণকে একটী সম্মান প্রদান

করিলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণে বিভূষিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। ঐ মর্য্যাদা ব্যক্তিগত নহে বংশগত; অর্থাৎ কুলীন সন্তানদিগের পুত্রেরাও কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে কুলীন সন্তানেরা একে-বারে আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন; নবগুণের পরিবর্ত্তে নবদোষ দাঁড়াইয়াছে তথাচ তাঁহারা কুলীনপুত্র বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন। কুলীনদিগের রাজদত্ত সম্মান প্রায় লোপাপত্তি পাইয়াছে। 'তাল পুকুরের তাল বৃক্ষের পতনেও যেমন সাধারণে সেই পুষ্করিণীটিকে তাল পুকুর বলিয়া ডাকে', আজ কাল কুলীনসন্তানদিগের বংশ-গত সম্মানও তদ্রূপ হইয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কুলীনদিগের যেরূপ মানহানি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, কুলীনদিগের পূর্ব্ব কথা উপকথা হইয়া উঠিবে। এখনকার লোকে কুলীন সন্তানকে কন্যাদান করিয়া আপনা-দিগকে কি অন্তরের সহিত ধন্য জ্ঞান করেন? না, তাহা অনেকেই করেন না। বঙ্গদেশের কুলীনকন্যাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া নৈকষ্যকুলীনেরাও আর কন্যাসন্তানগুলিকে হস্ত-পদ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না, তবে যে সকল কুলীনসন্তানেরা অদ্যাপিও সমাজের ভয় রাখেন তাঁহারাই আচারভ্রষ্ট নামমাত্র কুলীনসন্তানকে আপনাপন দুহিতাগণকে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন। কুলীন সন্তানদিগের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, যে কুলীনদিগের দর্পে একদিন বঙ্গদেশ টলমলায়মান

হইত, যাঁহারা আপনাদিগকে দিক্‌পাল বলিয়া ভাবিতেন, বংশজ ব্রাহ্মণের বাটীতে চরণ পর্য্যন্তও ধৌত করিতেন না; অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিতেন না তাঁহাদিগের সেই মান মর্য্যাদার তাঁহাদিগের সন্তানগণ হইতে কি জন্য লোপাপত্তি হইল? তাহার জন্য অন্য কাহারও দোষ নাই কুলীন সন্তানেরা আপনা-দিগের নিজ দোষেই আপনাদের মান মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন।

কালের কি বিচিত্র গতি! শত বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় টোলধারী পণ্ডিতমহাশয়দিগের অবস্থা যৎপরোনাস্তি শোচনীয় ছিল; দিনান্তে বহুকষ্টে সঞ্চিত আতপতণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতেন আর বিদ্যালোচনা করিতেন। বিষয়বিভবের মধ্যে তাঁহাদিগের লিখিত কতকগুলি পুঁথি ছিল। তাঁহারা লোভের বা বিলাসের দাস ছিলেন না, কাহারও নিকট প্রতিগ্রহ করিতেন না; তৎকালের নর-পতিরা ঐ সকল পণ্ডিতমহাশয়দিগকে বিত্তবৈভব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও বিষয়বৈভব সর্ব্ব অনিষ্টের মূল জানিয়া তাঁহারা ধনের দিকে এক দিনের জন্যও দৃষ্টিপাত করিতেন না, কেবল পুস্তক লিখন পঠন এবং ঈশ্বরারাধনা করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিতেন। এই সকল পণ্ডিতগণকে নরপতিরা দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, তাঁহাদিগের ধন ছিল না বলিয়া তাঁহারা কোন অংশেই সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা সাধারণের নিকট অপূজ্য ছিলেন না; বরং কি ক্ষুদ্র কি ভদ্র সর্ব্বসাধারণ লোকেরা তাঁহাদিগকে সম্মান

ও সমাদর করিত এবং হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিত, কোন অংশে তাঁহাদিগের অসন্তোষ জন্মাইতে রাজা প্রজা কেহই ইচ্ছা করিতেন না। এখনও তাঁহাদিগের বংশধরেরা জীবিত আছেন, টোল চতুষ্পাঠী করিয়া পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যও বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু রাজা প্রজার নিকট সমভাবে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হন না, যেহেতু এক্ষণে তাঁহারা ভয়ানক লোভী হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা নীচ ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন কালে তাঁহাদিগের বংশধরেরাই লোভপ্রযুক্ত গোপনে নীচ জাতিরও দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল অর্থের লোভে সকলের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করেন; পরকে এক বিধান দেন, আপনারা অন্য বিধানে চলেন, তাঁহারা নিতান্ত ভণ্ড হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া আর পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হন না। এখনকার কালে একে নিঃস্ব লোকের কোথাও সম্মান নাই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজ ব্যবসায় দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হওয়াই ভার এই জন্য, ধনীর নিকটে যাইয়া নানাপ্রকারে দীনতা জানাইয়া থাকেন, ধনীরাও তাঁহাদিগের দ্বারা সর্ব্বদাই উৎপীড়িত হইয়া যাহাতে তাঁহারা সহজে নিকটস্থ হইতে না পারেন তাহারই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ সেই ধনী সন্তানদিগকে বলে, মহাশয়! নবদ্বীপের অমুক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, কিন্তু তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কি আশ্চর্য্য! এরূপ মেধাবী পণ্ডিত হইয়া

আপন উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না, এ কেবল অদৃষ্টের ফের বলিতে হইবে। এ সকল কথা শুনিয়া ধনী সন্তানেরা হাস্য করিয়া বলিবেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত পড়িতে কে বলিয়াছিল, এখন কি আর টুলো পণ্ডিতদের মান আছে, কে তাহাদিগকে কাটা মেপে টাকা দিয়ে থাকে! যে সময়ের যা আমাদিগের তাহাই করা কর্ত্তব্য। এখন ইংরেজের রাজত্ব, ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী না হইতে পারিলে কি মান মর্য্যাদা হয়, না টাকা হয়, না রাজদ্বারে বড় বড় উপাধি পাওয়া যায়? আজকাল কেবল কবিতা আউড়ে বেড়াইলে কি কারু পেট ভরে? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেবল আপনার দোষে কষ্টভোগ করিতেছেন। সে দিবস কৈবর্ত্তবাটীতে একটা সমারোহের শ্রাদ্ধ ছিল, রজকালয়ে একটা অন্নপ্রাশন ছিল, জন কত নদের পণ্ডিত এসে আমাকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করেন, তাঁহাদিগকে আমি স্পষ্ট বলিলাম, ওগো ঠাকুরেরা, আমি চিঠি দিতেছি কৈবর্ত্ত বাবুর বাটীর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ কর, তাহা হইলে বিলক্ষণ দশ টাকা পাইবে, রজক বাবুর বাটীতে আরও অধিক পাইবে, এক দিবসের উপার্জ্জনেই ছয় মাসের উদরান্নের সংস্থান হইয়া যাইবে। হাসিও পায় দুঃখও হয়, আমার এই কথা শুনিয়া বামুন কটী ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিল, বলিল বাবু, ওকথা মুখে আনিবেন না, আপনার নিকট বৎসর বৎসর যে এক খানি করিয়া পিত্তলের থাল প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহাই যথেষ্ট বলিয়া ধরিব, সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও ধোপা, নাপিত এবং কৈবর্ত্তদাস

ধীবরের বাটী যাইতে পারিব না। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, ঠাকুর তোমাদের বিষয়বুদ্ধি কিছু মাত্র নাই, যাঁহারা রাজার কাছে মান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিলে চলিবে কেন? এখন সব মান টাকায়; যাহার টাকা আছে সেই মাননীয়। যে কালের যাহা তাহাই শির অবনত করিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শুনিতে পাই, ইংরেজদিগের দেশে টাকা হইলে পাতুকাকারের পুত্রও পার্লিয়ামেণ্ট সভার সদস্য হইতে পারে; এখানকার মহামান্য সিবিলিয়ানগণের মধ্যে কি সকলেই বড়লোকের ছেলে? এরূপ কখনই ভাবিবেন না। টাকার জোরে এবং বিদ্যার জোরে কত কামার কুমারের ছেলে সিবিলিয়ান হইয়া আসিতেছে! শ্রীরামপুরে পাদ্রি কেরীর নাম শুনিয়া থাকিবেন, তিনি বাল্যকালে এক চর্ম্মকারের দোকানে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি দুই পাটী জুতা এক বারও এক রকম করিয়া সেলাই করিতে পারিলেন না সেই জন্য চর্ম্মকার তাঁহাকে দূর করিয়া দিল; অবশেষে এক জন সম্পন্ন ব্যক্তির কৃপায় একটী গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া পাদ্রির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কেরী অবশেষে প্রসিদ্ধ ডাক্তার কেরী বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্দেশে তাঁহার সেই সম্মান খ্রীষ্টানমণ্ডলীতে এ পর্য্যন্ত সমভাবে আছে। এখন আমরা ইংরেজাধিকারের প্রজা; রাজার রীতি নীতি ব্যবহার প্রচ্ছন্নভাবে আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং

আরও করিবে। রাজা যখন নীচ জাতির ধন হইলে তাহাকে উচ্চপদে তুলিয়া থাকেন, তখন আমরাও তাহা না করিব কেন? বোধ হয় আপনারা অদ্যাপিও জানিতে পারেন নাই যে, কলিকাতার এক জন ধনাঢ্য চর্ম্মকার অগ্রগামী ব্রাহ্মদলে প্রবেশ করিয়াছেন। তাহার সহিত উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মেরা অম্লান-বদনে আহার ব্যবহার করিতেছেন; অতি অল্প কালের মধ্যেই কথিত চর্ম্মকারের একটী সুরূপা ও বিদ্যাবতী কন্যাকে এক জন উচ্চবংশাবতংস ব্রাহ্ম বিবাহ করিবেন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে চর্ম্মকার কেরী যেমন খ্রীষ্টমণ্ডলীর পুরোহিত হইয়াছিলেন সেইরূপ বঙ্গীয় সমাজেও আর কিছু দিন পরে পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মকারের পুত্রেরা ব্রাহ্মসমাজের বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ! আর জাত্যভিমান লইয়া টানাটানি করিবেন না, জাতির দফা প্রায় রফা হইয়া আসিতেছে; ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, প্রকৃত হিন্দুত্ব আর প্রায় কাহারও নাই। সংস্রবদোষে সকলেই দূষিত হইয়াছে। পুরাকালের মান মর্য্যাদা আর নাই, অন্য ভাব ধরিয়াছে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি আবার বলিতেছি, সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিতের যদি অর্থ না থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালে তাহার মান সম্ভ্রম থাকে না; অর্থবিহীন লোককে এ সময়ে আর কেহই আদর করে না। পূর্ব্বকালে নিঃস্ব পণ্ডিতগণের চরণে নরপতিরাও ভক্তির সহিত শির অবনত করিতেন, সসম্ভ্রমে

উঠিয়া দাঁড়াইতেন, তাঁহাদিগকে বৃত্তি বৈভব দিবার জন্য রাজগণ কায়মনে যত্ন করিতেন তথাচ তাঁহারা প্রতিগ্রহ করিতেন না। এ ব্যবহার কেবল ভারতে ছিল এমত নহে, ইউরোপখণ্ডেও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সামান্য অবস্থায় কালযাপন করিতেন, রাজগণ তাঁহাদিগের সেই দুরবস্থা দূর করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাতও করিতেন না। বিদ্যাবলের পর শারীরিক বলের প্রশংসা হইয়াছিল। যাঁহারা আপন ভুজবলে স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই স্বদেশের শিরোভূষণ ছিলেন। এ সময়ে শারীরিক বলে বলীয়ান্ ব্যক্তিবৃন্দকে লোকে গোঁয়ার বলিয়া ঘৃণা করেন, যিনি একেবারে বলবীর্য্যবিহীন সাধারণে তাহাকে শিষ্ট ও শান্ত বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এই কলিকাতা মহানগরীর যুবকবৃন্দ শারীরিক বলের উন্নতি কামনায়, কুস্তীর আখ্ড়া এবং জীম্নাষ্টিকের আড্ডা করিয়া দুর্ব্বল হিন্দুজাতিকে সবল করিয়া দেখিবার চেষ্টা দেখিতেছিলেন; যুবকবৃন্দকে এই নূতন পদবীতে পদার্পণ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধেরা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, এই সব ছোঁড়ারা কোন দিন হাত পা ভাঙ্গিয়া বাটীতে আসিবে, ওরে তোদের গায়ের জোরের প্রয়োজন কি, তোরা কি ইংরেজদিগের মত লড়াই করিতে যাইবি, না দলবদ্ধ হইয়া ডাকাইতি করিয়া আনিবি? যতক্ষণ জীবন-নাস্ত করিতে যাইবি, ততক্ষণ ঘরে বসিয়া হাত পাকাইলে কত উপকার হইবে বল দেখি? ওরে হতভাগা ছেলেগুলা, গায়ের

বলে পয়সা হবে না, ভাল করে হাত পাকা, তাহা হইলে অনায়াসে কেরানিগিরি করিয়া দশ টাকার মুখ দেখ্তে পাবি, তোরা কুস্তি করে ঘরে এসে খাবি কি বল দেখিন? অমুক বাবুর ছেলেরা কুস্তি করিয়া বাটীতে আসিয়া আধ মণ দুধ খায়, পাঁচ সের ছোলা খায় ও ছোট রকমের একটা পাঁঠা একলা পুঁড়িয়ে খেয়ে ফেল্তে পারে; তোরা গরিবের ছেলে, কুস্তি করে জঠরানল জ্বলে উঠ্লে পর কি খেয়ে ক্ষুধা শান্তি করবি? ক্ষুধার তেজে দিনকতকের মধ্যেই শরীরের রক্তমাংস পর্য্যন্ত পরিপাক হয়ে যাবে।

বৃদ্ধগণের কথাগুলি নিতান্ত অমূলক নহে। আপনারা ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, আপনাদিগের ছেলেরা কুস্তী করিয়া কি ফল প্রাপ্ত হইবেন? এখন যে সূত্রে টাকা হয় তাহারই চেষ্টা দেখুন। পূর্ব্বপুরুষগণের রীতি পরিত্যাগ করুন, ছেলেদের ইংরেজী স্কুলে পাঠাইয়া দিউন, আপনারা ব্যবসা-কার্য্যে মনোনিবেশ করুন, যদি বলেন ব্যবসাকার্য্যে পুঁজির অপেক্ষা করে—আচ্ছা, ব্যবসাকার্য্যের পরিবর্ত্তে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। আপনারাই বলে থাকেন "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাস" ইত্যাদি আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যে কোন প্রকারে টাকা হয় তাহারই চেষ্টা দেখুন, টাকাই সর্ব্বসুখের মূল। যাহার টাকা নাই তাহার মান মর্য্যাদা কোথায়, তাহার এ সংসারে মৃত্যুই ভাল। এখনকার বাজারে টাকা দিলেই মান পাওয়া যায়। সম্ভ্রম, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এ সমস্তই টাকার জোরে পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বকালের লোক বাহুবলে বহু

সংখ্যক নগর উপনগর জয় করিয়া রাজা হইতেন, এখনকার কালে কিছু টাকা খরচ করিয়া অনায়াসে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বকালে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই মান মর্য্যাদা ছিল; এখনকার কালে সেই মান টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে; মানের কত প্রকার নাম হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কার্য্য দ্বারা আপনাকে টাকাওয়ালা বলিয়া প্রতিপন্ন কর, দান খয়রাত দ্বারা আপন নাম বাহির করিতে পারিলেই মান্য প্রাপ্ত হইবে। যে পরিমাণে টাকা খরচ করিবে সেই পরিমাণে মানের উপর মান প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে মান ক্রয় করিবে সে মান ব্যক্তিগত, বংশগত হইবে না, যত দিন তুমি বাঁচিয়া থাকিবে তত দিন তুমি আপন অর্জ্জিত মান সম্ভ্রমের অধিকারী থাকিবে. নয়ন মুদ্রিত করিলেই সে মান ধূমবৎ উড়িয়া যাইবে। তোমার পুত্র পৌত্রেরা সে মানের অধিকারী হইবে না, তবে বড়লোকের পুত্র বলিয়া যে টুকু মান্য থাকিতে পারে ততটুকু থাকিবে। তবে যদি তাহারা সজ্জন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সমাজের লোক বড়লোকের বংশ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ মান্য করিবে এই মাত্র। পুত্র পৌত্রেরা যদি মহামাননীয় পিতার পুত্র বা পৌত্র বলিয়া সংসারে সাবধান হইয়া চলেন, অসৎপথে পদার্পণ না করেন, অসতের সংস্রব না রাখেন ও পিতৃপিতামহের ন্যায় দানধ্যান করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে, তাঁহাদিগেরও নূতন মান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। একালে কেবল বড়লোকের বেটা বলিয়া মাথা

ঘুরাইলে চলিবে না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কতশত বড়লোকের বংশ কেবল ধনের অভাবে সামান্য লোকের মধ্যে গণিত হইয়াছেন, কেহই আর তাঁহাদিগকে বড়লোকের বংশ বলিয়া আদর অপেক্ষা করে না।

পাঠকগণ! আমাদিগের পূর্ব্বকথিত বাবু কয়েকটী পণ্ডিতের সহিত যেরূপ কথা কহিলেন, তাহা একটীও মিথ্যা নহে। আজকাল অর্থসঞ্চয় করিতে না পারিলে মান মর্য্যাদা পাওয়া দুষ্কর। ইংরাজী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়া চাই, তাহার উপর অর্থ চাই, ধন দিয়াই হউক আর আপনার গুণ দেখাইয়াই হউক, কতকগুলি লোককে মুরুব্বি করা চাই; যদি তাদৃশ ধন না থাকে, তাহা হইলে উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুক্কুরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে পারিলেও অনেকটা হইতে পারে। কিন্তু "হয় যদি হইবে বিলম্বে বহুতর।" এ কথা বলিতেছি কেন না, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে দুইটী বড়লোকের ছেলের মধ্যে এক জন কেবল তোষামোদের দ্বারা এবং অপর জন সাধারণের উপকারার্থে দুই হস্তে অর্থ বিতরণ দ্বারা উচ্চ মর্য্যাদা-শালী হইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু যিনি জলের ন্যায় অর্থ বিতরণ করিলেন তিনিই অগ্রে কৃতকার্য্য হইলেন। পাঠকগণ! বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু তোষামোদ করিয়া যে সম্মান অর্জ্জন হয়, সাবধানের সহিত তাহা রাখিতে না পারিলে এক দিনেই তাহা নষ্ট হইতে পারে। সেই জন্যই বলিতেছি মান মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। ধনবলে ও অদৃষ্টবলে সমাজে মান প্রাপ্ত হইতে পারি, কিন্তু সমুচ্চ

সতর্কতার সহিত সে মান্যের গৌরব রক্ষা করিতে না পারিলে ক্রমেই সমস্ত বিফল হইয়া যায়।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ধনে বা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং পরোপকার প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে রত থাকিয়া আপন যশঃকুসুমের সৌরভ বিস্তার করিতে পারেন ও প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া চলেন, লোকে তাঁহাকে তদনুরূপ মান্য করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রথমতঃ রাজদত্ত মানের কথার উল্লেখ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজগত, কার্য্যগত, ব্যক্তিগত প্রভৃতি মান মর্য্যাদার কথার উল্লেখ করা যাইবে। যিনি অত্যন্ত রাজভক্ত, রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগী এবং দেশহিতকর সাধারণ কার্য্য সকলে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কায়িক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, তিনিই রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর নিকট হইতে সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। রাজদত্ত মান প্রধানতঃ অংশ চতুষ্টয়ে বিভক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রথমতঃ মহারাজা বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর, দ্বিতীয়তঃ রায় বাহাদুর, তৃতীয়তঃ সি, আই, ই, চতুর্থতঃ মহামহোপাধ্যায়। এই চারি প্রকার উপাধি ব্যক্তিবিশেষকে প্রদত্ত হয়। বিপুল ধনের অধীশ্বর না হইলে মহারাজ উপাধি প্রাপ্তি হয় না। এখনকার কালে যদি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও বোধ হয়, তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি ব্যতিরেকে কখনই রাজ উপাধি প্রাপ্ত হইতেন না। তবেই বোধ হয় যে, ধনবান্‌কে রাজ উপাধি, বিদ্বান্‌কে এম্, এল্, ডি, কৃতবিদ্য

মধ্যবিধ লোককে রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, চিকিৎসককে ডি, ডি, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য যুবকগণের বি, এ; এম, এ প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। রাজপ্রদত্ত উপাধি প্রাপ্ত না হইলে সাধারণে মান্য করে না। কারণ দেখা যাইতেছে যে, যদি কেহ বহুকাল ইংরেজী অধ্যয়ন করেন, ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে তথাচ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত না হইলে তাঁহাকে কেহ বিদ্বান্ বলিয়া ধরে না ও তিনি গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত কোন উচ্চপদেরও অধিকারী হন না। তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এখন রাজপ্রদত্ত উপাধিই প্রার্থনীয়; যিনি সাধারণের মাননীয় হইতে চাহেন তাঁহাকে অবশ্য রাজপ্রদত্ত উপাধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যদি সৌভাগ্যবলে, কি ধনবলে, কি অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি বলে, রাজপ্রদত্ত মান্য প্রাপ্ত হও তাহা হইলে, সেই সম্মানের গৌরব রক্ষার উপযোগী ব্যয়ভূষণ করা চাই এবং কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের সহিত কাল যাপন করিতে হইবে নতুবা অর্জ্জিত মানের গৌরব রক্ষা হইবে না, বরং উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। বোধ কর, কেহ রাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক দিবস তিনি কোন কারণ বশতঃ একজন ভৃত্যকে প্রহার দ্বারা অর্দ্ধ মৃত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন; ঐ ভৃত্যের আত্মবন্ধুরা সেই আহত ব্যক্তিকে ধরাধরি করিয়া পুলিসে লইয়া ফেলিল। পুলিস ঐ আহত ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল, চারি পাঁচ দিবসের পর সেই আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল।

রাজাকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত করিয়া একজন তিন শত টাকা বেতনভোগী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর এজলাসে হাজির করান হইল, ডেপুটী বাবু তাঁহাকে দায়রার বিচারে প্রেরণ করিলেন। দায়রার বিচারে রাজা মহাশয়ের পাঁচ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ হইল, রাজা মহাশয় হাইকোর্টে আপিল করিলেন, সেখানেও নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রহিল। ক্রমান্বয়ে তিন আদালতের মোকর্দ্দমা চালাইতে রাজা বাহাদুর এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, রাজা মহাশয়ের মর্য্যাদার স্থায়িত্ব কতদূর? তিনি যে অপরাধ করিয়া কারারুদ্ধ হইলেন, একজন সামান্য নিঃস্ব ব্যক্তির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিত; কেবল বড় বড় উকীল কৌন্সিল লইয়া সে ব্যক্তি রাজ দরবারে নিজ চরিত্রের অভিনয় দেখাইতে পারিত না এই মাত্র। যাঁহারা সমাজে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আছে। তাঁহারা যদি সামান্য গর্হিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সে কলঙ্ক অতি অল্পকালের মধ্যেই বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই জন্য তাঁহাদিগের আপনাপন সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা, নীচ ও কুলোকের সংস্রব এবং কুকর্ম্ম হইতে অন্তরে থাকা অতীব কর্ত্তব্য।

এতদ্দেশীয় নিদানশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মহাশয়েরা চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সজ্জন ও চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া সাধারণে সেই চিকিৎসককে ধন্বন্তরির ন্যায় মান্য করিয়া

থাকে। তিনি যদি আপন মান্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া চলেন, কুকর্ম্মান্বিত হন, লোভপরবশ হইয়া রোগীকে কষ্ট দেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে লোকে মান্য করে না। কতশত চিকিৎসক কেবল লাম্পট্যদোষে আপনার মান মর্য্যাদা হারাইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় জমিদারী সংক্রান্ত এলেকার মধ্যে মণ্ডলের পদ অত্যন্ত মাননীয়। মণ্ডলমহাশয় যদিও জমিদারী সেরেস্তা হইতে বেতন প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সকল কার্য্যেই তাঁহাকে অগ্রে মস্তক দিতে হয়। গ্রামের মধ্যে একটা খুন জখম হইলে পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া সর্ব্বাগ্রে মণ্ডলকে তলপ করিয়া থাকে। ডাকাইতি কি খুনের কিনারা করিতে না পারিলে দারোগা মহাশয় মণ্ডলের উপর যৎ-পরোনাস্তি জুলুম করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, তুমি গ্রামের মণ্ডল, তোমার অধিকারের মধ্যে যে সকল দুষ্ট লোক আছে, অবশ্য তোমার অবিদিত নাই। মণ্ডল মহাশয় অকারণ হাস্যবদনে পুলীসের তম্বী সহ্য করেন। পুলীস কর্ম্মচারীদিগের কটূকাটব্য কথা তিনি নিতান্ত সম্মানজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। পক্ষান্তরে গ্রামের কৃষিবল লোকেরা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে কি কন্যাপুত্রের বিবাহে সর্ব্বাগ্রে মণ্ডল মহাশয়ের সম্মান রক্ষা করেন, ক্রিয়াকাণ্ডে মণ্ডলের পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় না। কাছারি বাটীতে কখন কখন জমিদার স্বয়ং কিম্বা তাঁহার পুত্রপৌত্র-গণ জমিদারী দেখিতে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজ অধি-কারে পদার্পণ করিয়াই মণ্ডলকে আহ্বান করেন। মণ্ডল

জমিদারের নিকট হাজির হইলে তিনি সাদর সম্ভাষণে কহেন, "কি গো মণ্ডলের পো, ভাল আছ ত? আজ আমরা তোমার কাছারি বাড়ীর অতিথি হইলাম। আমাদিগকে ভাল করিয়া খায়াও দায়াও।" মণ্ডল, ভূম্যধিকারির মিষ্ট কথা শুনিয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করেন। আপনার ক্ষমতা মত দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া জমিদার-পুত্রের নিকট ভেট পাঠাইয়া দেন। যে কয়েক দিবস ভূম্যধিকারিগণ সদর কাছারীতে অবস্থান করেন সে কয়েক দিবস মণ্ডলমহাশয় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিনযামিনী জমিদারের খোজ খবর লয়েন। তাহার সম্মানের মধ্যে বসিবার আসন একটী থলে কি এক আঁটি খড় পাইয়া থাকেন। আর সদর কাছারীতে সত্যনারায়ণের সিন্নী হইলে মোকামের এক ভাগ মণ্ডলের বাটীতে প্রেরিত হয়। মণ্ডল মহাশয় যদি আপন সম্মানের দিকে দৃষ্টি না রাখেন অর্থাৎ লম্পট হন, বা সুরাপায়ী হন, কি অধীনস্থ কৃষিবল লোকের উপর অত্যাচর করেন, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণে একত্র হইয়া জমিদারের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক মণ্ডলী পদ হইতে তাহাকে দূর করিয়া দেয় ও অপর একজন সাধু ব্যক্তিকে মণ্ডলীপদে নিযুক্ত করে। এরূপ ঘটিলে ভূতপূর্ব্ব মণ্ডলের সাধারণের নিকট আর মুখ দেখাইবার পথ থাকে না; সেই জন্য তিনি নিজ মর্য্যাদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া থাকেন।

সজ্জন সমাজের মণ্ডল অর্থাৎ দলপতি আপন সমাজে বিশেষ মর্য্যাদাশালী ব্যক্তি; কিছুকাল পূর্ব্বে দলপতি

মহাশয়েরা আপনাপন সমাজে বিশেষ মান প্রাপ্ত হইতেন। তিনি মনে করিলে এক ব্যক্তির জাতি রাখিতে পারিতেন এবং জাতি মারিতে পারিতেন। পল্লীর মধ্যে একটী খুন জখম হইলে সমাজের পাঁচজন লোক দলপতির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিত। কোন একটা বিরোধ উপস্থিত হইলে দলপতি মহাশয় মধ্যস্থ হইয়া তাহা ভঞ্জন করিয়া দিতেন। দলপতিরা সাধারণের অবৈতনিক ভৃত্য ছিলেন; বিনা বেতনে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাপ্তির মধ্যে মহাভোজে বসিয়া বড় রোহিত মৎস্যের মুড়া পাইতেন ও বিবাহ বা শ্রাদ্ধ সভায় সর্ব্বাগ্রে মান্য পাইতেন, এই সম্মান টুকু তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইত। তাঁহার চরিত্রের প্রতি দোষ স্পর্শ হইলে, কিম্বা কাজকর্ম্মে প্রতারণা করিতে আরম্ভ করিলে সাধারণে আর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় মান্য করিত না, এই জন্য দলপতিরা আপনাপন মান মর্য্যাদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন; কোন সভায় মান্য প্রদান প্রভৃতি কোনরূপ সম্মানের ত্রুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সে সভা হইতে আপন দলবল সহিত চলিয়া আসিতেন।

বাণিজ্যাধিকারের মধ্যে দুই চারি জন লোক বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন, সেই জন্য ক্ষুদ্র ভদ্র সমস্ত ব্যবসায়দারগণ তাঁহাকে বিশেষ মান্য করে ও তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলে। তিনি মনে করিলে বাজারের দ্রব্যসামগ্রীর দর নামাইতে পারেন ও চড়াইতে

পারেন। কলিকাতার বাণিজ্যাধিকারে বিদেশীয় বণিকগণের মধ্যে রেলি ব্রাদারেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। যেমন বিদেশীয় বণিকগণের মধ্যে রেলিব্রাদার সেইরূপ হাটখোলার মধ্যে কয়েক জন দত্ত মহাশয় ও কুণ্ডু মহাশয় আছেন, তাঁহাদিগের যদিও বিদ্যাসাধ্য কিছুই নাই, শিক্ষিত ভদ্রসমাজে ভাল করিয়া দশটা কথা কহিতে পারেন না, পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ দিয়াও চলেন না, মোটা খাইয়া মোটা পরিধান করিয়া কাল যাপন করেন, কিন্তু ব্যবসায়কার্য্য তাঁহারা বেস বুঝিতে পারেন, সেই জন্য নিম্নস্থ মহাজনেরা ছোট কর্ত্তা মেজ কর্ত্তা ও বড় কর্ত্তার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্যই করেন না, তাঁহাদিগের সমকক্ষ কোন মহাজন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলে কেহ বা অর্থ দিয়া, কেহ বা সৎ-পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। উচ্চপদের মহাজন-দিগের একমাত্র ধনের দিকে দৃষ্টি আছে; কি করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে হয় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যে সকল ধনী বাণিজ্য হাটের প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা আপনাপন মান মর্য্যাদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। সহযোগী মহাজনদিগের সহিত, কোন সূত্রে প্রতারণা করিলে ও সুরাপায়ী ও বেশ্যাসক্ত বলিয়া প্রকাশ্যে প্রতিপন্ন হইলে সাধারণে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করে ও তদ্রূপ মান্য করে না।

এক একটী সম্ভ্রান্ত পরিবার যাহারা বহু পরিবার প্রযুক্ত পৃথক পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই সেই পরিবারের

উপর কর্তৃত্ব করেন বলিয়া তাঁহাকে অন্য সকলে মান্য করিয়া থাকে। তিনি যাহা বলেন পরিবারের মধ্যে কেহই তাহার অন্যথা করে না। কিন্তু যদি তিনি জ্ঞাতিগণের সহিত প্রতারণা আরম্ভ করেন, আপনার সুখ ও স্বার্থের দিকে কেবলমাত্র দৃষ্টি রাখেন, ধনলোভী হইয়া সরিকগণের বিষয় বৈভব আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা দেখেন, তাহা হইলে জ্ঞাতিগণের নিকট আর ততদূর মান্য থাকে না, তাঁহারাও ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না, বিষয়কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সরিকদিগের ভাবভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে মানে মানে দশ হাত অন্তরে যাইয়া অবস্থিতি করিতে হয়।

এককালে এতদ্দেশে মিঞা তান্‌সেন প্রভৃতি গায়কগণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিলক্ষণ হইয়াছিল। এক্ষণেও যে সকল সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিবৃন্দ আছেন, উচ্চশ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণীর লোক তাহাদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ সকল লোক যদি আপনাপন মান্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যার তার সঙ্গে ইয়ারকি দিয়া বেড়ান ও পদে পদে অসৎচরিত্রের পরিচয় দেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের ভদ্রসমাজে মান থাকে না। পাঠকগণ! আপনারা নাম শুনিয়া থাকিবেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে কতকগুলি কবির দল ছিল; তাহাদিগের মধ্যে হরুঠাকুর কবির গুরু বলিয়া বৃদ্ধদলেও আদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, কেশে পাট্‌ণি, ভোলা ময়রা ও রামি বসু প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের সঙ্গীতগুলি অদ্যাপিও

বৃদ্ধদলের কণ্ঠস্থ আছে ; তাঁহারা কখন কখন সেই সকল গীত গাহিয়া আপনাদিগের মনের মালিন্য দূর করেন। উপরোক্ত কবিওয়ালাদিগের সহিত যে সকল প্রসিদ্ধ ঢুলিরা বাদ্য করিত, তাহাদিগের মধ্যে জগা চূণারি, দ্বারিকা বাইতি সর্ব্বপ্রধান ছিল। কথিত আছে, জগা চূণারির বাদ্য শুনিয়া কোন মজলিসে দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাহার সহিত কোলাকুলি করিয়াছিলেন। ঐ সকল কবিওয়ালা ও বাদ্যকরেরা আপনাপন মান মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিত ; কবিওয়ালার মধ্যে হরুঠাকুর তৎপরে নিলু ও রামপ্রসাদ অন্যান্য কবিওয়ালার অপেক্ষা পাঁচ টাকা অধিক বেতন পাইতেন ও এ মানের খর্ব্ব হইলে তাঁহারা সেখানে সঙ্গীত করিতে যাইতেন না। বাদ্যকরের মধ্যে জগা চূণারি দুই টাকা অধিক পাইতেন ও অগ্রে আসর লইতেন। জগা চূণারি মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিত, তথাচ এ মান মর্য্যাদার ক্রুটি স্বীকার করিত না।

কোন কোন লোকের বাটীতে দুই একজন পুরাতন কর্ম্মচারী থাকে, যাহারা নব্য বাবুদিগের দুই তিন পুরুষ লালন পালন করিয়া আসিয়াছে। পিতা এবং পিতামহের সমকালীন লোক বলিয়া নব্য বাবুরা প্রাচীন কর্ম্মচারী ও সামান্য ভৃত্যগণকেও বিশেষ সম্ভ্রম করিয়া থাকে। এই স্থলে একটী প্রাচীন কথা মনে হইল, সুমন্ত্র সারথি অনেক রঘুবংশীয় রাজগণের সারথ্য কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। রাজা দশরথ সুমন্ত্র সারথিকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে সুমন্ত্র

কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র যখন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন সেই সময়ে প্রাচীন সারথি কোন কার্য্যানুরোধে রাজসকাশে গমন করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "কোথায়, রামভদ্র" এই কথা বলিয়াই জিহ্বা কর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন, "মহারাজ!" রামচন্দ্র, সুমন্ত্রের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, আপনি আমার পিতৃদেবের সমকালীন ব্যক্তি, "রামভদ্র" বলিয়া সম্বোধন করায় আমার কিছু মান মর্য্যাদার ত্রুটি হয় নাই। আপনি আমাকে "মহারাজ" বলিবেন না, আমি আপনার স্নেহভাজন সেই রামভদ্রই আছি। এক্ষণেও রামচন্দ্রের ন্যায় মর্য্যাদা রক্ষক অনেক সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব যুবকেরা পিতার সমকালীন ব্যক্তিবৃন্দকে বিশেষ সম্ভ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিবৃন্দেরা যদি স্পর্দ্ধা পাইয়া বাবুর মস্তকে উঠিবার চেষ্টা দেখেন, সময় পাইলে চিরঅন্নদাতার বিষয় আশয় নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত না হন, বাবুর সহিত সমান হইয়া চলেন, নীচ ও তাহার অধীনস্থ লোকের সহিত ইয়ারকি দিতে আরম্ভ করেন ও বাবুর অন্যান্য কর্ম্মচারীর প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছল্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আর মান মর্য্যাদা থাকে না।

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, সর্ব্বসম্প্রদায়ী লোকের মধ্যেই ব্যক্তিগত মান মর্য্যাদা আছে। মেতর অপেক্ষা নীচ ব্যবসায়ী এ দেশে আর নাই, তাহারাও তাহাদের সমাজে ব্যক্তিগত মানের দাবি করিয়া থাকে। যদি এক জন সামান্য চাকর তাহার উপরওয়ালা কর্ম্মচারীকে কটুকাটব্য বলে, বা তাচ্ছল্য করে সেও আপনার ইজ্জতের কথা উপ-

স্থিত করিয়া থাকে। কিন্তু কি ক্ষুদ্র কি ভদ্র লোকের আপনাপন মান মর্য্যাদা রক্ষা করা বা ক্ষয় করা আপনাদিগের হাতে রহিয়াছে। যিনি আপন মান মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলেন ও পরের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই আপনার মান রাখিতে পারেন। যে সকল লোক সমাজে লজ্জাভয় রাখে না, পরের মান রাখিয়া চলে না, তাহারা আপনার মান মর্য্যাদা কি প্রকারে রাখিবে? কিছু কাল পূর্ব্বে ছাত্রেরা পাঠশালার গুরুমহাশয়কে ইষ্টদেবতার ন্যায় ভয়ভক্তি করিতেন, কিন্তু এখন অধিকাংশ যুবকেরা আপন পিতামাতারও তদ্রূপ মান মর্য্যাদা রাখে না। নির্ধন পিতাকে রোজগারি ছেলে বাটীর কৃতদাসের ন্যায় জ্ঞান করে। কালমাহাত্ম্যে ক্ষুদ্র ভদ্র প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোক লজ্জা ও ভয় বিহীন হইয়া পড়িয়াছে; যুবকদল সুরা সেবনে বিহ্বল হইয়া প্রাচীন লোকের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতেও অপরাধী হন না; রোজগারি সন্তান সুরাপান করিয়া বেশ্যার হস্ত ধারণ করতঃ পিতার সম্মুখ দিয়া অনায়াসে আপন বাটীর বৈঠকখানায় গিয়া নৃত্য গীত করিতে থাকেন; এই সকল বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া যদি পিতা তাহাতে কোন কথা বলেন, তাহা হইলে পিতার মান রাখা দূরে থাক্, সেই দণ্ডেই সুপুত্র—Old fool কে বাটীর বাহির করিয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বোধ হয়, সেই সকল সুপুত্র আপনাপন পুত্রপৌত্রের নিকটও সেইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। যদি সেই সকল সুপুত্রের পিতারা বা বয়ঃজ্যেষ্ঠেরা নয়ন মুদ্রিত করিয়া দশ হাত

অন্তরে থাকিতে পারেন, তবেই তাঁহাদিগের মান রক্ষার সম্ভাবনা থাকে।

মনুষ্য হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে কদাচ তাহার মান সম্ভ্রম থাকে না। যে ব্যক্তি ঋণ করিয়াছে তাহাকে কেহ মান্য করে না, আবার ঋণদায়ে তাহাকে পদে পদে অপমানিত হইতে হয়। যে পরের নিকট হস্ত পাতিয়া থাকে তাহার মান কোথায়? কোন এক জন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "তৃণ হইতে লঘু হয় ভিক্ষুক যে জন।" যে প্রতারক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে কেহ মান্য করে না। যে দুষ্কর্ম্ম করিয়া রাজদ্বারে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়। যে আপন পদমর্য্যাদা না বুঝিয়া নীচ ও অধীনস্থ লোকের কার্য্য সকলে স্বয়ং হস্তার্পণ করে তাহাকে নীচাশয় বলিয়া লোকে অবজ্ঞা করে। যাহার কিছু মাত্র তেজ ও গাম্ভীর্য্য নাই (অর্থাৎ ছেবড়া) তাহাকে লোকে ভয় ভক্তি করে না ও তাহার সম্ভ্রম থাকে না। যদিও লোকের উদারতা গুণ প্রার্থনীয়, তাই বলিয়া যদি কোন ভদ্রলোক বা কোন উচ্চ বংশাবতংস যুবক আমোদপ্রমোদের অনুরোধেই হউক বা পানভোজনের অনুরোধেই হউক কিম্বা বেশ্যাসংসর্গেই হউক নীচগামী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি লোপ পাইয়া থাকে। আপন ওজন বুঝিয়া না চলিলে, সম্বন্ধে গুরু হইয়া পুত্রবৎ লোকের সহিত, প্রভু হইয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত, রাজা হইয়া সাধারণ লোকের সহিত, বড় লোক হইয়া

ছোট লোকের সহিত ইয়ারকি দিলে, ভদ্র হইয়া ভদ্র-লোকের সহিত সংস্রব না রাখিলে, আপনার গৌরব মত দান ও পরোপকারাদি না করিলে, মান, সম্ভ্রম, যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কিরূপে রক্ষা হইতে পারে; বহুকষ্টে মান অর্জ্জন করিতে হয় কিন্তু এক দিনের অপকর্ম্মে সেটী নষ্ট হইতে পারে। একটা মোটা কথায় লোকে বলিয়া থাকে, "যাক্ প্রাণ থাকুক্ মান" যখন মান অপেক্ষা মূল্যবান রত্ন আর নাই, তখন পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মান এবং আপনাপন অর্জ্জিত মান যাহাতে রক্ষা পায় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সংসারের সকল দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

সংসারী হইয়া সংসারে বাস করিতে হইলে সংসারীকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে অবশ্যই হইবে। সংসারে যত সুখ তত দুঃখ ও যত হাসি তত কান্না। ইহসংসারে সৌভাগ্য বশতঃ যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত প্রভূত ধন আছে, তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে সুখী হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু সংসারের এমনি গতি যে, সর্ব্বাবস্থার লোককেই কোন না কোন সময়ে সংসারের উগ্রতাপ সহ্য করিতে হইবেই হইবে। দৈব-বিড়ম্বনা বশতঃ ইহ-সংসারে যাঁহারা নির্ধন, তাহার উপর আবার বহু অপত্য জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগের দুঃখের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গেলেও একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া উঠে। সংসারের প্রথম নিয়মই এই, যে কোন প্রকারে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কি যক্ষের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তাহাতে হস্তার্পণ না করিয়া উপর্য্যুপরি ধনের উপর ধন সঞ্চয় করিয়া যাইবে? তাহা নহে; এরূপ করিলে ধনের প্রয়োজন সাধন হইবে কেন? যদি কেহ পিতৃপিতামহের সঞ্চিতার্থ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার আসল বজায় রাখিয়া, তাহার উপস্বত্ব ভোগ করা ও আসল পুঁজির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বদা উচিত।

যাঁহারা পরিশ্রমের দ্বারা ধন উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবেন; যদি পরিমিত ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট থাকে তাহা সঞ্চয় করিবেন। কোন একটী সংসারের কর্ত্তা হইয়া সেই সংসারকে আয়ত্ত রাখিয়া সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলা সামান্য ব্যাপার নহে, কারণ সংসারে সমস্ত লোকের মন এক রকম নহে। যে আপনার সংসার সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিয়া চলিতে পারে, সে একটী ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য শাসন করিতে সক্ষম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহসংসারে বাটীর কর্ত্তাকে, লোক-লৌকিকতা, আহার ব্যবহার প্রভৃতি কত শত সাংসারিক কার্য্যকলাপ দেখিতে ও শুনিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে দৈববিড়ম্বনা বশতঃ বাটীতে কোন বিপদ আপদ ঘটিলে বা বিষয় কার্য্যের অনুরোধে গৃহস্বামী এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, যে সংসারের অন্যান্য কার্য্যকলাপের দিকে অধিক কি আপন শরীরের প্রতিও দৃষ্টি থাকে না। এতদ্ভিন্ন গৃহস্বামীকে, কিসে মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবে, কি প্রকারে পুত্র, কলত্রাদির রক্ষা সাধন করিব, কন্যাসন্তান জন্মাইলে কি প্রকারে দুহিতাটীকে সুপাত্রে ন্যস্ত করিব, কি প্রণালীতে পুত্রসন্তান-গুলিকে তাহাদিগের ভাবী মঙ্গলের জন্য বিশিষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করাইব, এই সকল চিন্তাতেই সংসারীর মন চিন্তিত থাকে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন,—"মা আমি সরকারি মুটে, কেবল দিন গুজারি রোজগার করি পঞ্চভূতে খায় মা লুটে।" ধন্য কবিরঞ্জন মহাশয়! এই সামান্য দুই পঁক্তি কবিতা দ্বারা গৃহস্বামীর সহিত সংসারের যে কি সম্বন্ধ তাহা ব্যক্ত

করিয়াছেন। গৃহস্বামী পরিবারবর্গের বিনাবেতনের মুটিয়াই বটেন; তিনি দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন আহার করিবেন ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবেন এবং চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া ও রক্ষা করিয়া বেড়াইবেন, এই তাঁহার কার্য্য। যে দিকে কর্ত্তার চক্ষু না পড়িবে, সেদিকে কোন না কোন বিশৃঙ্খলা ও ক্ষতি ঘটিবেই ঘটিবে। গৃহস্থের যদি বিষয় কার্য্যের দিকে দৃষ্টি না থাকে অর্থাৎ তিনি স্বয়ং বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তাহা হইলে কেবল অধী-নস্থ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সমস্ত কার্য্য কখনই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না; বরং পদে পদে তাহাদিগের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পাওনা টাকা রীতিমত তাগাদা করিয়া আদায় করিবার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে শৈথিল্য বশতঃ নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; অবশেষে আদায় হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। এমন কি, অনেকে দীর্ঘকাল ঔদাস্য পূর্ব্বক ফেলিয়া রাখিয়া আপন ন্যায্য পাওনা একে-বারে বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে হিসাব নিকাশ করা ও বিষয়কার্য্যের খাতাপত্র সেরেস্ত রাখা নিতান্ত উচিত; কারণ সময়ে খাতাপত্রের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। সে গুলি রীতিমত রক্ষা হইতেছে কি না, সে পক্ষেও বিষয়ী লোকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কত আয় হইতেছে এবং কতই বা ব্যয় হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে, অজ্ঞাতসারে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া ক্রমে ক্রমে দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। সংসারের সকল

লোকই কিছু ধর্ম্মপরায়ণ ও বিশ্বাসী নহে, কোন কাজকর্ম্মের ভার একজনকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না; যাহাকে কোন কর্ম্মের ফুরান বা চুক্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে রীতিমত কার্য্য করিতেছে কি না, যথোচিত দ্রব্যসামগ্রী দিতেছে কি প্রতারণা পূর্ব্বক অপকৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী দিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, এ সকল বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রবল বর্ষা উপস্থিত হইলে যদি গৃহস্বামী বাটীর চতুর্দ্দিক পরিদর্শন না করেন, তাহা হইলে বর্ষার জল বদ্ধ হইয়া ইমারতের বিস্তর হানি করে ও ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায়। বাটীর প্রাচীরের কোন স্থানে যদি অশ্বত্থ কিম্বা বট বৃক্ষের চারা জন্মাইয়া থাকে, তরুণ অবস্থাতেই সেগুলিকে নাশ না করিলে কালে সেই সকল ক্ষুদ্র বৃক্ষের শিকড় প্রাচীর ভেদ করিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে ও তাহাতে প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে সমূলে নাশ করা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠে। বাটীর কর্ত্তা যদি বহুমূল্যের শাল রুমাল ও পরিচ্ছদাদি মধ্যে মধ্যে না দেখেন, তাহা হইলে সেগুলি সিন্দুকে বদ্ধ থাকিয়া পচিয়া যায় অথবা পোকায় কাটিয়া মাটী করিয়া ফেলে। বাটির আস্‌বাব ও তৈজসাদির প্রতি যত্ন না রাখিলে সেগুলিতে ধূলা পড়িয়া মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কর্ত্তা যদি লোক-লৌকিকতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না করেন, তাহা হইলে সেগুলি হইয়া উঠে না, সুতরাং কর্ত্তাকে আপন কুটুম্ব বান্ধবের নিকট কলঙ্কভাজন হইতে হয়। তিনি যদি আপন পরিবারগণের প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তাহা হইলে

পুত্রগণের সুশিক্ষা হয় না, ও অন্যান্য পরিজনেরাও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন সংসারীকে যে কত শত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই?

প্রকৃত সংসারী হইয়া চলিতে হইলে বাটীর কর্ত্তাকে প্রত্যহ দুই বেলা পরিবারগণের মধ্যে কাহার আহারাদি হইল কি না, কাহার কোন্ বিষয়ের প্রয়োজন, কে কি ভাবে অবস্থান করিতেছে, কোন্ কার্য্যটী শীঘ্র নিষ্পন্ন না করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এ সকল বিষয় তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আপন পরিবারগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা, হাস্য পরিহাস ও কৌতুকচ্ছলে তাহাদিগের মনের অভিলাষ জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সকলের অবস্থা একরূপ নহে, এইজন্য আপনার অবস্থানুরূপ অন্ন বস্ত্রে পরিতুষ্ট থাকিবার জন্য পরিবারগণকে উপদেশ দিতে হয়; ধনবান্ লোকের বিলাস দেখিয়া নির্ধন লোকের সন্তান সন্ততিগণের ভোগাভিলাষ যেন না জন্মে; তাহারা যেন প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে যে, ঈশ্বর আমাদিগকে যে ভাবে রাখিয়াছেন, আমরা সেইরূপ অবস্থাতেই পরিতুষ্ট থাকিব। যদি বাটীর কর্ত্তা আপন পরিবারগণকে প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ সংসার ধর্ম্মের সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে পরিবারগণও আপনাপন অবস্থানুরূপ সংসার ধর্ম্ম করিতে শিক্ষা করে; প্রায় তাহাদিগের উচ্চাভিলাষ জন্মে না। পূর্ব্বকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা প্রতিদিবস আপনাপন সহধর্ম্মিণীকে পতিব্রতা ধর্ম্মের ও সন্তানসন্ততিগণকে পিতৃমাতৃভক্তি ও সংসার ধর্ম্মের কথা তন্ন তন্ন করিয়া

বুঝাইতেন, সেই জন্য নিঃস্ব লোকও পরিবার ও সন্তান-সন্ততি লইয়া সুখে দিনপাত করিতে পাইতেন।

প্রত্যেক সংসারীর যে সময়ের যে কার্য্য তাহা নিয়মিত-রূপে নির্ব্বাহ করা উচিত। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ হস্তমুখ প্রক্ষালন ও স্নানান্তে কিয়ৎকাল ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর দুই তিন ঘণ্টা কাল বিষয়-কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ পূর্ব্বক আহারের সময় বা আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের সময় পরিবারবর্গের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তদন্তে কার্য্যস্থানে গমন করা উচিত। যাঁহাদিগকে কর্ম্মস্থানে যাইতে হয় না, তাঁহারা বিষয়কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন লোক পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না; যে কার্য্যে স্বয়ং গমন না করিলে বিশেষ হানি হইতে পারে, সেই সকল কার্য্যে স্বয়ং গমন করিতে হইবে, নতুবা, কেবল আপন বাটীতে বসিয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ বা পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কালক্ষেপণ করিলে চলিবে না। বৈকালে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর সুস্থচিত্তে যাহাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সে সকল বিষয়ের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তৎসম্বন্ধে যদি কোন কার্য্যের তদ্বির করিতে হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে; কারণ, যে কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সে সকল কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখা উচিত; কখনই আলস্য করিয়া ফেলিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া অবশিষ্ট সময় বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদে যাপন করিলে পরম সুখে দিনপাত হইতে পারে। যে সময়ের যে কার্য্য, তাহা

না করিয়া অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিলে সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট, কুযশাদি নানা প্রকার দোষ ঘটিতে থাকে ও কোন কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হয় না। পাঠকগণ! বোধ করুন, কোন ধনিসন্তান যদি যে সময়ে বিষয়কার্য্য দেখা উচিত, সে সময়ে বন্ধু বান্ধব লইয়া গীতবাদ্য আমোদ আহ্লাদে উন্মত্ত হন, তাহা হইলে আর সে সময়ে বিষয়কার্য্য অর্থাৎ আয়ব্যয়ের হিসাব তাগাদা কিছুই হয় না; পাওনা-দারেরা আসিয়া বাবুকে মনে মনে গালি দিতে দিতে বাসায় ফিরিয়া যায়! বাবুর বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্নান আহার করিয়া বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়ায় অনিয়ম বশতঃ শরীরে গ্লানি জন্মে; এইরূপে সে দিবস অনর্থক অতিবাহিত হয়।

সংসারী লোকের বিশেষতঃ বিষয়ী লোকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় আইন গুলির মর্ম্ম জ্ঞাত থাকা উচিত। আইন আদালত সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাইতে না হয়, এই জন্য কত টাকার মোকর্দ্দমা কোন আদালতে হইবে, মুন্‌সেফ আদালত হইতে হাইকোর্টের বিচার পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমার কিরূপ তদ্বির করিতে হয় এবং প্রত্যেক মোকর্দ্দমাতেই বা কত ন্যায্য ব্যয় লাগে, কোন্ কোন্ লেখা পড়ায় কিরূপ ও কত টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয় এই সকল বিষয় জ্ঞাত থাকা চাই। এতদ্ভিন্ন সংসারী লোকের বাটীতে কতকগুলি সামান্য সামান্য পীড়ার ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা ও সে গুলির প্রয়োগের নিয়ম জ্ঞাত থাকা উচিত। বাজারে কোন্ সময়ে কোন্ জিনিষের কিরূপ মূল্য হইতেছে, তাহারও সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

সংসার সম্বন্ধে গৃহিণীপনা একটী বিশেষ কার্য্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ত্তার সহধর্ম্মিণীই এই কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সংসারে স্বগৃহিণী নাই, সে সংসারের কখন স্বপ্রতুল ঘটে না। এখনকার কালে গৃহিণীগণের আর সংসারের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি নাই। স্বামীর কত দূর ক্ষমতা, ধন কোথা হইতে আসে, সে সকল বিবেচনা প্রয়োজন বোধ করেন না ও তাহার অনুসন্ধানও রাখেন না; তাঁহারা ভাবেন, আমাদিগের স্বামী ধনকুবের, সংসারে যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহাই তৎক্ষণাৎ কর্ত্তা বা দাস দাসীতে ক্রয় করিয়া আনিয়া দিবে, আমরা একবার মাত্র তাহা দর্শন করিব আর প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিয়া আপনাদিগকে অষ্টালঙ্কারে ভূষিত ও সজ্জিত করিব। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারের দিকে ততদূর দৃষ্টি ছিল না; তাঁহারা সংসারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা স্বামীকে এই অনুরোধ করিতেন যে, আমি চিরকাল কাঁসার পৈঁচা হাতে দিয়া থাকিব, সেও মঙ্গল, তথাচ যেন কোন কালে পাওনাদার আসিয়া আমাদিগের দ্বারদেশে চীৎকার না করে। পৌষ মাসের শেষে যেন এক বৎসরের অন্নের উপযোগী ধান্য ক্রয় হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমরা সেই ধান্য ভানিয়া-কুটিয়া মোটা ভাত ও মোটা বস্ত্র পরিধান করিয়া এক বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব এবং যেন সংসারের ক্রিয়াকাণ্ড ও মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়।

পল্লীগ্রামস্থ কোন এক গৃহস্থের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমার সহধর্ম্মিণী কিরূপ গৃহিণীপনা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এক দিবস গৃহিণীকে কহিলেন যে, অদ্য সংসারে নিতান্ত অপ্রতুল, একটী কাটা মাত্র ধান্য আছে। আমাকে অদ্য কুটুম্বগৃহে যাইতে হইবে কিন্তু সেখানে আহারাদি হইবে না বাটীতে ফিরিয়া আসিতে বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে পারে, বাটী আসিয়া যেন এক মুঠা অন্ন পাই, আর তুমি যেন কন্যাপুত্র লইয়া উপবাসী থাকিও না; অদ্যকার দিবস যোগেযাগে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া গৃহস্বামী প্রস্থান করিলেন। গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ধান্য হইতে এক অঞ্জলি ধান্য লইয়া ছেলে মেয়ে দুটিকে ময়রার দোকান হইতে মুড়িমুড়কী আনিয়া দিলেন; বক্রী ধান্যগুলি একবার রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইলেন ও একজন প্রতিবাসীর ঢেঁকিতে কুটিয়া আতপ তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া অবশিষ্ট তুষ কুড়া এবং খুদ কুলায় করিয়া আপন বাটী আসিলেন। তূষগুলি কুমারের দোকানে অর্দ্ধ পয়সায় ও নীলের কুঠীর মেমানিরা আসিয়া উপস্থিত হইলে খুদ কুঁড়াগুলি এক পয়সায় বিক্রয় করিলেন এবং সেই পয়সায় তৈল লবণ ক্রয় করা হইল। মেছুনীরা পল্লীর মধ্যে মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিলে তাহাদিগের নিকট কিছু মাছও ক্রয় করিলেন। গৃহস্থপত্নী ভাদ্র মাসের শেষে গৃহের পশ্চাদ্ভাগে গুটিকতক বেগুনের চারা রোপণ করিয়া ছিলেন, চারা কয়েকটী যদিও আওতায় বাড়িতে পারে নাই, তথাচ মধ্যে মধ্যে দুই একটী বেগুন ফলিত। সে দিবস গৃহস্থপত্নী বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই কয়েকটি

বৃক্ষ অন্বেষণ করিতে করিতে দুটী ছোট ছোট বেগুন প্রাপ্ত হইলেন। বাটীর উত্তর ধারে একটী তেঁতুল বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষ হইতে ঢিল মারিয়া পাঁচ ছয় খানি তেঁতুল পাড়িয়া আনিলেন এবং তেঁতুল তলার ডোবা হইতে কতকগুলি হিংচা শাক সংগ্রহ করিলেন, এইরূপে সমস্ত দ্রব্য রান্না ঘরের দাওয়ায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া কন্যাপুত্রকে কহিলেন তোমরা এইখানে বসিয়া ক্রীড়া কৌতুক কর, আমি স্নান করিয়া আসিতেছি, সাবধান যেন চালগুলি কাকে না খাইয়া যায়। এই কথা বলিয়া সেই অর্দ্ধ পয়সার তৈল হইতে কয়েক ফোটা মাত্র তৈল মস্তকে দিয়া দ্রুতপদে স্নান করিয়া আসিলেন ও কিয়ৎক্ষণ আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, কর্ত্তার আসিতে বহু বিলম্ব হইবে; এইক্ষণে আতপ চালের অন্ন প্রস্তুত করিলে শুষ্ক হইয়া যাইবে অতএব তেঁতুল সংযোগে চুণা মৎস্যের অম্বল রন্ধন করি, তাহার পর ক্ষুদ্র বেগুন পোড়াইয়া অর্দ্ধ কুনিকা চাল সিদ্ধ করিয়া ছেলে মেয়ে দুটীকে খাইতে দি, তাহার পর দিবা দ্বিপ্রহরের পর কর্ত্তা ও আপনার জন্য অন্ন পাক করিব।

গৃহস্থপত্নী মনে মনে যাহা ভাবিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত করিয়া কন্যাপুত্র দুটীকে আহার করাইলেন। শিশু সন্তান দুটী উদরপূর্ণ করিয়া নিদ্রিত হইল। গৃহিণী গৃহ অনুসন্ধান করিয়া একটী মুঠা ছোলা প্রাপ্ত হইলেন, সেই ছোলাগুলি জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলেন। সময়ে কর্ত্তা আসিয়া বাটিতে উপস্থিত হইলে পর গৃহিণী তাহার স্নানের

উদ্যোগ করিয়া দিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। গৃহের চতুস্পার্শ্বে ফুল বিল্বপত্রের অপ্রতুল ছিল না, গৃহিণী স্বহস্তে ফুল তুলিয়া একটী মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিলেন ও রন্ধনশালার দাওয়ার উপর কর্ত্তাকে পূজা অর্চ্চনা করিবার স্থান করিয়া দিলেন। কর্ত্তা স্নান করিয়া আসিয়া রীতিমত আহ্নিক পূজা সমাপনান্তে পূর্ব্বকথিত ছোলাগুলি লবণ সংযুক্ত করিয়া জলযোগ করিলেন। এ দিকে গৃহিণী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার অন্ন পাক করিলেন এবং সেই উষ্ণ অন্ন ও পূর্ব্ব কথিত ব্যঞ্জনাদি দিয়া কর্ত্তাকে ভোজন করাইতে বসাইলেন। দিবা তৃতীয় প্রহরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জঠরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; গৃহিণীপ্রদত্ত সেই অন্ন ব্যঞ্জনই তাঁহার পক্ষে অমৃত তুল্য জ্ঞান হইল। আহারান্তে কর্ত্তা পথের ধারে আচমন করিতে বসিলেন, এ দিকে গৃহিণী স্বামীর পাত্রাবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া সে দিবসের মত ক্ষুধাশান্তি করিলেন।

আচমনান্তে কর্ত্তা রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া দেখিলেন গৃহিণী একটী হরিতকী ভগ্ন করিয়া মুখশুদ্ধির জন্য রন্ধনশালার মেজেয় রাখিয়াছেন। কর্ত্তা হরিতকী ভক্ষণ করিতে করিতে হাস্য বদনে কহিলেন, আমরা ত সকলে আহার করিলাম, এখন তোমার পক্ষে কি ঘটিবে? গৃহিণীও হাস্য বদনে উত্তর করিলেন, সে জন্য তোমার চিন্তার প্রয়োজন নাই, আমি তোমার পাত্রাবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া বাষ্পপরি-পূরিত নেত্রে কহিলেন, ব্রাহ্মণি! তুমি যথার্থই গৃহিণী-পনা

শিক্ষা করিয়াছ। যাঁহারা তোমার ন্যায় পত্নী পাইয়াছেন তাঁহাদের সংসারে আর অপ্রতুল কি। তাঁহারা যে এই মর্ত্ত্যলোকেই স্বর্গসুখ ভোগ করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীদাম ঘোষের জননীও অত্যন্ত চতুরা গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার একটী সিন্দুক ছিল, সেই সিন্দুকের চাবিটী তিনি জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং সেই সিন্দুকের ডালার উপর একটী ছিদ্র করিয়াছিলেন সেই ছিদ্রপথে সিন্দুকের ভিতর, প্রত্যহ একটি করিয়া দুয়ানি ফেলিয়া রাখিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রাত্যহিক খাদ্যসামগ্রী যাহা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনাইতেন, তাহার মধ্যে প্রায় সকল দ্রব্যেরই কিছু কিছু অন্য এক স্থানে প্রত্যহ সঞ্চিত রাখিতেন। মাসকাবারে চাউল খরিদ হইলে তাহা হইতে এক কুনিকা চাউল স্থানান্তরে রাখিতেন। এই প্রকার যে সময়ে যে সামগ্রী ক্রয় করিতেন তাহা হইতে কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, যে সকল কাঁচা সামগ্রী দুই এক দিবস ভিন্ন থাকে না তাহা হইতেও দুই একটি সেই ভাণ্ডার গৃহে রাখিতেন, নষ্ট হইবার প্রারম্ভে তাহার বিনিময়ে অপর দুই একটি রাখিয়া সেগুলি ব্যবহার করিতেন। পরিধেয় বস্ত্রগুলি জীর্ণ হইবার উপক্রমেই তাঁহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া পরিবার সকলকে নূতন বস্ত্র আনিয়া দিতেন ও পুরাতনগুলির বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া রাখিতেন। যে সকল দেনাপাওনা প্রত্যহ না করিলে নয় তাহা তিনি স্বয়ং কিম্বা আপন সম্মুখে কর্ম্মচারীর

দ্বারায় নিষ্পন্ন করাইতেন, এবং স্বয়ং এক খানি ক্ষুদ্র মন্তব্য পুস্তকে যখন যে টাকার লেনা দেনা করিতেন তাহা স্মরণার্থ লিখিয়া রাখিতেন ও অপর এক খানি পুস্তকে যে দিবসের যে কার্য্য করিতে হইবে তাহাও লিখিয়া রাখিতেন। কর্ম্ম-চারীদিগের বেতন বা কাহারও পাওনা টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিতেন। আত্মীয় পরিবারগণের যাহাতে শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে সকলকে দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন ও স্বয়ং তদ্বিষয়ে সতত দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার নিকট কতক-গুলি সামান্য সামান্য পীড়ার ঔষধ সংগৃহীত ছিল; কাহারও কোন সামান্য পীড়া হইলে স্বয়ং তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, গুরুতর পীড়া হইলে উপযুক্ত ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইতেন, সে বিষয়ে কৃপণতা করিতেন না। প্রতি সপ্তাহে বাটীর আসবাব সকল ভৃত্যকে দিয়া ঝাড়াইয়া মুছাইয়া রাখিতেন এবং বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেওয়াই-তেন। মধ্যে মধ্যে বসত বাটীর চারিদিক পরিদর্শন করিতেন, কোন অংশ কিঞ্চিৎমাত্র ভগ্ন হইলেই শীঘ্র শীঘ্র উপযুক্ত লোকের দ্বারা মেরামত করাইতেন, আজ কাল করিয়া কখনই ফেলিয়া রাখিতেন না। আপন সংসারে কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিক ব্যয় হইতেছে সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, কোন কারণ বশতঃ আহারাদির ব্যয় অধিক হইয়া পড়িলে পরিচ্ছদের ব্যয় স্বল্পেই নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা দেখিতেন, এইরূপ কখন কোন বিষয়ে প্রভূত ব্যয় হইয়া পড়িলে অপর বিষয়ের ব্যয় সঙ্কোচ করিতেন।

শ্রীদাম ঘোষের জননী সর্ব্বদা আপন পুত্রকে উপদেশ দিতেন যে, বৎস! কখন কোন কার্য্যে আলস্য করিও না, যে স্বচক্ষে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ না করে, তাহার কখন কোন বিষয়ে সুসার হয় না। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কায়মনে যত্ন করা বিধেয়, কিন্তু যে বিষয়ে ভাবী অমঙ্গল বা ধর্ম্ম নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা সঙ্গত নহে। কেবল শারীরিক পরিশ্রম এবং ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান মনে বিচার করিয়া বুদ্ধির দ্বারা কার্য্য করিতে পারিলেই আবশ্যকমত অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। এক জন নিরীহ লোক কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা শ্রবণ কর। "কোন পল্লীগ্রামে এক জন লোকের প্রায় এক শত বিঘা ভূমি ছিল। তাহার মধ্যে আট কাঠা ভূমিতে ভদ্রাসন করিয়া তিনি পরিবারদিগের সহিত বাস করিতেন। ঐ ভদ্রাসনের সামীল তিন চারিটী গোলা ছিল, সে গোলা গুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, তাহাতে দ্রব্যাদি রাখিলে ভিজা লাগিয়া দ্রব্যসামগ্রী নষ্ট হয় না ও মুষিক প্রভৃতি জন্তু তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সেই গোলাতে তিনি চাউল ও রবি শস্য রাখিতেন। অন্য এক বিঘা ভূমিতে ফুল গাছ রোপণ করিয়াছিলেন, মতলব করিয়া ঐ গাছগুলি এরূপ ভাবে রোপণ করিয়াছিলেন যে, তৎদ্বারা সেখানি একটী ক্ষুদ্র বাগান বলিয়া বোধ হইত ও বাটীর শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অপর দিকের জমিতে কাচ্‌কলা, মর্ত্তমান, চাটিম ও কাটালি এই চারি প্রকার কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন,

ও এই ভূমি যাহাতে সার সংযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই কয় মাসে অপর্য্যাপ্ত কাচকলা জন্মিত; সেই সকল কলা, পাতা, মোচা ও থোড় বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট টাকা পাইতেন। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে অন্যান্য কলা জন্মিত। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে যে সকল কলার কাঁদি পড়িত, তাহা বিশেষ যত্ন করিয়া কলাকাটা অমাবস্যা পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতেন। দুর্গোৎসব হইতে কার্ত্তিক পূজা পর্য্যন্ত পাত, মোচা ও থোড়ের অধিক প্রয়োজন হয় সেই সময়ে ঐ সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। পূজার সময় বাতাবী নেবু, সশা, কুষ্মাণ্ড, ডেঙ্গডাটা, নটেশাক, বেগুন, মূলা এই সকল দ্রব্য যাহাতে প্রচুরপরিমাণে জন্মে তাহার চেষ্টা তিনি আষাঢ় মাস হইতেই আরম্ভ করিতেন। ঐ সকল দ্রব্য জন্মাইলে পূজার সপ্তাহ পূর্ব্বেই বাজারের ফড়েদের ডাকাইয়া দরদাম করিয়া বা নিলামের দ্বারায় উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতেন। পূজার পরই কফি, শালগাম প্রভৃতি রোপণে যত্ন করিতেন, মাঘ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফুলকফি ও ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাঁধা কফি বিক্রয় হইত। এতদ্ভিন্ন মূলা ও বেগুনের চাস দিতেন; যদিও তাহা দ্বারা বিশেষ লাভ হয় না কিন্তু আপন সংসারে ব্যবহৃত হইতে পারিত। সজিনার ডাল তিনি প্রাচীরের ধারে ধারে বসাইতেন ও ভাদ্র মাসের শেষে বেড়া দিয়া লাউ গাছ রোপণ করিতেন। কার্ত্তিক মাসে খলিলের গোঁড়া ক্রয় করিয়া এক জায়গায় বাগ দিয়া রাখিতেন

তাহার পর মাঘ মাসের শেষভাগে পটলের চাসের জন্য যে স্থান প্রস্তুত থাকিত তাহাতে তিন চারি হাত অন্তরে এক একটী গেঁড়ো পুতিতেন। অগ্রহায়ণ মাসে গোল আলুর চাস ও রাঙ্গা আলুর চাস দিতেন। গোল আলুর চাস অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ ভূমি যৎপরোনাস্তি কর্ষণ করিতে হয় ও জল সিঞ্চনের অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই জন্য যেখানে সহজে জল ছেঁচিয়া আনা যায় এমত স্থানে দিতেন। এই লোকটী প্রথম বারে এক মাসের বা দুই মাসের প্রসূত তিনটী গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাদিগের দুগ্ধ ফুরাইবার সময় ঐরূপ আর তিন্‌টী গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার সাংসারিক দুগ্ধের সঙ্কুলান হইয়া অবশিষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ হইত। ঐ ব্যক্তি পৌষ ও মাঘ মাসে যখন চাউল সস্তা হইত, তখন প্রায় হাজার মণ চাউল ক্রয় করিয়া আপন গোলায় রাখিতেন, এবং সংসারের আবশ্যক মত খরচ করিতেন। যে সময়ে চাউলের দর বেশী হইত সেই সময়ে আপনার এক বৎসরের খরচের মত রাখিয়া বক্রী চাউল বিক্রয় করিয়া লাভ করিতেন। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে তিসি, সরিষা, ছোলা, অরহর, মুগ, কলাই, মটর প্রভৃতি নানা প্রকার রবি শস্য জন্মে, সেই সকল শস্য কিস্তিযোগে নগদ টাকায় ক্রয় করিয়া আনিয়া দুই তিন মাস কাল ধরিয়া রাখিতেন, ক্রমে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে অল্পে অল্পে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। এক বার ঐ লোকটী মাঘ মাসে নূতন ইক্ষুগুড় দুই শত মণ খরিদ করিয়া তিন মাস পরে মণকরা আট আনা লাভ করিয়াছিলেন।”

বৎস! সকল বিষয়ে পরিমিত ব্যয় করিবে। ধন, মান, প্রাণ রক্ষার্থে আপন অবস্থানুরূপ যাহা না হইলে নয়, তাহাতেই পরিমিত অর্থ ব্যয় করিবে। লোকে কৃপণ বলিয়া ঘৃণা করিবে মনে করিয়া মুক্তহস্ত হইও না। অপরিমিতব্যয়ী ও বিলাসীরাই পরিমিতব্যয়ীদিগকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সংসারের সমস্ত কার্য্য পরিমিত ব্যয়ে নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারা উক্ত নামের জন্য নিন্দনীয় নহেন। বরং যে সকল লোকের কেবল মাত্র এক সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি, মান মর্য্যাদা, লোক-লৌকিকতা, আহার ব্যবহারাদির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই তাঁহাদিগকে কৃপণ নাম দিলেও দিতে পারা যায়। হে পুত্র! বিবেচনা করিয়া দেখ, যাহারা অর্থকে সঞ্চয় করিতে ভালবাসে, বিনা কারণে কাহাকেও কিছু দেয় না, মোটা কাপড় ও সামান্য অবস্থায় কাল যাপন করে, বিলাসীরা তাঁহাদিগকেই কৃপণ কহেন কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, বিলাসী, অপরিমিতব্যয়ী লোক এবং পরিমিতব্যয়ী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারা অধিক নিন্দাভাজন হইতে পারেন। পরিমিতব্যয়ী কৃপণেরা পরিশ্রমী, ন্যায্যব্যয়ী, সঞ্চয়ী, তাঁহারা সহসা ঋণ-গ্রস্ত হইতে চাহেন না। যদ্যপি কার্য্যগতিকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। পরিমিতব্যয়ীরা দাসদাসীর বেতন নিয়মিত সময়ে প্রদান করিয়া থাকেন, দ্রব্যাদি নগদ মূল্যে ক্রয় করেন, যেখানে সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি পাওয়া যায় পরিশ্রম করিয়া স্বয়ং সে স্থান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া

আনেন ; পরিমিতব্যয়ীরা পরের উপর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। পরিমিতব্যয়ীরা যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করেন তাহা দেখিতে ভাল না হইলেও অধিককাল স্থায়ী হয়। আহারীয় দ্রব্য সকল অধিক মূল্যবান্ না হইলেও স্বাস্থ্য-রক্ষোপযোগী হইয়া থাকে। বসতিবাটী সুদৃশ্য ও অধিক আয়তনবিশিষ্ট না হইলেও সুখস্বচ্ছন্দে বাসের উপযুক্ত করিয়া থাকেন। যে সকল জমি পতিত থাকে তাহাতে কেবল নয়নানন্দকর ফুল গাছ দিয়া সাজাইতে ব্যগ্র না হইয়া সংসারের উপকারে আসে এরূপ গাছ রোপণ করাইয়া থাকেন। এই সকল গুণবিশিষ্ট লোককে, অপরিমিতব্যয়ী ও বিলাসীরা একটি কদর্য্য অর্থাৎ কৃপণ নামে অভিহিত করেন। যদি তাঁহারা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই বুঝিবেন যে, পরিমিতব্যয়ী লোক কর্ত্তৃকই ধন সঞ্চয় হইয়াছে ; এক এক ব্যক্তি বহুকষ্টে ধন অর্জ্জন করিয়া এবং পরিমিত ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ যে সকল বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বংশধরগণ পরম সুখে সেই ধন ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কেবল কোন কোন বংশে কতকগুলি অনভিজ্ঞ, বিলাসী ও অপরিমিতব্যয়ী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থ নষ্ট করতঃ দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে।

হে পুত্র ! সর্ব্বদা বিদ্যালাভে মনোযোগী থাকিবে। বৃথা কাল হরণ করিও না। সর্ব্বদা আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হইও না। যদি নীরস বিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা, বাল্য ও যৌবনে আমোদ, প্রমোদ ভাল লাগে কিন্তু সর্ব্বদা আমোদ,

প্রমোদ ও বিলাসভোগই সর্ব্বনাশের মূল! বিদ্যাশিক্ষার ফল উন্নতি, আমোদ, প্রমোদ ও বিলাসের ফল অবনতি। বিলাসপ্রিয়তাই সর্ব্ব দুঃখের আকর; যে ঘোর বিলাসপ্রিয় হয় তাহার অভাব কোন কালেই মোচন হয় না। মহামহোপাধ্যায় সক্রেটিশ বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের মনঃকল্পিত অভাব কখনই মোচন হইবার নহে, সেই জন্য কতকগুলি অলীক-অভাব মনে আনাই উচিত নহে। দেখ, সর্ব্বাপেক্ষা শরীর রক্ষার জন্য, নিয়মিত আহারের প্রয়োজন; এটী যথার্থ অভাব; কিন্তু সে অভাব-পূরণ আমাদিগের অল্পায়াসেই হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা সভ্যতার অনুরোধে বিলাসের জন্য কত শত অভাব মনে ভাবিয়া আনি ও তজ্জন্য কত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে থাকি। হে পুত্র! বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করে, মোটা ধুতি চাদর পরিধান করে, তাহারও শরীর রক্ষা ও লজ্জা নিবারণ হইতেছে; আর যে ব্যক্তি প্রত্যহ পোলাও, কোপ্তা প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য দ্রব্যাদি আহার করে ও বহুমূল্যের বস্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহারও জীবন রক্ষা হইতেছে; একটা আম্রকাষ্ঠের সিন্দুকে আপনার দ্রব্যসামগ্রী রাখিলেও চলে, আর একটী মেহগ্নি কাষ্ঠের বিলাতি বার্ণিস করা বহুমূল্যের আল্মারীতেও সেই কার্য্য হয়। তবে ইহাও বলিতেছি যে, আপন অবস্থা ও মান মর্য্যাদানুরূপ দ্রব্যসামগ্রীরও প্রয়োজন আছে; তাহাতে আবার যিনি কৃপণতা করেন, তাহাকে সমাজে নিন্দনীয় ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

হে পুত্র! বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন ব্যক্তির মাসিক ত্রিশ টাকা আয়, তিনি সেই উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পক্ষান্তরে কোন বিলাসী লোকের মাসিক দেড় হাজার টাকা আয় তথাচ তাহার সাংসারিক ব্যয়ের সঙ্কুলান হয় না ও দশ বার বৎসরের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কষ্টভোগ করেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল সেই বাবুটি মনঃকল্পিত অভাব পূরণের অনর্থক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন এই মাত্র। হে পুত্র! কেবল আপনার প্রকৃত অভাব না বুঝিয়া ব্যয় করিলেই প্রকৃত অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। বোধ কর, কোন এক জন যুবক যদি কেবল এক অহঙ্কার ও বড়মানুষির অনুরোধে অতি উচ্চ মূল্যের পরিচ্ছদ, বহুমূল্যের দর্পণ, বহু মূল্যের আসবাবাদি অভাব বোধে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রয় করেন, কিম্বা কোন সুন্দরী কামিনীকে দর্শন করিয়া তাহাকে লাভ করিবার ও তাহার তুষ্টিবর্দ্ধনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন, তাহা হইলে এরূপ ব্যয়কে প্রকৃত অভাব-জনিত ব্যয় কহিব? না, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক একটি মনঃকল্পিত অভাব ঘটনা করিয়া আপন সর্ব্বনাশের জন্য ব্যয় করিতে বসিয়াছেন বলিব, হে পুত্র! এই সকল বিলাসের অভাব ইহা প্রকৃত অভাবই নহে, কদাচ এই সকল অভাবজ্ঞান যেন মনে স্থান না পায়; এই সকল অলীক অভাব মনে আনিয়া কতশত লোক দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে। হে পুত্র! দৃষ্টি মনোহর দ্রব্য দর্শনে তল্লাভের জন্য একেবারে ব্যগ্র হইয়া পড়িও না। যেরূপ

উজ্জ্বল দীপ দর্শনে পতঙ্গেরা আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করে, সেই-রূপ নরনারীরা দৃষ্টি-মনোহর দ্রব্যের লোভে আপনাদিগের বহু কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ বিনাশ করে। মনুষ্যের তৃষ্ণা অতি প্রবল ও কষ্টদায়ক। যখন কোন সুন্দর বস্তুর প্রতি লোভ পড়ে তখন সেই চিন্তায় মনকে আবৃত করিয়া রাখে, স্বার্থের দিকে বা অর্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, যতক্ষণ আশা ফলবতী না হয় ততক্ষণ ভয়ানক মনঃকষ্ট হইতে থাকে; কিন্তু আশা ফলবতী হইলে আর সেরূপ মনের ভাব থাকে না, অতি সত্বরই সে আনন্দ বিলুপ্ত হয়।

হে পুত্র! আহারাদির সামগ্রী কখন অধিক ঘৃত ও মস্‌লাযুক্ত করিয়া খাইও না। ঐ সকল দ্রব্য মুখপ্রিয় হয় বটে, কিন্তু উদরপ্রিয় নহে। যে সকল দ্রব্য পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র পরিপাক হয়, এরূপ দ্রব্য পরিমিতরূপে আহার করিবে। আহার বিষয়ে কৃপণতা করিও না, ক্ষুৎপিপাসা ও স্বভাবের বেগ ধারণ করিয়া অর্থ বাঁচাইতে যাইও না। আলস্য বশতঃ বা স্বভাবের বেগ ধারণ করিয়া অর্থ বাঁচাইতে গেলে পরে যে অর্থদণ্ড হয় তাহা জ্ঞানী লোকেরাই বুঝিতে পারেন, কেহ কেহ সামান্য রাজকর দিতে কাতর হন, কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া তাহা অপেক্ষা যে কত অধিক অর্থ ব্যয় করেন তাহা ভাবিয়া দেখেন না। হে পুত্র! যে ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত হইয়া আপনার বিষয় বিভবের উপর নেত্র-পাত করে না তাহার ন্যায় অপরিমিতব্যয়ী আর কে আছে? যেখানে অর্থের সহিত সংস্রবমাত্র আছে সেখানে আপনার চক্ষু না রাখিলে ক্ষতি হইবেই হইবে, সে ক্ষতি কেবল অর্থ

সম্বন্ধে নহে সময়ে সময়ে ধন, মান ও প্রাণ পর্য্যন্তও হানি করে। সমস্ত বিষয়কার্য্যের ভার কর্ম্মচারির উপর অর্পণ করিয়া ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত থাকিলে কর্ম্মচারিরা আস্কারা পাইয়া অলস, অকর্ম্মণ্য, বিলাসী ও চোর হইয়া উঠে, তাহারাই আপন স্বার্থের জন্য কোন কোন সময়ে প্রভুর সর্ব্বনাশ পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। হে পুত্র! কখনও অসৎ লোকের সহিত সংস্রব রাখিও না, তাহা হইলে তাহাদিগের সংসর্গে তোমারও প্রকৃতি অসৎ হইয়া যাইবে। যদি বল, আপনি সাবধানে থাকিলে কে কি করিতে পারে? কিন্তু সে কথা কখন মনে স্থান দিও না, কারণ বিবেচনা করিয়া দেখ, কেহ যদি কালি মাখান ঘরে অতি সাবধানের সহিত ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায় তাহা হইলে, তাহার শুভ্র বসনের কোন না কোন স্থলে কালি লাগিবেই লাগিবে। অধিকন্তু দেখ, এক সের স্বর্ণের সহিত যদি এক সের লৌহ কিছু দিবস রাখা যায় তাহা হইলে সে স্বর্ণের বর্ণ অবশ্যই বিকৃতভাব ধারণ করিবে। এক মণ খাঁটি দুগ্ধে এক ফোটা গো-চনা পড়িলেও সমুদায় দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। নিশ্চয় জানিবে যে অসৎ লোকেরা তোমাকে সৎ ও প্রকৃত কার্য্য করিতে না দিয়া অসৎ ও বৃথা কার্য্যে কালহরণ করাইতে থাকিবে। হে পুত্র! মাদকদ্রব্য সেবন করিবে না, মাদক সেবনে অতি অল্পকাল চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মায় মাত্র। কিন্তু মাদক সেবনে শরীরের রক্ত সকল উষ্ণ হইয়া বেগে সঞ্চালিত হইতে থাকে ও সেই সঞ্চালনে শরীরের শিরা সকল শিথিল হইয়া পড়ে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ যে, মাতাল

দিগের হস্ত কাঁপিতে ও পা টলিতে থাকে। মাদকদ্রব্য সেবনে শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধদিকে ধাবিত হয় ও মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণে রক্ত উঠিয়া বুদ্ধির ভ্রম করে ও অতি অল্পকালের মধ্যে শিররোগ জন্মে। সুরাপায়িদিগের পরিপাক-শক্তি ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায় ও শরীর নানা রোগের আধার হইয়া উঠে। যে ক্ষণিক স্ফূর্ত্তির জন্য এতগুলি আপনার অনিষ্ট ঘটাইতে কিছুমাত্র ভয় করে না, তাহার ন্যায় মহামূর্খ আর কে আছে? হে পুত্র! অধিক কাল নিদ্রা যাইবে না; কোন কোন ব্যক্তি অধিক কাল নিদ্রা যাইতে ভালবাসে কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, যে সময় তাহারা নিদ্রায় হরণ করে সে সময়ে যদি পরিশ্রম করিত তাহা হইলে তাহাদিগের কত উপার্জ্জন হইতে পারিত। শরীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছয় ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেই যথেষ্ঠ হয়; অনিয়মিত নিদ্রা বা অল্প নিদ্রা গেলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে, তখন অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট সহ্য অবারণীয় হইয়া পড়ে। হে পুত্র! এক বিষয়ে অধিকক্ষণ আকৃষ্ট থাকিও না; যে এক বিষয়ে অধিক আকৃষ্ট থাকে তাহার অন্য বিষয়ে হঠাৎ মনোনিবেশ করা ভার হইয়া পড়ে; এই জন্য নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন, সৎকার্য্যেও নিয়মের অধীন হইয়া থাকিবে। হে পুত্র! আমোদ, আহ্লাদ প্রভৃতি কার্য্যে অতি অল্পমাত্র সময় ব্যয় করিবে ও সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ পরিবর্ত্তন করিবে; যে সর্ব্বদা একরূপ আমোদ আহ্লাদে কালহরণ করে সে হঠাৎ সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না।

হে পুত্র! হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ করিবে। পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসানলে দগ্ধ হইও না বরং আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে প্রয়াস পাইও, কিন্তু পরের সর্ব্বনাশ ইচ্ছা করিও না। পরের বেশভূষা দর্শনে আপনার বেশভূষার তারতম্য বিবেচনা করিয়া ক্ষুণ্ণ ও অস্থির হইও না। হে পুত্র! বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একেবারে নামলব্ধ হইবার চেষ্টা দেখিও না। একেবারে নাম বাহির করা যুক্তিযুক্ত নহে; বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আপনাপন সঞ্চিত অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপন মান মর্য্যাদা ও নাম লব্ধ হইবার চেষ্টা দেখেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী ফক্স এবং পিট পুনঃ পুনঃ "লর্ড" উপাধি ধারণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আমরা যতদূর রাজার ও প্রজার নিকট সম্মানিত হইয়াছি, আমাদের ধন ততদূর নাই, সুতরাং উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিলে, তাহার গৌরব রক্ষা করা ভার হইয়া পড়িবে। যদি পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আর মনঃকষ্টের ও নিন্দার অবধি থাকিবে না। নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, আগে দুঃখ, শেষে সুখ ভাল; কিন্তু সাধারণ লোকে আপন বুদ্ধির দোষে প্রথমেই বাহ্যিক সুখের শেষ করিয়া তুলে, অবশেষে নানা কষ্টভোগ করিয়া জীবন-যাত্রা শেষ করিয়া থাকে। হে পুত্র! সেইজন্য পুনর্ব্বার বলিতেছি, অগ্রে নাম বাহির করিবার চেষ্টা দেখিও না, ক্ষমতা বুঝিয়া নাম লব্ধ হইবার চেষ্টা দেখিবে, যতক্ষণ নাম লব্ধ হও নাই ততক্ষণ কেহই তোমাকে আক্রমণ

করিলে না। কেবল নামের জন্য কত শত লোক একেবারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন।

। হে পুত্র! যে পাঁচজনের কার্য্য একজনের দ্বারা করাইবার চেষ্টা পায় তাহার প্রকৃত কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। যে অল্প বেতনে বিষয়-কার্য্যের উপযুক্ত লোকের অন্বেষণ করে তাহার কখন প্রকৃত উপযুক্ত লোক মিলে না; সে অর্থ অনর্থক নষ্ট হয় বরং তাহা দ্বারাই বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যে অল্পমূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হয়, আপাততঃ অর্থ বাঁচিল বোধ হয় বটে, কিন্তু সে দ্রব্য শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে অধিক দিন চলে। হে পুত্র! ব্যবসাকার্য্যে কখনও মূর্খ ও লোভী লোক নিযুক্ত করিও না, তাহা হইলে পদে পদে অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। জানিও যে, যে ধনস্বত্বেও উত্তমর্ণগণকে কষ্ট দেয় সে ধনের ভবিষ্যৎ পথে কণ্টক বিস্তার করিয়া রাখে। যে ঋণভয়ে ভীত নহে তাহার সুপ্রতুল কোন কালেই ঘটে না। হে পুত্র! অলস ব্যক্তি ধনসঞ্চয় করিতে পারে না, যে স্বহস্তে ও স্বচক্ষে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না পারে তাহার ভাণ্ডারে আশানুরূপ ধন সঞ্চয় হয় না। অত্যন্ত ক্রোধী ব্যক্তির কেহ মিত্র হয় না। হে পুত্র! সকলের সহিত মিষ্ট কথা কহিবে; সকলকে বিনয় ও মিষ্টবাক্যে বাধ্য করিয়া রাখিবে, গুরুজনের মান রাখিয়া কথা কহিবে। অধীনস্থ লোক সকলকে সমভাবে দৃষ্টি করিবে, অকারণ কাহার প্রতি নিগ্রহ ও কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করা উচিত নহে। কেবল আপনার

কার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলে না, অধীনস্থ লোকেরও ইষ্ট, অনিষ্টের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা জানিয়া সেইরূপ করিবে।

হে পুত্র! সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে। আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল সঞ্চয় করিয়া রাখিবে ও সেই সকল দ্রব্যের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিবে। যত দিবস এক একটী করিয়া দুয়ানি, পূর্ব্ব কথিত সিন্দুকে ফেলিতে পারিবে, তত দিন তোমার অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে জানিবে, যদি কখন তাহা করিতে না পার তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বকীয় নগর পরিত্যাগ করিয়া কোন পল্লীগ্রামে গিয়া স্বল্প ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; বরং এক দিবস উপবাস করিবে তথাচ ঋণগ্রস্ত হইয়া উদরপূর্ণ করিতে যাইবে না। হে পুত্র! অধীনস্থ লোকেরা তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট আছে কি না তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবে; যদ্যপি তাহারা ভয় ও ভক্তি দুইই করে তাহা হইলে জানিবে যে তোমার কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে, ভয় ও ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া সামান্য যত্নে ও সামান্য চেষ্টায় হয় না।

হে পুত্র! এই সংসারে লোক যে কোন কার্য্য করিতেছে তাহা সমস্তই সুখের জন্য; কিন্তু প্রকৃত সুখ যে কি তাহা কেহই বুঝিয়া দেখিতেছেন না। কেহ ব্যবসা দ্বারা কেহ পৈত্রিক সম্পত্তির দ্বারা, কেহ রাজসেবা দ্বারা কেহ বা প্রতারণা, চৌর্য্য প্রভৃতি অসৎবৃত্তি দ্বারা ধনসঞ্চয় পূর্ব্বক আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে ব্যয় করিয়া সুখী হইব মনে করিতেছে, কিন্তু আবার অনেকেই অতি লোভের

বশবর্ত্তী হইয়া সুখের বিনিময়ে কষ্টভোগ করিতেছে। অনেকেই কেবল জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী অর্থ পাইয়া সন্তুষ্ট নহে, ভোগাভিলাষের জন্য ব্যতিব্যস্ত; ভোগাভিলাষে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ উপার্জ্জনে অসৎ পথের পথিক হইয়া কষ্ট পায়। যাহার সঞ্চিতার্থ আছে, সে অকারণ নষ্ট করিয়া ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে থাকে। সেই জন্য জ্ঞানবান্ লোকের উচিত যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহাদিগের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য প্রকৃত প্রয়োজন কি, এবং সেই প্রয়োজনমত আয়েরই বা আকর-স্থান কোথায়, প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, সভ্যতার অনুরোধে, বিলাসের অনুরোধে, তাঁহারা কতদূর অসুখ বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছেন, ও তাঁহারা কি ভাবে ইহসংসারে চলিলে প্রকৃত সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। হে পুত্র! যদি মনের সন্তোষের নাম সুখ হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনে সন্তোষ কোথায়? কারণ, মনুষ্যের মনে নানারূপ ইচ্ছা বলবতী, ও সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে। অধিকন্তু, এক্ষণে কেহ বা পরের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া বিজাতীয় হিংসানলে দগ্ধ হইতেছেন। বিলাসিগণের ভোগাভিলাষ কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে; পরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহাদিগের ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, বিলাস চরিতার্থ করণ জন্য জ্ঞানশূন্য হইয়া বিবিধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে। কেহ বা দুষ্কর্ম্ম করিয়া দণ্ড পাইয়া মর্ম্মান্তিক কষ্টভোগ করিতেছে। কেহ বা পরনারী দর্শনে, তাহার প্রাপ্তিরূপ তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। কেহ বা বিপুল

ধনের অধিপতি হইয়াও আরও ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত মূলধনকে সহায় করিয়া বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মূলধন পর্য্যন্ত হারাইতেছেন। কেহ বা জেদ্ বজায় করিবার জন্য মামলা মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছেন।

হে পুত্র! বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, যে দেশের লোকের যেরূপ আহার ও পরিধেয়ের প্রয়োজন, স্বভাব সেই দেশকে সেইরূপ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এসিয়া খণ্ডে অপর্য্যাপ্ত ফল জন্মে, যেহেতু এ মহাদেশের মনুষ্যের শরীর ইউরোপবাসীদিগের ন্যায় নহে। এসিয়া খণ্ডের লোকদিগের শরীর উদ্ভিদ্ ভোগে সুস্থ থাকে; কিন্তু এখানকার লোক যদি তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ইউরোপবাসীদিগের আহারাদির অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে রুগ্ন ও হীনবীর্য্য হইতেই হইবে। স্বভাব, যেখানে যে বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন, সেখানে তাহাই দিয়াছেন; তুমিও স্বভাবানুসারে যেখানে যে বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন, তদনুযায়ী যে বস্তু প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা উচিত, তাহা করিতে শিক্ষা কর। স্বভাব যখন প্রয়োজনাতীত দান করেন না, তখন তুমিও প্রয়োজনাতীত ব্যয় করিও না। দেখ, আফ্রিকা খণ্ডের অধিকাংশই মরুভূমি, এইজন্য সেখানে প্রায় বৃষ্টি হয় না ও জলাশয় প্রায় নাই। কারণ, মরুভূমিতে জল ঢালিলে কোন ফল হয় না। হে পুত্র! তুমিও এই স্বভাব দৃষ্টি করিয়া মরুভূমিতে বারি বর্ষণ করিও না। যাহাতে ভাবী সুফলের আশা আছে, সেইখানে অর্থ প্রয়োগ করিবে, যাহা

দ্বারা অদ্যই হউক বা ভবিষ্যতেই হউক বিশিষ্ট উপকারের নিশ্চিত সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। পাঠকগণ! শ্রীদাম ঘোষের জননী যেমন আপন পুত্রকে সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন, সেইরূপ সকল গৃহস্থের আপনাপন সন্তানসন্ততিগণকে সংসার সম্বন্ধে ও আপনাপন অবস্থানুরূপ ভোগবিলাসে সন্তুষ্ট থাকিতে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। সংসারের যেমন বিষয় কার্য্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত, সেইরূপ আপনাপন সন্তানগণের শিক্ষা ও উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য।

পাঠকগণ! পূর্ব্বে যে সকল বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন বাটীর কর্ত্তাকে সংসারের কোন্ দিকে কি হইতেছে, পরিবারবর্গ সর্ব্বতোভাবে সুখী আছে কি না, তিনি উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্যান্য পরিজনের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়ান কি না, পরিবারের মধ্যে কোন স্থানে বিরোধের বীজ বপন হইতেছে কি না, এইরূপ সংসারের অনেক কার্য্যে সকল সময়ে সকল দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। বিশেষতঃ একান্নবর্ত্তী বহুপরিবারের কর্ত্তা বিলক্ষণ বিচক্ষণ লোক হইলেও যদি একটি সামান্য বিষয়ে দৃষ্টির ন্যূনতা ঘটে, তাহা হইলে হয়ত সেই সূত্রে একটি বিষম ব্যাপার ঘটিয়া উঠে। সেই জন্য এই স্থলে একটি একান্নবর্ত্তী বহুপরিবারের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইল। পূর্ব্বস্থলীর রায় মহাশয়েরা বহুকালাবধি একান্নবর্ত্তী থাকিয়া পরম সুখে দিনপাত করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যোদয়াবধি রজনী দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত রায় পরিবারেরা নিম্নলিখিত প্রণালীতে দিনপাত করিতেন।

প্রত্যুষে পাঁচ হইতে তদূর্দ্ধ বয়সের পরিবারবর্গ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিত। এদিকে ভাণ্ডারী ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া বসিতেন। প্রথমতঃ বালক ও বালিকাগণ একে একে ভাণ্ডারীর নিকট হইতে মুড়িমুড়কি লইয়া আসিতে আরম্ভ করিত। বাটীর বালক গুলি জলপান লইয়া ক্রমে ক্রমে বাটীর পার্শ্বস্থ পাঠশালে যাইয়া উপস্থিত হইত; কন্যাগুলি কেহ ছাদে কেহ বা পূজার দালানে বসিয়া জলপান করিত। এ দিকে ভাণ্ডারী উহাদিগকে বিদায় করিয়া গোয়ালা দুগ্ধ দিয়া গেলে সেই দুগ্ধ প্রত্যেক শিশু সন্তানের ঘরে এক সের হিসাবে বণ্টন করিয়া দিয়া আসিতেন; তৎপরে পাকশাকের আয়োজন করিয়া দিতেন। দিবা অষ্ট ঘটিকার সময় পাচক বিপ্র আসিয়া স্কুলের বালকগণের জন্য বেলা দশ ঘটিকার মধ্যে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ফেলিত, বালকেরা আহার করিয়া স্কুলে যাইত। বালক বালিকাদিগের আহারাদির পর উন্নত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষগণের জন্য রন্ধনশালা এক প্রকার যজ্ঞশালা হইয়া উঠিত। দুই তিন জন পাচক ব্রাহ্মণ রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইত, তিন চারি জন দাস দাসী সমস্ত আয়োজন করিয়া দিত। এ দিকে এই প্রকারে রন্ধনকার্য্য চলিতে থাকুক, অন্য দিকে বহির্ব্বাটী হইতে কিঙ্করেরা আসিয়া ভাণ্ডারীর নিকট হইতে বাবুদিগের স্নানের জন্য তৈল লইয়া গমন করিত, স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং বা দাসীদিগের দ্বারা স্নানের জন্য তৈল আনাইতেন। তাহার পর ভাণ্ডারী একটী প্রকাণ্ড খোরায় দশ বার সের সুজি, চার পাঁচ সের দুগ্ধ, তিন চারি সের চিনি, ও দুই কুড়ি পাকা কলা ফেলিয়া

সত্যনারায়ণের কাঁচা সিন্নির ন্যায়, জলযোগের জন্য এক অপূর্ব্ব দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহার এক একটি ডেলা ও এক একটি সন্দেশ, এক এক চির কদলীপত্রে সাজাইয়া দিতে থাকিতেন, স্ত্রীপুরুষেরা স্নানান্তে তাহাই জলযোগ করিতেন। জলযোগের দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই মধ্যাহ্নের উপযোগী দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইল, ও অন্নব্যঞ্জন পাতে পাতে পরিবেশন করা হইলে বহির্ব্বাটীতে সংবাদ আসিল যে, অন্ন পরিবেশন করা হইয়াছে, তৎশ্রবণে বাবুরা ক্রমে ক্রমে অন্দরমহলের প্রকাণ্ড দালানে যাইয়া কাষ্ঠাসন গ্রহণ করত একে একে উপবিষ্ট হইতেন। পূর্ব্ব হইতেই কদলীপত্রে অন্ন ও শাকাদি পরিবেশন হইয়াছিল, তাহার পর দুই জন পাচকব্রাহ্মণ ডাল, চড়চড়ি, এক একখানি ভর্জ্জিত মৎস্য, মৎস্যের যুস, ও অম্ল পর্য্যায়ক্রমে পরিবেশন করিয়া গেল। দিবসে অন্নের সহিত দুগ্ধ সেবনের নিয়ম ছিল না, তবে কেহ ইচ্ছা করিলে একটু একটু দধি পাইতেন। বাবুদিগের আহারের পর স্ত্রীলোকেরা বাসন হস্তে আসিয়া আপনাদিগের আহারোপযোগী অন্ন-ব্যঞ্জন বাড়িয়া লইয়া আপনাপন গৃহে যাইয়া আহারাদি করিতে থাকেন। এ দিকে অন্য একটী রন্ধনশালায় বিধবা-দিগের জন্য সিদ্ধপক্ক প্রস্তুত হইত, বিধবারা সেই গৃহে যাইয়া আহারাদি করিলেন। দিবা তৃতীয় প্রহরে দাস দাসী-গণ রন্ধনশালার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কাঙ্গালিভোজনের ন্যায় আহার করিতে উপবিষ্ট হইত; সকলেই প্রচুর পরিমাণে অন্ন প্রাপ্ত হইত, কিন্তু ব্যঞ্জনের সময় মহা কোলাহল উপস্থিত হইয়া পড়িত। কেহ ডাল পাইল ত মাছ পাইল না, কেহ

মাছ পাইল ত ভাজা পাইল না, কেহ বা শুধু অন্ন লইয়া বসিয়া থাকিত, কোন কোন দাসী কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে গালি বর্ষণ করিতে করিতে প্রস্থান করিত। এইরূপে প্রত্যহ দিবসীয় কার্য্য সমাধা হইয়া যাইত। রজনীতে যে সকল বাবু অন্ন খাইতেন, তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীরা রজনী অষ্ট ঘটিকার মধ্যেই রন্ধনশালা হইতে অন্নব্যঞ্জন বাড়িয়া লইয়া আপনাপন ঘরে রাখিয়া দিতেন, যাঁহারা অন্ন খাইতেন না, তাঁহাদিগের কাহারও বা এক পোয়া কাহারও বা দেড় পোয়া করিয়া ময়দা বরাদ্দ ছিল। দুই জন পাচক ব্রাহ্মণ বাবুদিগের জন্য রুটি তরকারী প্রস্তুত করিয়া ফেলিত। ঠাকুরাণীরা আসিয়া আপনাপন স্বামীর জন্য রুটি তরকারী ও অর্দ্ধ সের দুগ্ধ আপনাপন গৃহে লইয়া রাখিয়া দিতেন। স্ত্রীলোক মাত্রেই দেড় পোয়া করিয়া দুগ্ধ পাইতেন। পান তামাকের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। দুই মাস অন্তর নরনারীগণ সকলেই এক এক যোড়া আট পৌরে কাপড় পাইতেন। পূজার সময় স্ত্রীলোক মাত্রেই অধিক মূল্যের বসন পাইতেন, আভরণ সকলেরই মাঝামাঝি রকমের এক এক স্থট ছিল। ভাঙ্গিয়া গেলে কর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দিলে কর্ত্তা পুনরায় নূতন প্রস্তুত করাইয়া দিতেন। ছেলের বিবাহে সহস্র মুদ্রা ও মেয়ের বিবাহে দেড় সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবার বরাদ্দ ছিল। দুই জন কবিরাজ ও এক জন ডাক্তার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত ছিল। এইরূপ সুনিয়মে রায় পরিবারগণ দীর্ঘকাল একান্নবর্ত্তী থাকিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে সংক্রামক রোগের ন্যায় পাশ্চাত্য-সভ্যতা ধীরে ধীরে চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। রায়পরিবারের মধ্যে কতিপয় যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা দুই জন বি, এ, হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা মুন্‌সেফী পদ প্রাপ্ত হইলেন। অপর দুই জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটি ও এক জন ওকালতি করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ! মহাভারতে পাঠ করিয়াছেন, কি প্রকারে যদুকুল ধ্বংস হইয়াছিল? পুরাণে কথিত আছে, ছাপ্পান্নকোটি যদুবংশ একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিলেন। এত অধিক নরনারীর একত্র মিলন যদি সম্ভবপর বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদুবংশীয়েরা তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত একান্নভুক্ত পরিবার ছিলেন। রামকৃষ্ণ দুই সহোদর তাঁহাদিগকে শাসনপালন করিতেন। বহু পরিবার একত্রীভূত হইলেই বাদবিসম্বাদ ও কলহ কিচ্‌কিচি আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই বহু পরিবারের মধ্যে দুই চারিটী কুলাঙ্গার জন্মিলেই অচিরাৎ সে কুল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। রায়পরিবারেরও কালে তাহাই ঘটিয়াছিল।

রায়পরিবারের মধ্যে যে কয়েকজন যুবা উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহারা ছুটীতে বাটী আসিলে সরকারী গোলামঘণ্ট দিয়া ভাত খাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া পড়িতেন। স্বামীদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীরা এই ধূয়া তুলিলেন যে, আর কত কাল আমরা এরূপ কষ্ট পাইয়া দিনপাত করিব? দুপুর বেলা

চারিটী শুষ্ক অন্ন, রজনীতে খান কতক খাপ্‌রার মত রুটি খাইতে পাই; এতদ্ভিন্ন সংসারের নানা ভোগ আমরা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। আমাদের অপেক্ষা গোপাঙ্গনারা পরম সুখে দিনপাত করে; তাহারা ইচ্ছামত নানা সামগ্রী ক্রয় করিয়া খায়। দ্বাদশ বৎসরের অধিক কাল হইল, এই সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, এই ব্যাপককালের মধ্যে একটী দিনের জন্যও উষ্ণান্ন ভোজন করিতে পাই নাই। উপার্জ্জন-ক্ষম পতির পত্নী এইরূপ ধূয়া তুলিয়া আপনাপন পতির নিকট মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপাল-কৃষ্ণ বাবু যিনি ছয় সাত বৎসর সমূহ সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া প্রথম শ্রেণীর মুন্‌সেফ হইয়াছিলেন, মাসিক বেতন চারি শত টাকা হইয়াছিল; তিনি শরীরের অসুস্থতা বশতঃ দুই মাসের জন্য ছুটী লইয়া বাটী আসিয়াছিলেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া চিকিৎসক বৈদ্যেরা তাঁহাকে মাগুর মৎস্যের যুস, দাদখানি তণ্ডুলের উষ্ণ অন্ন প্রভৃতি নানা প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; কিন্তু বৃহৎ গৃহস্থের গৃহে বাবুর সমুদয় ঔষধ পথ্য সুচারুরূপে প্রস্তুত হইয়া উঠিল না। গোপাল-কৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী সেই সুযোগ পাইয়া নিত্য রজনীতে সংসারভাঙ্গা মূলমন্ত্র পতির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। গোপাল বাবুর স্ত্রী বলিলেন, তুমি চাকরীস্থান হইতে বাটী আসিলে কেন? এ পোড়া সংসারে থাকিলে কি তোমার রোগ আরোগ্য হইবে? যদি আমার কথা শুন তাহা হইলে ছুটী থাকিতে থাকিতেই আমাকে লইয়া কর্ম্মস্থানে চল; সেখানে রীতিমত ঔষধ-পথ্য অনায়াসে প্রস্তুত হইবে,

কবিরাজ যেরূপ বলিবেন অমি তাহাই রীতিমত প্রস্তুত করিয়া দিব। আর অধিক বলার প্রয়োজন কি, কবিরাজ মহাশয় মাগুর মাছের ঝোল খাইতে বলিয়া গিয়াছেন, চার দিনের মধ্যে এ সংসারে একটা মাগুর মাছ জুটিল না; চল, চল, হরিণবাড়ী পরিত্যাগ করে দুহাত তফাতে গিয়ে থাকি। তুমি ত মাসে চার শ টাকা রোজগার কর, আমাদের ভাবনা কি? তুমি আমি আর ছেলেটী, এই ত আমাদের পরিবার, মাসে পঞ্চাশ টাকা খরচ কল্লে রাজার হালে চলিবে। পৈত্রিক বিষয় কপালে থাকে পাবে, না হয় না পাবে, প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে কলম খুঁটে কত টাকা রোজগার করে ফেল্‌বে। তুমি ত আর কৃষ্ণধন ঠাকুর পো নও, যে ডাঁটা চড়চড়ি ভাত খেয়ে সমস্ত দিন তাস পাশা খেলে বেড়াবে। গৃহিণীর এইরূপ মূলমন্ত্র নিত্য নিত্য শুনিয়া গোপাল বাবুর সংসারের উপর মন ভাঙ্গিয়া গেল, গৃহিণীর কথাই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু দুই মাসের ছুটী লইয়া অষ্টাহ মাত্র বাটী আসিয়াছেন, ইতিমধ্যেই কি বলিয়া কর্ম্মস্থানে যাইবেন; বাটীর কর্ত্তা খুল্লতাত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি বলিবেন এইরূপ নানা চিন্তায় আরও অষ্টাহ কাল কাটিয়া গেল। এক পক্ষের পর গোপাল বাবু সাহস করিয়া খুল্লতাতকে বলিলেন, আমি আর দুই চারি দিবসের মধ্যেই কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইব, এ বৃহৎ সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমার পীড়ার উপযুক্ত পথ্য সংগ্রহ হওয়া ভার হইবে। এই কথা শুনিয়া কর্ত্তা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, যখন মুন্‌সেফ হইয়া বিদেশে

বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছ, তখনই জানিতে পারিয়াছি, যে, এ সংসার আর দীর্ঘকাল পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে চলিবে না। আচ্ছা, যদি বাটীতে থাকিলে কষ্টবোধ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মস্থানে যাইতে পার। তবে আমি এই মাত্র নিষেধ করি যে, পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইও না, আমাদের বংশে কখন কেহ বিদেশে পরিবার লইয়া যায় নাই। গোপাল বাবু সে দিবস আর কোন কথা না কহিয়া আপনার বসিবার ঘরে চলিয়া গেলেন। রায় বাবুদিগের মধ্যে যে বাবুটী বর্দ্ধমান জেলায় ওকালতি করিতেন, তিনি সে দিবস বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই খুল্লতাত মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলেন। খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া কহিলেন বোস, বোস, তোমার সহিত আমার গোটাকতক কথা আছে। তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, ক্রমান্বয়ে আমরা সপ্তম পুরুষ এক নিয়মে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি আমাদের মধ্যে কেহ কখন পরের দাসত্ব করে নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে বিপুল বিত্ত বৈভব রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই উপস্বত্বে এই ব্যাপক কাল সমভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। রায় পরিবার কখনও কাহারও নিকট এক কপর্দ্দক ঋণী নহে। সংসারের মধ্যে কখন কলহ কিচকিচি উপস্থিত হয় নাই। বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনিই কর্ত্তৃত্বভার লইয়া সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। তোমার পিতার মৃত্যুর পর আমি কর্ত্তৃত্বভার লইয়া দীর্ঘ কাল রীতিমত তোমাদিগের সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলাম। আমার কর্ত্তৃত্বাধীন

তোমরা সুখে আছ কি না, তাহা আমি কি করিয়া বলিব, তবে তোমাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি। আমি নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আর বিষয়-কার্য্য ভাল লাগে না; মনে মনে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল কাশী যাইয়া বাস করি। তুমি রায় বংশের তিলক; আমার মৃত্যুর পর পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিধান-মুসারে তুমিই কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইবে। আমি যখন নিতান্ত বুঝিতে পারিয়াছি যে, আর অধিককাল বাঁচিব না, তখন আমার জীবদ্দশাতেই তোমার উপর কর্ত্তৃত্বভার দিয়া কাশী-বাস করি, আমার এ অনুরোধ তোমাকে অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে, আর আমাকে সংসাররূপ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।

খুল্লতাতের এরূপ হঠাৎ সংসারের প্রতি বিরাগ ভাব দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক বিনোদ বাবু কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা কোন অংশেই অসঙ্গত নহে; তবে এই বৃহৎ সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে আপাততঃ আমি নিতান্ত অক্ষম। আপনি যে প্রস্তাব উপস্থিত করি-য়াছেন, আপাততঃ ইহার সদুত্তর আমি কিছুই দিতে পারিব না; তবে দুই তিন মাস পরে পূজার সময় যিনি যেখানে আছেন, সকলেই বাটী আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আপনি সর্ব্বজন সমক্ষে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কাহার কি অভিপ্রায় তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার প্রতি কর্ত্তৃত্বভার দিতে সকলের মনোগত অভিপ্রায় আছে কি না আমিও সেই সময়ে তাহা অনায়াসে বুঝিয়া

লইতে পারিব। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বিনোদ বাবু কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন; রজনীতে গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে বিমর্ষভাবাপন্ন দেখিয়া বিনোদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অসুখের কি কিছুমাত্র উপশম হয় নাই? গোপাল বাবু কিঞ্চিৎ উন্নতস্বরে বলিলেন, উপশম হওয়া দূরে থাকুক, আরও দশগুণ বেড়ে উঠেছে। কবিরাজ মহাশয় মাগুর মাছের ঝোল খেতে বলেছেন, আজ দশ দিন হইল একটা মাগুর মাছ সংগ্রহ কত্তে পাল্লুম না! এ সংসারে থাক্‌লে কি আর প্রাণ বাঁচ্‌বে? আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি দুই চারি দিনের মধ্যে পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইব, নিজ বাটী অপেক্ষা বাসাবাটী আমার পক্ষে শতগুণে উত্তম। বিনোদ বলিলেন, ওঃ! কর্ত্তা আমাকে দেখিয়া যে প্রকার বৈরাগ্যশতকের বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ এখন বুঝিতে পারিতেছি, এতকালের পর সংসার ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। গোপাল কহিলেন, এর আর ভাঙ্গাভাঙ্গি কি? লোকে জানে যে আমরা বড় মানুষ, কিন্তু বড় মানুষের ছেলেদের সুখ ত ধরে না। দুই বেলা দুই পাত্‌ড়া ভাত মুটে মজুররাও খাইয়া থাকে। তবে আমরা শুক্‌নো ভাত খাই, আর তারা গরম ভাত খায় এই মাত্র প্রভেদ। ভাই, তোমরা সুখের সংসারে থাকিয়া সুখ ভোগ কর, আমি মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহাই কার্য্যে পরিণত করিব, এবার ৺পূজার সময়ও বাটী আসিব না, এই কথা বলিয়া গোপাল বাবু নীরব হইলেন।

বিনোদ বাবু মনে মনে ভাবিলেন, গোপালের এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা আমার সাধ্য নহে, দেখি কত দূর যায়, তাহার পর নিজ পক্ষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিব।

এ দিকে কর্ত্তা বাবু কাশী যাওয়াই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, তবে বিনোদ বাবুর কথানুসারে ৺দেবী পূজা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্রমে দেবীপূজা আগত; যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই ক্রমে ক্রমে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহাসমারোহে দুর্গোৎসব শেষ হইল। ইহা বলা বাহুল্য যে, গোপাল বাবু বহুকাল পূর্ব্বে আপনার স্ত্রীপুত্র লইয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন; পূজার সময়েও বাটী আসেন নাই। এক দিবস কথা প্রসঙ্গে বিনোদ বাবু কর্ত্তাকে কহিলেন, মহাশয়! পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার সময় উপস্থিত; যদি আপনার কাশী গমন প্রস্তাব করিতে হয়, তাহার এই সময়; আজ কাল সকলেই বাটীতে আছেন। বিনোদ বাবুর এই কথা শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন, তবে বৈকালে সকলকে একত্রিত কর, আমার যাহা বক্তব্য আছে বলিব। আহারাদির পর দেবীপূজার দালানে সকলে আসিয়া সমবেত হইলেন, কাহারও মুখে বাক্য নাই, সকলেই নিঃশব্দে বসিয়াছেন। কর্ত্তাই প্রথমতঃ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি গোপালের বাটী পরিত্যাগ করার কারণ অবগত আছ? বিনোদ কহিলেন, আমি কতক কতক শুনিয়াছি। কর্ত্তা বলিলেন, যাহা শুনিয়াছ সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া বল, বিনোদ বলিলেন, আমাদিগের বৃহৎ সংসারের আহারাদির যেরূপ বন্দোবস্ত

আছে, গোপাল সেরূপ অশন বসনে পরিতৃপ্ত নহেন। তিনি এক্ষণে হাকিম হইয়াছেন; চারি শত টাকা বেতন পাইতেছেন, এইজন্য মোটা ভাত, মোটা কাপড় তিনি আর চক্ষে দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, তিনি বাটী পরিত্যাগ করিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, যদি কখন পৃথক্ হইতে পারি তবেই বাটি আসিব, নতুবা বিদেশ বাসই আমার শ্রেয়স্কর। বিনোদের কথা শুনিয়া আরও দুই তিন জন যুবক বলিলেন, গোপাল কি সাধে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, সে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য বাটী আসিয়াছিল, কিন্তু এক দিনের জন্য সময়ে সে ঔষধ ও পথ্য প্রাপ্ত হয় নাই। শুনিলাম কবিরাজ তাহাকে প্রত্যহ মাগুর মৎস্যের ঝোল খাইতে বলিয়াছিল, তা অষ্টাহের মধ্যে একটি মাগুর মৎস্য সংগ্রহ হয় নাই; আমরাও সকলে বাটী অপেক্ষা বিদেশে গিয়া ভাল থাকি। পূর্ব্বপুরুষেরা যেন ডাঁটা, চড়চড়ি ও ভাতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাই বলে কি এখনও আমরা সেই গোলাম ঘণ্ট দিয়া শুষ্ক অন্ন খাইব? তখনকার রুচি আর এখনকার রুচি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, আর কি পূর্ব্ব নিয়ম মত চলা যাইতে পারে। আরও দেখুন এই বৃহৎ পরিবার কি একান্নবর্ত্তী হইয়া আর থাকিতে পারে? আমাদের এই পরিবারগুলি যদি পৃথক্ হইয়া পড়ে ও স্বতন্ত্র হইয়া বসবাস করে, তাহা হইলে এই পরিবার লইয়াই একখানি মধ্যবিত্ত রকমের গ্রাম হইয়া পড়িবে।

এই সকল কথা শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন, কেমন বিনোদ শুনিলে ত; ভিতরে ভিতরে আগুন লাগিয়া গিয়াছে তাহা

আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। এত কালের পর রায় বংশের গৌরব-রবি অস্তাচল গত হইল, আর কি আমাকে মুহূর্ত্তকাল এ সংসারে থাকিতে বল? বিনোদ আর অধিক বাক্ বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আমার এই নাবালক পুত্রটিকে তুমি রক্ষণাবেক্ষণ করিও, আমি কল্যই কাশী যাত্রা করিব; আমার আমলে সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে, এ কলঙ্ক আমি আপনার শিরে বহন করিতে পারিব না। তোমাদের সকলের নিকটে আমার একটি মাত্র অনুরোধ এই যে, কল্যকার তারিখ হইতে আর এক বৎসর কাল তোমরা কষ্টেসৃষ্টে একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিও, তাহার পর যাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও। কর্ত্তা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বিনোদ বাবু তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি যেখানে যাইবেন আমিও সেইখানে যাইব, এ সংসারে আর থাকিতে চাহি না। আমার পিতাকে আমি চক্ষে দেখি নাই, আপনাকেই পিতা বলিয়া জানিতাম, আপনিই আমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়াছেন; এই বৃদ্ধাবস্থায় আপনাকে বিদায় দিয়া কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব? আপনি বিদেশে কোথায় যাইয়া থাকিবেন, কেই বা আপনার সেবা শুশ্রূষা করিবে? এই কথা বলিয়া বিনোদ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কর্ত্তা ও বিনোদের ভাব দেখিয়া অন্যান্য যুবকগণ আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বাটীর কর্ত্তা তৎপর দিবস কাশী যাত্রা করিলেন কাহারও বারণ শুনিলেন না। গমন-

কালে কর্ত্তা বিনোদের হস্তেই তহবিল তাগাদা চাবিপত্র দিয়া গিয়াছিলেন; সেই জন্যই বিনোদ বাটীর সমস্ত পরিবার-গণকে আপন বৈঠকখানায় ডাকাইয়া বিনীতভাবে বলিলেন, তোমরা কি সকলে আমার হস্তে কর্ত্তৃত্বভার রাখিতে সম্মত আছ? এই কথা শুনিয়া একজন বংশের অকাল কুষ্মাণ্ড হাস্য করিয়া বলিলেন হাঁ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের পর শল্যই রথী হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি প্রত্যূষে সেনানায়ক হইয়া দিবা দুই প্রহরের সময়ই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের হস্তে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তুমি যদি ভাই, রায় পরিবারের শাসন পালনকর্ত্তা, হও তাহা হইলে তোমার অদৃষ্টেও কি ঘটিবে বলিতে পারি না। এই জন্য বলিতেছি, আর কাহারও কর্ত্তৃত্বভার লইবার প্রয়োজন নাই; বিষয় বৈভব যাহা কিছু আছে, অংশমত সকলকে বণ্টন করিয়া দাও, তোমার মত লোক আর এ সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া বিনোদ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সংসারের আর কোন সংবাদই লইলেন না। পর দিবস প্রত্যূষে ভাণ্ডারী ব্রাহ্মণ পাচকবিপ্র ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আসিয়া বিনোদ বাবুকে বলিল মহাশয়? অদ্য কি হাঁড়ি চড়িবে না, ছেলেপিলেরা জলপান খাইতে পাইবে না, দুগ্ধপোষ্য শিশুরা কি দুগ্ধ পান করিতে পাইবে না? কর্ত্তা চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র গৃহ ত্যাগ করি-য়াছেন, ইতিমধ্যেই যে সংসার ছারখার হইবার উপক্রম হইল। বিনোদ বলিলেন, আমার কাছে কিছুই বলিও না। কর্ম্মচারিরা কহিল, তবে কাহার কাছে যাইব? বিনোদ বলিলেন তাহাও আমি বলিতে পারি না। এই কথা শুনিয়া

অন্যান্য যুবকেরা করতালি দিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, অদ্য রায় পরিবারগণ চিপিটকের ফলাহার করিবেন, দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানগুলি অদ্য জননীর স্তন্যপান করিয়াই কাটাইবে। এই কথা শুনিয়া কর্ম্মচারিগণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপন আপন স্থানে যাইয়া দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল; সেদিন অন্যান্য দিবসের ন্যায় হাটবাজার কিছুই আসিল না, ভাণ্ডার হইতে কোন দ্রব্যও বাহির হইল না, বাটীর স্ত্রীলোকেরা কেহ বা মুড়িমুড়্কি ভিজাইয়া খাইলেন, কেহ বা তিন খানা ইট দিয়া আপনার গৃহের সম্মুখে উনুন প্রস্তত করিয়া তাহাতেই চারিটি সিদ্ধপক্ক করিয়া স্বামীকে দিলেন ও আপনি খাইলেন। যাহাদিগের নিকটে পিত্রালয়, তাঁহারা ছেলেপিলে লইয়া পিতৃগৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলেন, তাহাদিগের স্বামীরাও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। বস্তুতঃ দুই চারি দিবসের মধ্যেই রায় পরিবারেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল, কেবল বিনোদ বাবু ও তাঁহার অনুগত দুই চারি জন যুবক গৃহে রহিলেন। বিনোদ বাবু মনে মনে ভাবিলেন, যাহারা শ্বশুরালয়ে যাইয়া বাস করিতে লাগিল, তাহাদিগের মনে মনে দুরভিসন্ধি আছে, ইহারা আমাকে হিসাবের দায়ে ফেলিবে। বাটীর অপরাপর কর্ম্মচারীরা বিনোদ বাবুকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি ভয় করিবেন না বা বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোন খানে যাইবেন না, রীতিমত বিষয় কার্য্য দেখা শুনা করুন, যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার পর পদে পদে ঠকিবেন। গমনকালে কর্ত্তা আপনার হাতেই চাবিপত্র দিয়া গিয়াছেন, তহবিল তাগাদাও আপ-

নার হস্তে রহিয়াছে, ইহার পর যদি মোকদ্দমা-মামলা উপস্থিত হয়, এই জন্য আমরা পূর্ব্ব হইতেই কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। বাটীর যুবকবৃন্দ বিষয়কার্য্য কেহই বুঝেন না, আপনি ইহার পর যাঁহাকে যাহা বলিবেন, তিনি তাহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন; আপনি কেন ভয় করিতেছেন? আমরা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে আপনার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারি। নগদ টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে, সব আপনি হজম করিয়া ফেলুন। এক্ষণে রীতিমত ভাগ বাঁটয়া হয় নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া যাউন।

দুষ্ট মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিনোদের নির্ম্মল চরিত্রে পাপ-স্পর্শ হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, কর্ম্ম-চারীরা ত ঠিক কথাই বলিতেছে, আমি এই কয়েক জন শরিকদারকে লইয়া বাটীতে বসিয়া থাকি, সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চলুক; যে প্রণালীতে সংসার চলিত, তাহাই চলুক, তবে পূর্ব্বে এক মণ তণ্ডুল লাগিত এক্ষণে পাঁচ সের তণ্ডুলেই হইবে। পূর্ব্বে সহস্র মুদ্রা সংসার-খরচ লাগিত আজকাল দুই তিন শত টাকা হইলেই যথেষ্ঠ হইবে। যাঁহারা স্ত্রীবাধ্য হইয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের বলবুদ্ধিই বা কতদূর, তাহা আমাকে একবার দেখিতে হইবে। এইরূপ নানা চিন্তার পর বিনোদ কর্ত্তা হইয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। ন্যস্ত ধন যাহা কিছু ছিল, তৎসমুদয় আত্মসাৎ করিয়া সরাইয়া ফেলিলেন। কর্ত্তার কাশী গমনের তারিখ অবধি নূতন খাতাপত্র হইতে

লাগিল, দশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা খরচ লেখা হইতে লাগিল। যাঁহারা শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন, ছয় মাস কাল তাঁহারা বাটীর কোন সম্বাদই লইলেন না। ছয় মাসের পর গোপীনাথ বাবু শ্বশুরালয় হইতে বিনোদ বাবুকে এক পত্র লিখিলেন যে, বিনোদ দাদা তুমি সত্বর আমার পৈত্রিক সম্পত্তি বুঝাইয়া দাও, নতুবা তোমার নামে আমি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিব। তদুত্তরে বিনোদ লিখিলেন, তোমরা কি গমনকালে আমার হস্তে পৈত্রিক বিষয় গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলে? বিষয়ের উপর তোমারও যেরূপ কর্ত্তৃত্ব আমারও সেইরূপ জানিবে; তবে তোমরা সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ, আমি নাবালক কয়েক-টাকে লইয়া ভিটায় বসিয়া আছি, এই মাত্র প্রভেদ। তুমি আপনার বিষয় আপনি আসিয়া দখল করিয়া লও, তদ্বিষয়ে কেহই প্রতিবন্ধক হইবে না।

বিনোদ বাবুর পত্র পাইয়া গোপীনাথ বাবু একেবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং সেই দিবসেই অন্যান্য জ্ঞাতিগণকে পত্র লিখিলেন যে, আমি বিনোদের নামে নালিস করিব; তোমরা আমার সহিত যোগ দিতে ইচ্ছুক কি না? বিনোদ আমাদিগের সমস্ত বিষয় লুটিয়া খাইতেছে, ভাগ চাহিলে হাস্য করিয়া উড়াইয়া দেয়। গোপীনাথের পত্র পাইয়া প্রায় সকলেই তাঁহার সহিত যোগ দিতে সম্মত হইলেন। গোপীনাথ পৃষ্ঠবল পাইয়া বিনোদের নামে উচ্চ আদালতে বিশ লক্ষ টাকার দাবী দিয়া নালিস করিলেন। বিনোদ মোকর্দ্দমায় জবাব দাখিল করিলেন

যে, আমাদিগের পাঁচ লক্ষ টাকার ঊর্দ্ধ পৈতৃক সম্পত্তি হইবে না, গোপীনাথ প্রভৃতি বাদীগণ আমার উপরে যে বিশ লক্ষ টাকার দাবী দিয়াছেন, তৎসমুদয় প্রলাপবাক্য মাত্র। আমি আদালতে প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের সমস্ত বিষয় রিসিভারের জিম্মায় হউক, তথা হইতে অংশ মত জ্ঞাতি-গণ বুঝিয়া লউন। বিনোদের আবেদন গ্রাহ্য হইল। এইরূপ চারি পাঁচ বৎসর মোকর্দ্দমার পর শরিকগণ কেহ বা পাঁচ হাজার, কেহ বা দুই হাজার টাকা মাত্র পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। অনেকের সেই টাকা মহাজনের দেনা পরি-শোধ করিতে করিতেই প্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই চাকরী বাকরী করিতেন, তাঁহারাই বাঁচিয়া গেলেন, অপর শরিকগণের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। বিনোদ বাবু কেবল যদুবংশের বজ্রদেবের ন্যায় পৈতৃক ভিটায় থাকিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন, এইরূপে পূর্ব্বস্থলীর বিখ্যাত রায়বংশ একেবারে ছিন্নভিন্ন ও নানাস্থানী হইয়া পড়িল।

রায়বংশের কর্ত্তাবাবু যদিও অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ছিলেন, তথাপি বিষয়কর্ম্মে বিলক্ষণ যত্নশীল ছিলেন। যদিও সমস্ত কার্য্য আপনি দেখিতেন না, কিন্তু এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কোন কার্য্যে কোন প্রকারে ন্যূনতা লক্ষিত হইত না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। বর্ষার পূর্ব্বেই তিনি বাটীর রাজমিস্ত্রীকে বলিতেন দেখ, ইমারতের কোথায় কি ঘটিয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর কোথায় কোথায় জল বসিয়াছিল, কোথায় অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষের চারা বাহির হইয়াছে, কোথাকার নর্দ্দামায় জল আট্‌কাইয়া

আছে, বর্ষাকালে বাটীর জল সুচারুরূপে নির্গমনের পথ পরিষ্কার আছে কি না? রাজমিস্ত্রী দুই তিন দিবস ধরিয়া এই বাটী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিত। তিনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করিতেন, সেইরূপ কার্য্য হইত। ইমারতাদির প্রতি কর্ত্তার এইরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় রায় বাবুদিগের ভবন কখন লোকের চক্ষে মলিন দেখাইত না। দুই তিন মাস অন্তর বাটীর সমস্ত আসবাব একে একে রৌদ্রে দেওয়াইতেন ও কিঙ্করগণের দ্বারা পরিষ্কার করাইতেন; ইহাতে সে গুলিও রীতিপূর্ব্বক রক্ষা পাইত। শীতঋতুর প্রারম্ভে কর্ত্তা একে একে সমস্ত পরিবারের নিকট হইতে সংবাদ আনাইতেন যে, কাহারও কোন শীত বস্ত্রের অভাব আছে কি না। যাহার যেরূপ অভাব থাকিত, কর্ত্তা তদ্দণ্ডে তাহার অভাব মোচন করিবার জন্য কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ দিতেন। জমীদারী এলেকা তিনি নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইতেন। নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে তিনি কালেক্টরি খাজনা পাঠাইয়া দিতেন। একমাস গত হইলে দশ দিনের মধ্যে ক্ষুদ্রভদ্র সমস্ত কর্ম্মচারীদিগের বেতন দিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। কোন কার্য্য শৈথিল্য করিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। একজন প্রাচীন কিঙ্কর ছিল, সে প্রত্যহ প্রত্যূষে আসিয়া পরিবারের মধ্যে কাহারও কোন পীড়া হইয়াছে কি না, সংবাদ দিত। উৎকট উৎকট পীড়া ভিন্ন সামান্য পীড়া হইলে কর্ত্তা মহাশয় স্বয়ং যাইয়া সেই পীড়িত ব্যক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ঐ কিঙ্কর পরিবারস্থ সকলের সুচারুরূপে আহারাদি হইয়াছে কি না সেই সংবাদ আনিয়া কর্ত্তাকে দিত। এইরূপে দীর্ঘ-

কাল কর্ত্তা রাবু সংসার চালাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু সামান্য দৃষ্টির অভাবে গোপাল বাবুর এক মাগুর মৎস্যের জন্য রায় বংশ একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পাঠক উপসংহারে এইমাত্র ব্যক্তব্য যে, কোন কোন লোকের কোন কোন বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে, কিন্তু অপরাপর বিষয়ে তাদৃশ দৃষ্টি না থাকাতে বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও ক্ষতি ঘটিয়া থাকে। যখন সংসারের যে দিকে দৃষ্টি না রাখিবেন, সেই দিকেই ক্ষতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন সকল দিকেই সাধ্যমত দৃষ্টি রাখিবার প্রয়াস পাইতে হয়। যদিও নানা কারণে সময়ে সময়ে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারা যায় না, তথাচ যে দিকে দৃষ্টি না রাখিলে অদ্যই হউক বা দশ দিন পরে হউক বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, সে সকল বিষয়ে অগ্রে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কখনও আলস্য বা ঔদাস্য করিয়া কালহরণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূন।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অর্থাৎ

রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিবিধ নীতি সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রস্তাব।

"পুস্তকস্থা চ যা নীতিঃ সা নীতি বিফলা মতা।
কার্য্যে চ সংস্থিতা সৈব ভবেৎ সুফলদায়িনী॥"

শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক
প্রণীত

ও তৎকর্ত্তৃক কলিকাতা—রাজবাটী—২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY NUNDO MOHUN BANERJEE & CO.,

AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,

No. 4, Garstin's Place.

1890.

পূর্ব্বভাষ।

বিজ্ঞান-নীতি-প্রসূনের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই খণ্ডে যে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার অভিলাষ ছিল, অবসর অভাবে আপাততঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না; সুতরাং কেবল তিনটি প্রস্তাব মাত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলি তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প রহিল। আমার পর্য্যবেক্ষণ অভাবে এই খণ্ডে আলোচিত প্রস্তাব কয়েকটিতে কিছু কিছু ত্রুটি ও ভ্রান্তি লক্ষিত হইবে; সহৃদয় পাঠকগণ আপনাপন উদারতার গুণে সেই গুলি মার্জ্জনা করিলে অনুগৃহীত হইব।

রাজবাটী।
কলিকাতা—দরমাহাটা
ষ্ট্রীট, নং ২৫।

শ্রীরাধাপ্রসাদ রায়।
গ্রন্থকারস্য।